উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

রংদার রোববার

সূচি অনুযায়ী আসার আগেই উত্তরবঙ্গে এবার বর্ষা কড়া নাড়ছে। বদলে যাচ্ছে তার চরিত্র, তাকে ঘিরে আমাদের সমস্ত অনুভূতিও। বর্ষার এই বদলে চলা ছবিকে নিয়েই এবারের রংদার রোববারের প্রচ্ছদ কাহিনী।

বর্ষামঙ্গল

১৫ থেকে ১৮-র পাতায়

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
Ph : 9830303398
Since 90 Years

পুরীর মন্দিরে জ্যোতির ড্রোন

২০২৪ সালে পুরীর জগন্নাথ মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা। সেই সময় তিনি মন্দিরের ওপর ড্রোন উড়িয়েছিলেন, যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ১০

দায় পাকিস্তানেরই

সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতের দায় আদতে পাকিস্তানেরই। নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে দাঁড়িয়ে এই দাবি করলেন ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি হরিশ পার্বথানেনি। ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩০°	২৯°	৩০°	৩০°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৫°	২৫°	২৪°

নীতি আয়োগের বৈঠকে নেই মমতা

শনিবার ভারত মণ্ডপমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নীতি আয়োগের বৈঠক বসেছিল। সেখানে অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা থাকলেও ছিলেন না পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। ১১

১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 25 May 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 7

‘নয়া’ ভারতের অধিনায়ক শুভমান

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ মে : ইয়ে তো হোনা হি থা!

প্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত। নেই কোনও চমক। আজ দুপুরে মুম্বইয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সদর দপ্তর ক্রিকেট সেন্টারে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার যখন দল ঘোষণার জন্য হাজির হলেন সাংবাদিক সম্মেলনে, তার অনেক আগেই ‘নয়া’ টিম ইন্ডিয়ার ছবিটা জানা হয়ে গিয়েছিল দুনিয়ার। রোহিত শর্মার উত্তরসূরির দায়িত্ব পেলেন শুভমান গিল। পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলা ভারতীয় ক্রিকেটের নয়া কান্ডারি হলেন শুভমান। তাঁর ডেপুটির দায়িত্ব পেলেন ঋষভ পন্থ। আর আট বছর পর টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তন করলেন করুণ নায়ার। চমক হিসেবে বাদ পড়েছেন কোচ গৌতম গম্ভীরের ‘কোলের ছেলে’ তকমা পাওয়া হর্ষিত রানা। তাঁর বদলে বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিংয়ের উপর ভরসা রেখেছেন নির্বাচকরা।

মহম্মদ সামি বাদ পড়তে চলেছেন, আজই উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গে অর্শদীপ সিংয়ের টিম ইন্ডিয়ায় সুযোগ পাওয়ার প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল। আট বছর পর করুণের টিম ইন্ডিয়ায় কামব্যাকের খবরও নতুন নয়। বাস্তবে সেটাই হয়েছে। মিশন ইংল্যান্ডের ১৮ সদস্যের ভারতীয় স্কোয়াডে রয়েছেন বাংলার দুই প্রতিনিধি অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও আকাশ দীপ। আকাশের প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও ঈশ্বরণ কতটা সুযোগ পাবেন, তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। গত ডিসেম্বর-

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

২০ জুন প্রথম টেস্টের সম্ভাব্য একাদশ

যশস্বী জয়সওয়াল, কেএল রাহুল, সাই সুদর্শন, শুভমান গিল, করুণ নায়ার, ঋষভ পন্থ, রবীন্দ্র জাদেজা, শার্দূল ঠাকুর, প্রসিধ কৃষ্ণা, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ।

অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, সাই সুদর্শন, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, করুণ নায়ার, নীতীশ রেড্ডি, রবীন্দ্র জাদেজা, ধ্রুব জুরেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, শার্দূল ঠাকুর, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপ, অর্শদীপ সিং ও কুলদীপ যাদব।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা এখন টেস্ট আঙিনায় অতীত। রোকো জুটির অবসরের পর আসন্ন মিশন ইংল্যান্ডের লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়ার ছবিটা কেমন হতে পারে, সেটা নিয়ে যেমন আলোচনা ছিল, তেমন প্রবল জল্পনা ছিল রোহিতের উত্তরসূরি নিয়ে। জসপ্রীত বুমরাহ অতীতে টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেই কারণেই তিনি শুভমানকে চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছিলেন। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনা ছিল ভিন্ন। এমন কাউকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছিল, যিনি প্রথম একাদশে নিয়মিত হওয়ার পাশে সিরিজের সব ম্যাচ খেলতে পারবেন। পাঁচ টেস্টের ইংল্যান্ড সিরিজে ঠিক এই জায়গায় বুমরাহকে টপকে বাজিমাত শুভমানের। আজ দল ঘোষণার পর জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার বুমরাহ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘আমার মনে হয় না বুমরাহ ইংল্যান্ড সিরিজের পাঁচটি ম্যাচে খেলতে পারবেন বলে। সিরিজ এগিয়ে চলার সঙ্গে বুমরাহর ফিটনেস কেমন থাকছে, সেদিকে নজর থাকবে আমাদের। সঙ্গে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের দিকটাও খেয়াল রাখতে হবে।’

ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করার পুরস্কার পেলেন করুণ।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

‘দায়িত্ব পালনেই ক্ষমতায়’

পালটা চাপের ছক ইউনূস শিবিরের

ঢাকা, ২৪ মে : পদত্যাগের জল্পনা হাওয়ায় ভাসিয়ে আওয়ামী লিগ ছাড়া অন্য সব দলকে চাপে রেখেছিল ইউনূস শিবির। শনিবার স্পষ্ট হল, প্রধান উপদেষ্টার ইস্তফা দূরের কথা, অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচকদের কার্যত দেশদ্রোহী ও ফ্যাসিস্টের দোসর বলে দাগিয়ে দেওয়ার ছক প্রস্তুত করা হয়ে গিয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের প্রকাশিত শনিবারের বিবৃতিতে সেই ইঙ্গিত জোরালো। বিবৃতিটিতে লেখা হয়েছে, ‘যদি পরাজিত শক্তির ইন্ধনে এবং বিদেশি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সরকারের ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালনকে অসম্ভব করে তোলা হয়, তবে সরকার সকল কারণ জনসমক্ষে উত্থাপন করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।’

মহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করে গত বৃহস্পতিবার জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছিলেন, যেভাবে রোজ দেশে রাস্তা আটকে আন্দোলন হচ্ছে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি চলছে, তাতে সরকারের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে পড়ছে। সেজন্য ইউনূস হতাশা প্রকাশ করেছেন বলে নাহিদ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন। তখনই ইউনূসের পদত্যাগের চর্চায় ইন্ধন দিয়েছিলেন তিনি।

শনিবার উপদেষ্টা পরিষদের বিবৃতিতে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, পরিকল্পনামাফিক ওই চর্চা ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পদত্যাগ নয়, বরং ন্যস্ত দায়িত্ব পালন না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় থাকবে- এরকম বার্তা আছে উপদেষ্টা পরিষদের বিবৃতিতে। শনিবার দুপুরে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের পর ওই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

বিবৃতিটিতে বলা হয়েছে, ‘দেশকে স্থিতিশীল রাখতে, নির্বাচন, বিচার ও সংস্কারের কাজ এগিয়ে নিতে এবং চিরতরে এদেশে স্বৈরাচারের আগমন প্রতিহত করতে বৃহত্তর ঐক্য প্রয়োজন বলে মনে করে উপদেষ্টা পরিষদ।’ এই লক্ষ্যে সম্ভবত রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন ইউনূস। যেখানে আওয়ামী লিগ ছাড়া অন্য সব দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

জাতীয় নাগরিক পার্টি, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামি ইত্যাদি দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করে শনিবারই ঐকমত্যের পরিবেশ তৈরির চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন প্রধান উপদেষ্টা।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

Cradle fertility center
সন্তান ধারণে সমস্যা? কোলকাতার পর আমরা এখন শিলিগুড়িতে
TEST TUBE BABY CENTRE
IUI • IVF • ICSI • IMSI
Jeevandeep Building, Salugara, Siliguri
9147071888 / 0353 4055797

খুনির মাথা থেঁতলে দিল ভাই

দাদাকে খুনের বদলা

জয়গাঁ, ২৪ মে : খুনের বদলা খুন, প্রতিশোধের এমন কাহিনী আজীবন মনে রাখবেন জয়গাঁ শহরের মানুষ। বড় ভাইয়ের খুনির মাথা পাথর দিয়ে থেঁতলে প্রতিশোধ নিল ছোট ভাই। পরিবারের বাকি দুই সদস্য গাছের ডাল, বেল্ট দিয়ে আঘাত করল মৃতদেহে। দুই পরিবারের এমন ‘ভেনডেটা’ জয়গাঁ আগে কখনও দেখেনি।

ঘটনাটি ঘটেছে জয়গাঁ শহরের গুয়াবাড়ি ইলিয়াসনগর এলাকায়। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া এমন নৃশংস খুনের ঘটনায় আতঙ্কিত সকলে। ঘটনার পর এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, যে যাঁর ঘরে দরজায় খিল দিয়েছেন। গোটা এলাকা শ্মশানের মতো খাঁখাঁ করছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবছর দুর্গাপুজোর সময় জয়গাঁর বিবাড়ি এলাকায় এক নালায় শাহিনুর আলম নামে এক তরুণের মৃতদেহ মিলেছিল। সেই তরুণের মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আবদুল সামাতকে গ্রেপ্তার করে জয়গাঁ থানার পুলিশ। মৃত শাহিনুর ইলিয়াসনগর এলাকার বাসিন্দা ছিল। এই এলাকাতেই সামাতের দিদির বাড়ি। সেই সূত্রেই দুজনের পরিচয় হয়েছিল। তদন্তে জানা যায়, শাহিনুরকে খুন করা হয়েছিল জুয়াখেলার টাকা নিয়ে বচসার জেরে।

সামাত জামিন পেয়ে দু’দিন আগে এলাকায় ফিরেছে। তবে, গত দু’দিন সে ঘর থেকে বের হয়নি। আজ সকালে দিদির বাড়িতে ঘুরতে দেখা যাচ্ছিল সামাতকে। সেই সময় শাহিনুরের ছোট ভাই জাহারুল আলমকে বাড়ির বাইরে বসে থাকতে দেখেছিলেন এলাকাবাসী। দুজনের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। বিকেল নাগাদ হঠাৎ আর্তনাদ শুনতে পান বাসিন্দারা। সকলে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন জাহারুল সামাতের মাথা থেঁতলে দিয়েছে বড় একটি পাথর দিয়ে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। কিছুক্ষণের জন্য থ হয়ে গিয়েছিলেন সকলে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

প্রতিশোধ

- দু’দিন আগেই খুনের মামলা থেকে জামিন পেয়েছিল আবদুল সামাত
- দিদির বাড়িতে এসে এদিন সে বাইরে বের হয়
- খুন হওয়া শাহিনুরের ভাই জাহারুল সকাল থেকে তাকে লক্ষ করে
- বিকেলের দিকে ভারী পাথর দিয়ে মাথায় মারে

চাকরির আশা নেই, স্পষ্টকথা বিকাশের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৪ মে : অনিশ্চয়তা আরও বাড়ল চাকরিচ্যুত যোগ্য শিক্ষকদের। বারবার আর্জি জানালেও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এখনও তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি। করবেন- এরকম ইঙ্গিতও নেই। উলটে তাঁদেরই বিকাশ ভবনের সামনে থেকে ধর্না সরাতে হচ্ছে হাইকোর্টের নির্দেশের কারণে। যদিও বিধাননগর পুরনিগম জল, ছাউনি, আলো ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তাঁরা নতুন ধর্নাস্থলে যাবেন না বলে ঠিক করেছেন।

পুলিশের যুক্তি মেনে নতুন ধর্নাস্থল ঠিক হয়েছে সেন্ট্রাল পার্কের সামনে। স্থান পরিবর্তন হলেও অবস্থান চলবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। তাঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্য এর মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীকে সোমবার পর্যন্ত সময় দিয়েছেন তাঁরা। এই দাবির ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বা বিকাশ ভবনের তরফে শনিবার পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে শনিবার চাকরিচ্যুতদের আরও হতাশ করেছেন আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য। তিনি নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে মামলাকারীদের আইনজীবী।

আন্দোলনকারীদের ১০ জনের এক প্রতিনিধিদল শনিবার দেখা করলে সিপিএমের এই রাজ্যসভা সাংসদ মুখের ওপর স্পষ্ট করে বলে দেন, ‘আপনারা কেউ চাকরি ফিরে পাবেন না। আপনাদের নতুন করে পরীক্ষায় বসতেই হবে। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করুন।’ এই মন্তব্যকে কটাক্ষ করে সিপিএম ও কংগ্রেসের সমালোচনায় তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘ভক্ষকের কাছে আন্দোলনকারীরা যায় কীভাবে? সিপিএমের আইনজীবীরাই চাকরি খেয়েছেন। বিজেপির বর্তমান সাংসদ প্রাক্তন বিচারপতিও চাকরিখেকোদের সঙ্গে যুক্ত।’

কুণালের উলটে প্রশ্ন, ‘মুখ্যমন্ত্রী যখন সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন করে চাকরি বাঁচানোর চেষ্টা করছেন, তাঁর বিরুদ্ধেই আন্দোলনকারীরা প্রশ্ন তোলেন কীভাবে?’ সিপিএম সাংসদ বিকাশ অবশ্য রাজ্য সরকারকেই নিশানা করেছেন। তিনি চাকরিচ্যুতদের বোঝান, রিভিউ পিটিশন নিয়ে সরকার ভুল বোঝাচ্ছে আন্দোলনকারীদের। তাঁর বক্তব্য, যোগ্য-অযোগ্যের তালিকায় উল্লিখিত ৭২৫০ জন চিহ্নিত অযোগ্যের তালিকার বাইরে আরও কিছু নাম রয়েছে। এই নাম পরে তালিকায় জুড়তে পারে।

অন্য কোনও পথে আশার আলো না দেখে আন্দোলনকারীরা রাজ্যের শাসক ও বিরোধী, সব দলের সাংসদদের চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শনিবার। তাঁদের সমস্যা সংসদে তুলে ধরে প্রতিকারের আর্জি জানিয়ে ওই চিঠি লেখা হবে। ধর্নার প্রথম দিন বিকাশ ভবনের গেট ভাঙার পিছনে এখন রাজনৈতিক মদত রয়েছে বলে অভিযোগ করছেন চাকরিচ্যুতরা। তাঁদের হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বৃন্দাবন ঘোষ নামে এক আন্দোলনকারীর আক্ষেপে। এরপর চোদ্দোর পাতায়

সরছে ধর্নাস্থল, সর্বদল বৈঠক দাবি

কৃষিচুন মানেই বায়োটিন কৃষিচুন
যা ব্যবহারে জমি চাষের পুরোপুরি উপযুক্ত হয়ে ওঠে
BIOTEEN KRISHI CHUN
বায়োটিন কৃষিচুন-২
একমাত্র কৃষিচুন
Trasco
Super Agro India Pvt. Ltd

এডিশন স্পেশাল

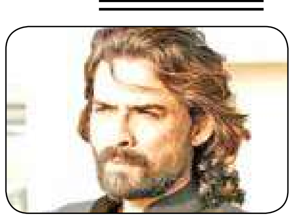

৫৪-তেই থামল অভিনেতা মুকুলের দৌড়

এগারোর পাতায়

হাসিনার ঘনিষ্ঠদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

এগারোর পাতায়

ময়দানের মাটি খুঁড়ে

আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রীর সভার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত প্রায় ৫০০ শ্রমিক। শনিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

মোদির সফরে প্যারেড গ্রাউন্ডে দক্ষযজ্ঞ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৪ মে : একটার পর একটা গাড়ি ঢুকছে। কোনওটায় বালি, বজরি, কোনওটাতে পাথর। আরেকদিকে মাঠে কাজ করছে ১০টি আর্থমুভার, ট্র্যাক্টর, রোড রোলার। একদিক থেকে আরেকদিকে ছুটে বেড়াচ্ছেন ইঞ্জিনিয়াররা। গোটা মাঠজুড়ে অন্তত ৫০০ শ্রমিক কাজ করছেন। এটা যেন দক্ষযজ্ঞ চলছে। ছবিটা আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডের। যেখানে বৃহস্পতিবার জনসভা করতে আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর সেই কর্মসূচির জন্য শনিবার থেকে সেজে উঠতে শুরু করেছে প্যারেড গ্রাউন্ড। শুক্রবার মঞ্চ তৈরির বিভিন্ন সামগ্রী এলেও এদিন থেকে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

বুধবারের মধ্যে মঞ্চ তৈরির কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেটাকে মাথায় রেখে বিভিন্ন ভাগে কাজ শুরু হয়েছে প্যারেড গ্রাউন্ডে। মূলত চারটি ভাগে বিজেপির কর্মসূচির জন্য কাজ শুরু হয়েছে। একদিকে মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে, আরেকদিকে শুরু হয় মাঠ ঠিক করার কাজ। একদিকে শুরু হয়েছে হেলিপ্যাড ও রাস্তা তৈরির কাজ। দুপুরে প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শনে আসেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা, জেলা বিজেপির সভাপতি মিঠু দাস। অন্যদিকে বিজেপির একটি প্রতিনিধিদল এদিন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করেছে।

মনোজ বলেন, ‘জনসভা কীভাবে হবে, পার্কিং কোন জায়গায় হবে, মানুষ কোনদিকে আসবেন সেইসব নিয়ে এদিন প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে।’ এরপর চোদ্দোর পাতায়

জল নিষ্কাশনে ফের বিরোধ গ্রাম-শহরের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৪ মে : আলিপুরদুয়ার শহরের জঞ্জাল অপসারণ নিয়ে মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের বিরোধ হয়েছে। এবার বর্ষার জলনিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে শহরের সঙ্গে বিরোধ বাধছে শোভাগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের। শহরের জমা জল নোনাই দিয়ে বের হলে তাঁরা জলবন্দি হবেন বলে শোভাগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের আশঙ্কা।

শনিবার আলিপুরদুয়ার শহর ও শহরতলি এলাকার জলমগ্ন পরিস্থিতির স্থায়ী সমস্যা সমাধানে সার্ভে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শহর ও শহরতলির জলমগ্ন পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ও রাজ্য সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার (নর্থ-ইস্ট) কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক সহ সেচ দপ্তরের একাধিক আধিকারিক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতে স্লুইস গেটের মুখের আবর্জনাও সাফ করা হয়।

আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, ‘প্রতি বছর বর্ষায় শহর ও শহরতলি এলাকার জলমগ্ন পরিস্থিতি জটিল আকার নেয়। সেই জল কোন জায়গা দিয়ে বের করা যায় তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়। এদিন সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তবে তার আগে জিও ট্র্যাকিং ও স্যাটেলাইটের সহযোগিতা নেওয়া হয়।’

আলিপুরদুয়ার শহরের জল দুটি জায়গা দিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে। শহরের একটি এলাকার জল নেতাজি রোড সংলগ্ন খাল দিয়ে ৫ নম্বর ওয়ার্ড ও দ্বীপচর হয়ে কালজানি নদীতে মেশে। শনিবার সকাল নয়টা নাগাদ নিউ আলিপুরদুয়ার মোড় থেকে সেচ দপ্তরের বিশেষ প্রতিনিধিদল শোভাগঞ্জ এলাকার একাধিক জায়গা সহ জল যাওয়ার বড় নিকাশিনালার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। দেখা গিয়েছে, বেশিরভাগ জায়গায় নালার ওপর ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছে। কোথাও নালার গা ঘেঁষে ইটভাটার সীমানা প্রাচীর তৈরি হওয়ার ফলে জল যাওয়ার পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এসব কারণেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় জলমগ্ন পরিস্থিতি জটিল আকার নিচ্ছে।

নিকাশিনালা পরিদর্শনে বিধায়ক ও সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

রাজ্য সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার (নর্থ-ইস্ট) বলেন, ‘শহরের জল যাতে সহজেই বের করে দেওয়া সম্ভব হয়, কোন জায়গা দিয়ে সেই জল বেরিয়ে যেতে পারে, তা এদিন দেখা হয়। কোথায় কোথায় সমস্যা রয়েছে, তাও দেখা হয়। পরবর্তীতে নালা সংস্কারের মতো কাজ করা হবে। তবে কবে কাজ শুরু হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না।’

নোনাই এলাকা দিয়ে শহরের জল বের করা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শোভাগঞ্জের বাসিন্দারা। জয়ন্ত ঘোষ নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার অভিযোগ, পুর এলাকার জল নোনাই এলাকায় জলমগ্ন পরিস্থিতি তৈরি করে। তাই পুরসভার জল নোনাই দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলে গণ আন্দোলন হবে। একই দাবি নারায়ণ দাস সহ অন্যদের।

জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ অনুপ দাস বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চিফ ইঞ্জিনিয়ার এলাকা পরিদর্শন করায় শহরের লোকজন খুশি। তবে শোভাগঞ্জের লোকজন বিষয়টি সম্পর্কে তেমন অবগত নন। তাই তাঁরা ভুল বুঝেছেন।’

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন। অপ্রিয় সত্যি কথা বলতে যাবেন না। নতুন ফ্ল্যাট কেনার সুযোগ আসবে। কন্যার বিবাহ স্থির হতে পারে। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ।

বৃষ : বাবা ও মা-কে নিয়ে তীর্থভ্রমণের সুযোগ আসবে। এই সপ্তাহে সঞ্চয়ের প্রয়োজন বুঝতে পারবেন। শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ সম্মানিত হতে পারেন। অকারণে কেউ আপনাকে উত্ত্যক্ত করতে পারে। মাথা ঠান্ডা রাখুন। সামান্য বিষয় নিয়ে সংসারে অশান্তি হলেও তা মিটে যাবে।

মিথুন : মায়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা। শিক্ষার্থীরা এই সপ্তাহে ভালো ফলের আশা করতে পারেন। বাড়ি সংস্কারের যোগ রয়েছে। নতুন গাড়ি কেনার শুভ সময়।

কর্কট : ব্যবসার মন্দাভাব কেটে যাবে। অংশীদারি ব্যবসায় মতানৈক্য হলেও অর্থাগমে খামতি থাকবে না। এই সপ্তাহে পরিচিত কোনও ব্যক্তির পরামর্শে কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। পেশাগত কাজে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বিদেশে বাসরত সন্তানের জন্যে উদ্বেগ কেটে যাবে। অপ্রিয় সত্যি কথা বলে সমস্যায় পড়বেন।

সিংহ : এই সপ্তাহে অবসর পাওয়া কঠিন হয়ে উঠবে। ক্রীড়া ও রাজনীতির ব্যক্তিগণ এই সপ্তাহে বড় কোনও সুযোগ পাবেন। সৃষ্টিমূলক কাজের জন্যে সম্মানিত হতে পারেন। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও গুরুত্ব দিন। প্রয়োজন পড়লেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কন্যা : কাউকে অযথা উপদেশ দিয়ে সমস্যা হতে পারে। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে রাশ টানা দরকার। যে কোনও ব্যবসা এই সপ্তাহে ভালো ফল দিতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে হঠাৎ কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।

তুলা : বাবা ও মায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেলে পরে অনুশোচনা। বিদ্যার্থীরা এই সপ্তাহে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন। অতি ভোগলালসায় ক্ষতি। নতুন ব্যবসার জন্যে দূরে যাত্রা করতে হতে পারে। প্রেমে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ সমস্যা তৈরি করবে। অধিক পরিশ্রমে নতুন কাজ সম্পূর্ণ করতে পারলেও শারীরিক সমস্যা বাড়বে। পুরোনো কোনও কাজের জন্যে অনুশোচনা।

বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে এই সপ্তাহে নিজের কর্মদক্ষতার জন্যে উপযুক্ত সম্মান পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পাবেন। রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকুন। নতুন বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে হঠাৎ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তিলাভ। অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের বিদেশগমনের ইচ্ছাপূরণ হতে পারে।

ধনু : বহু দিনের প্রিয়জনকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। গুরুজনের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কেটে যাবে। হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি। সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে স্বজন বিরোধের অবসান হবে। মা ও বাবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

মকর : অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সম্পত্তি কিনতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। পড়াশোনায় অগ্রগতি মানসিক শান্তি দেবে। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। সাহিত্যিক ও সংগীতশিল্পীরা এই সপ্তাহে নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছাপূরণ ঘটতে পারে।

কুম্ভ : ব্যবসা ভালো যাবে। সাংবাদিকদের জন্যে সপ্তাহটি শুভ। পাওনা আদায়ে সমস্যা হবে। গবেষণার কাজের স্বীকৃতি মিলতে পারে। দাম্পত্যের কলহ আরও জটিল হতে পারে।

মীন : সন্তানের বিদেশ যাত্রার বিষয় নিয়ে অহেতুক উদ্বেগ। নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরে কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা প্রাপ্তি। কোনও কারণেই ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করবেন না। সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে মনোমালিন্য। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সপ্তাহটিতে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পাত্র চাই

■ বিএ পাশ, ৩২/৫'-৪", পাত্রীর জন্য ড্রাইভার/ফ্লিপকার্ট/চাকরিজীবী ৩৮-এর মধ্যে ছোট পরিবারের শিলিগুড়ির পাত্র কাম্য। মোঃ 9547803670. (C/116504)

■ সুশ্রী, মধ্যমবর্ণা, 5'-2", মাধ্যমিক পাশ, কুমারী, কায়স্থ পাত্রীর 45 থেকে 48-এর মধ্যে স্বঃ//অসঃ, চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ডিভোর্সিও চলবে। (M) 7478406604. (C/113490)

■ কর্মকার, 25/5'-4", ফর্সা, সুন্দরী, B.A.(H) Eng. পাশ। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। কোচবিহার জেলা অগ্রগণ্য। (M) 8392070627. (C/115935)

■ কায়স্থ, ২৮/৫'-৪", সরকারি কর্মচারী (বিএসসি নার্সিং), শিলিগুড়ি নিবাসী উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 7908310981. (C/116503)

■ কায়স্থ, পূঃ বঃ, 33/5'-2", নর, বৃষ , M.A., পাত্রীর জন্য ইঞ্জিনিয়ার/সায়েন্টিস্ট পাত্র কাম্য। Ph.No. 8900379144. (C/116348)

■ নমশূদ্র, ২৪/৫'-২", B.A.(Hon. Eng./ICSE Board), B.Ed., ICSE Board School কর্মরতা, সংগীত জানা পাত্রীর জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার/সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Ph.No. 9332038488. (C/116401)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng.(H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/116080)

■ কায়স্থ, মাঙ্গলিক, 32/5', M.A., শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, মাঙ্গলিক পাত্র চাই। (M) 8116031627. (C/116506)

■ কোচবিহার নিবাসী, 32/5'-5", সরকারি চাকরিজীবী (B.Sc. Nursing), পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র কাম্য। কোচবিহার নিবাসী অগ্রগণ্য। (M) 7908211723, 8388815648. (C/115933)

■ ব্রাহ্মণ, অল্পদিনের ডিভোর্সি, M.Sc., B.Ed., 30+/5'-2", বেসরকারি স্কুলে চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। 9434603429. (C/115567)

■ 1980-তে জন্ম, M.A. ইনফরমেশন টেকনলজিতে ডিপ্লোমা, 5'-4", ফর্সা, স্লিম, স্মার্ট, অবিবাহিতা পাত্রীর সুচাকরিজীবী উপযুক্ত অবিবাহিত পাত্র চাই। (M) 7001873697. (C/115568)

■ WB, Gen. Caste, 26/5'-4", ফর্সা, B.Sc. Hons., B.Ed., পাত্রীর সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M.No. 8250246003. (S/N)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কুম্ভকার পাল, ৩৪/৫'-৪", ফর্সা, সুন্দরী, স্লিম, পঃ বঃ সরকারের অধীনস্থ উচ্চপদস্থ অফিসার পাত্রীর জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, সরকারি অফিসার পাত্র কাম্য, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। Ph : 9883892316, 7430015340. (C/116352)

■ পাত্রী রাজবংশী, 5'-3", সুশ্রী, 40, স্থায়ী চাকরি, MBBS, DO. স্বঃ/অসবর্ণ ডাক্তার পাত্র চাই। 42-45 বৎসরের মধ্যে। উঃ বঙ্গ অগ্রগণ্য। Mobile : 9593762596. (C/A)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 33/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/115572)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, জন্ম : 18.11.1984, অবিবাহিতা, উচ্চতা 5'-2", গ্র্যাজুয়েট, ফর্সা, মাঝারি গড়ন, সুসংস্কৃতি মনস্কা, গান জানা, উদার মনস্কা। 45-52 বছরের মধ্যে রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিজীবী,উদার মনস্ক সুপাত্র কাম্য। ডিভোর্সি হলেও আপত্তি নেই। (M) 9832638473. (C/115569)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, কায়স্থ, M.A., ৩৯/৫'-২", পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 9332844780 (সন্ধ্যা ৭টার পরে ফোন করিবেন)। (C/116524)

■ দে কায়স্থ, 40/5'-1", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, মাধ্যমিক ব্যাক পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8250812007. (C/116543)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 33 বয়স, M.Com., সরকারি Bank Officer পাত্রীর জন্য সরকারি বা PSU Job পাত্র কাম্য। ঘটক নহে। (M) 9433882610. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-2", সরকারি চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সঃ/বেসঃ চাকরি, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার অগ্রগণ্য। মোঃ 7047498016. (C/115937)

■ কায়স্থ, ২৮/৫', M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী। সঃ চাকুরে পাত্র চাই। বালুরঘাট ও দঃ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ করুন। (M) 8240002013. (C/116530)

পাত্র চাই

■ দিনহাটা নিবাসী, কায়স্থ, ২৫/৫'-৩", বিএ, ডিএলএড, ফর্সা, সুন্দরী, ব্যাংকে কর্মরতা (কন্ট্রাঃ) পাত্রীর জন্য উঃ বঃ নিবাসী, সঃ চাঃ পাত্র চাই। (M) 9635580368. (C/116531)

■ ব্রাহ্মণ, 38+/5', উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, B.A., কম্পিউটার ডিপ্লোমা পাত্রের জন্য নেশাহীন, দাবিহীন, সঃ চাকরিজীবী, ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 9883968128. (C/115873)

■ কায়স্থ, ৩৩/৫'-৩", ফর্সা, সুন্দরী, M.A. পাশ, বেসরকারি স্কুল শিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (যোগাযোগ-রাত ৭টা থেকে ১০টা)। (M) 8509393057. (C/115871)

■ পূঃ বঃ, কায়স্থ, ফর্সা, সুমুখশ্রী, স্নাতক, ৩০/৪'-১১", জলঃ, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক আধিকারিক। কায়স্থ, সুচাকুরে, উপযুক্ত পরিবারের সুপাত্র কাম্য। (M) 7063674747. (C/115870)

■ পাত্রী ২৯ বৎঃ/৪'-১১", B.Sc. Diploma Com., নিরামিশাষী পরিবার। যোগ্য পাত্র চাই, অসম ও উঃ বঙ্গের মধ্যে। মোঃ 8158812418. (C/115867)

■ নমশূদ্র, ৩১+/৫'-১", পিতা Retd. ব্যাংক ম্যানেজার, Vocational Teacher (H.S.), পাত্রীর জন্য উপযুক্ত চাকরিজীবী, স্বঃ/অসবর্ণ, ৩৫-৩৭'এর মধ্যে পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি/কলকাতা নিবাসী অগ্রগণ্য। 9832543421. (C/115869)

■ ব্রাহ্মণ, 29/5'-5", মাস্টার্স আর B.Ed. করা পাত্রীর জন্য পাত্র চাই, শিলিগুড়ি নিবাসী সরকারি চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী, উচ্চতা 5'-7"- 6'-1", বয়স-(30-35). 8101358172. (K)

■ কায়স্থ, APD, 30/5'-2", M.A. পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি/প্রঃ ব্যঃ পাত্র কাম্য। আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। (M) 8617364097. (U/D)

পাত্র চাই

■ মাধ্যমিক পাশ, 36/5', নমশূদ্র পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, 43-এর মধ্যে পাত্র চাই। সময় : 7-10 P.M. (M) 9434307829. (C/116548)

■ প্রতিবন্ধী(চক্ষু), কর্মকার পাত্রী, মালদা নিবাসী, 32/5'-2", H.S. পাশ, ফর্সা। প্রতিবন্ধী সুহৃদয় পাত্র কাম্য। Mob : 8759166416. (C/116551)

■ শিলিগুড়ির প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা, কায়স্থ, উচ্চতা ৫'-২", বয়স-২৭, ফর্সা, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রাধিকার। 8759081119. (C/116559)

■ পাত্রী কায়স্থ, 5'-4", বয়স 35 yrs. MBA, MNC-তে কর্মরতা। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়িতে বাড়ি, বাইরে কর্মরত এইরকম পাত্র চাই। মোবাইল-9832038538. (C/116555)

■ কায়স্থ, 27/5'-2", M.A., B.Ed., নামমাত্র ডিভোর্সি। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Mobile No. 7679093905. (C/116556)

■ 28/5'-3", MBBS Govt. Doctor, আলিপুরদুয়ার নিবাসী পাত্রীর জন্য ডাক্তার বা উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। Phone : 8293347638. (C/116557)

■ Bengali bride, 30, fair, slim, earning 27+ LPA, working in Bengaluru. Seeking professionally settled groom, 30-35, any caste, preferably based in or open to Bengaluru. Serious proposals may contact at 9832519426. (C/116560)

■ কায়স্থ, দেবারি, ৩৪+/৫'-৫", বিএ, ফর্সা, স্লিম, একমাত্র কন্যার জন্য স্বরোজগারী, অনূর্ধ্ব ৪০ পাত্র চাই। (M) 9474937673. (C/116362)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc., B.Ed., বেসরকারি হাইস্কুলের শিক্ষিকা, নম্র, ভদ্র, সুগৃহিণী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/116362)

■ রাজবংশী, 27+/5'-2", (M.A., M.S.W.), ফর্সা পাত্রীর সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9932327052. (D/S)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, B.Tech., নামী MNC-তে কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116362)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২২, B.Sc., পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116362)

■ ব্রাহ্মণ, 22/5'-3", B.Sc. পাশ, পরমা সুন্দরী, বনেদি পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 7407777995. (C/116362)

■ কায়স্থ, 24/5'-3", B.A. পাশ, ঘরোয়া, সুন্দরী, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য দাবিহীন ভালো পাত্র চাই। 9432076030. (C/116362)

■ কায়স্থ, Ghosh, অসম, মাঙ্গলিক, দেবগণ, ফর্সা, সুন্দরী, 27/5'-1", M.A., কলকাতায় বেসঃ চাঃ। 28-32, উপযুক্ত, সুচাকুরে, প্রতিষ্ঠিত পাত্র কায়স্থ কাম্য। 9706658835, 8822356879. (C/116362)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, সরকারি চাকরিরতা, বয়স ৩৭, পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/116362)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪ বছর বয়সি, MBA, পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/116362)

পাত্র চাই

■ জেনারেল, 26+/5'-4", M.A., B.Ed., সুশ্রী, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9434413308. (C/115877)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, 38/5'-10", ব্রাহ্মণ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9434001389.

■ কায়স্থ, নাথ মজুমদার, ৩৪+/৫'-৫", ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। ফোন-9775448896, শিব গোত্র। (C/113488)

■ কায়স্থ, ৩৫/৬', এমবিএ, ITC, জলপাইগুড়িতে কর্মরত, নরগণ। উপযুক্ত পাত্রী চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজনীয়। (M) 6295942749, 7602028944. (C/115832)

■ অসম বাসিন্দা, পূঃ বঃ শীল, 29/5'-7", সরকারি ব্যাংকের প্রবেশনারি অফিসার, বাবা অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর অধিকারী, বর্তমান শিলিগুড়ি নিবাসী, ভদ্র পরিবারের উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খুঁজছেন। হোয়াটসঅ্যাপ, Ph-7044309868/Mail - mazudj.25@gmail.com (K)

■ কায়স্থ, 31+/5'-6", Ph.D., কলেজের অধ্যাপক Govt., একমাত্র সন্তান। এইরূপ পাত্রের জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। (M) 7501607175. (C/116522)

■ কায়স্থ, বয়স 40+, উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, সরকারি কর্মরত পাত্রের জন্য জলপাইগুড়ি নিবাসী, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9564706253. (C/116359)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 32/5'-6", শিলিগুড়ি নিবাসী, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী। শিক্ষিত, ভদ্র, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 8101597044. (C/116523)

■ ২৩ বৎসর, ডিভোর্সি (৮ দিন), পিতা ব্যবসায়ী, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 8910371316. (K)

■ পাত্রী রাজবংশী, 32/5'-4", BDS Bangalore, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা, বাবা PSU Manager Retd., উপযুক্ত পাত্র চাই। Agent নিষ্প্রয়োজন। (M) 8436222009. (C/116540)

■ কায়স্থ, 40/5'-2", M.A. (Pol.+Hist.), শিলিগুড়ি নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 9434369374. (M/M)

■ কায়স্থ, মালদা নিবাসী, 29+/5'-3", B.Sc.(H), অমাঙ্গলিক, কন্যা, নরগণ, সঃ চাকরিরতা (L.D.C) ক্লার্ক, উপযুক্ত সঃ চাকরিরতা পাত্র কাম্য। (M) 7384692560. (C/114096)

■ জন্ম ১৯৯৩, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কন্যা সুশ্রী, কাস্ট কায়স্থ, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা, এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/116362)

■ ২০০০ জন্ম, ফর্সা, সুন্দরী, ৫'-৫", স্নাতক, বাঙালি ব্রাহ্মণ কন্যা। পিতা সরকারি চাকরিতে, মাতা প্রয়াত, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। চাকরি/পেশাজীবী উপযুক্ত পাত্র চাই। Call : 080-69075229. (K)

■ প্যারাটিচার (প্রাইমারি স্কুল), LIC এজেন্ট, ফর্সা, 35 বছর। হিন্দু ধর্মাবলম্বী, উপযুক্ত, সরকারি/বেসরকারি চাকুরে বা সচ্ছল ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8350099567. (C/116363)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, সরকারি চাকরিরতা, বয়স ২৭, পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/116362)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Sc., গভঃ ব্যাংক চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ কন্যাসন্তান-এর জন্য সরকারি, বেসরকারি চাকরিজীবী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 8172049789. (C/116362)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ২৭+, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9332710998. (C/116362)

■ কায়স্থ, দাস, শিলিগুড়ি, 26/5'-1", M.Com., B.Ed., বেসরকারি ইংরেজি স্কুলের শিক্ষিকার জন্য সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/শিক্ষক পাত্র কাম্য। (M) 8392019150. (C/116364)

■ কায়স্থ, 35/5'-3", M.A., B.Ed. (Eng.), সরকারি প্রাইমারি শিক্ষিকা (২০১০ সাল), কর্মস্থল জলপাইগুড়ি, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9832056340. (C/115576)

■ পাত্রী 28 বছর, উচ্চতা 5'-5", M.Sc., Ph.D., গায়ের রং ফর্সা, ঘরোয়া মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Bio-Data পাঠাতে পারেন। WhatsApp No. 9733341230. (C/116568)

■ ব্রাহ্মণ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 37/5'-11", দেবারিগণ, কুম্ভ রাশি, B.Sc. (Hons.), বেঃ সঃ চাঃ, সুদর্শন পাত্রের জন্য সুন্দরী, B.A. পাশ পাত্রী কাম্য। (M) 9475834294. ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (C/115938)

■ রায়গঞ্জ, কায়স্থ, 31/5'-10", ব্যবসা, ফার্টিলাইজার, (Bank CSP), M.A. (English), B.Ed., সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9002324967, 9475529102. (C/116529)

■ নিরামিষ, 28, দঃ দিনাজপুর, Ph.D. অসম্পূর্ণ, আয় 32K/মাস, দোতলা বাড়ি, একমাত্র পুত্র, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য, সঃ চাকুরে অগ্রগণ্য। 8670485579. (C/116535)

■ যাদব ঘোষ, 33+/5'-7", দেবগণ, প্রাঃ ইন্সুরেন্স কোঃ-তে কর্মরত, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রের জন্য শিলিগুড়ি/নিকটে, ঘরোয়া, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। দাবিহীন। SC/ST বাদে। ম্যাট্রিমনি/ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 8101315314. (C/116532)

পাত্রী চাই

■ পাত্র নামমাত্র ডিভোর্সি, 34+/5'-6", M.Tech.(E.E., JU), কেন্দ্রীয় সরকার Executive Engineer, বিস্তারিত তথ্য যোগাযোগ মাধ্যম। (M) 8145874362. (C/116529)

■ সাহা, 37/5'-6", B.Com., ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 32 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/116498)

■ পাত্র ৩৭ বৎঃ/৫'-৩", ফর্সা, B.Com. Pass, Computer ও শর্টহ্যান্ড Typing জানা, Private Law Clerk. উপযুক্ত মোটামুটি উপার্জনশীল পাত্রী কাম্য। মোঃ ৯৯৩৩৯১৬৮৮. (C/115868)

■ ব্রাহ্মণ, B.Tech., সরকারি ব্যাংকে কর্মরত, 30 বছর, 5'-6", দেবারিগণ, একমাত্র পুত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। ঘটক ও ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 7797015920, 9475923608. (C/115872)

■ দাশগুপ্ত, কর্পোরেট সেক্টরে উচ্চপদে কর্মরত, ৩২ বছরের পাত্রের জন্য ২৮ বছরের মধ্যে সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রী কাম্য। চাকরিরতা অগ্রগণ্য। (M) 8918982517. (C/116537)

■ ব্রাহ্মণ, বয়স-32+, উচ্চতা 5'-10", ছেলে ব্যবসা করে, দাদা হাইস্কুল টিচার, বৌদি হাইস্কুল টিচার, ব্যবসায়ী ছেলের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 9735424094. (C/116526)

■ কায়স্থ, 43, দিনহাটা নিজস্ব স্কুল (Abacus), দাবিহীন পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 8388091751. (S/M)

■ কায়স্থ, ২৯/৫'-৭", মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ITI(PTP) প্রিন্সিপাল, উত্তরবঙ্গে কর্মরত, মাঙ্গলিক পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা ২৮, জেনারেল কাস্ট, মাঙ্গলিক পাত্রী কাম্য। (M) 8918399029. (C/116539)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বিটেক, সেঃ গভঃ ইঞ্জিনিয়ার, 39+/5'-10", কয়েকদিনের বিবাহিত জীবন, ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিত, অবিবাহিত, অনূর্ধ্ব 33 পাত্রী কাম্য। SC/ST বাদে। Caste bar নেই। (M) 9002983458. (C/113491)

■ পাত্র নাপিত, BCA, M.A. (Eng.), 32+/5'-1", সরকারি চাকুরে। 28 মধ্যে ডিভোর্সি ছাড়া পাত্রী চাই। (M) 9733079405. (C/113494)

■ পাত্র Tax Practitionar, Slg., নিজস্ব বাড়ি, বয়স ৪২, উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9832094547. (C/113493)

■ কায়স্থ, B.Tech., 29/5'-6", B'Lore MNC, কর্কট, দেবারি, সুন্দরী, B'Lore MNC কর্মরতা, B.Tech., অনূর্ধ্বা 26 পাত্রী কাম্য। 8918830336. (C/116552)

■ পাত্র কুণ্ডু, বয়স 25+, উচ্চতা 5'-4", B.A. পাশ, ইসলামপুর নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজ বাড়ি ৪ তলা, একমাত্র পুত্র। ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 8918880491. (S/N)

■ ৩৮ বছর বয়সি, বাঙালি, ব্রাহ্মণ পাত্র, ৫'-৯", B.Tech., MBA, M.Sc. (Food Tech.), বার্ষিক আয় Rs. ৭০ লক্ষ। পিতা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অবসরপ্রাপ্ত। শিলিগুড়ি ও মুম্বইয়ে নিজস্ব বাড়ি। উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্রী চাই। Call : 9046450029. (K)

■ Kundu, 5'-11"/30, B.Tech., Hardware ব্যবসা, 5'-3" উপরে, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 9046851312. (K)

■ কোচবিহার নিবাসী, 5'-11"/31, Eng.-এ M.Phil., বেসরকারি H.S. শিক্ষকের জন্য কর্মরতা সুপাত্রী কাম্য। (M) 7583989555. (C/116561)

■ কোচবিহার নিবাসী, 31/5'-9", M.Sc., গভঃ অ্যাগ্রিকালচার অফিসার পাত্রের জন্য শিক্ষিত পাত্রী চাই। 9734488572. (C/116362)

■ কায়স্থ, 34/5'-8", H.S., আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ব্যবসায়ী এবং সরকারি ঠিকাদার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9073838707, 8918986271. (C/115574)

■ কায়স্থ, 31/5'-10", MNC-তে চাকরিরতা। 5'-3"-এর উর্ধ্বে, সুশ্রী, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাইরে যেতে ইচ্ছুক, কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 9002026302. (C/116529)

■ EB, কর্মকার, 30/5'-7", সরকারি Bank অফিসার, একমাত্র পুত্র, মাঙ্গলিক। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। ঘরোয়া, সুশ্রী, মাঙ্গলিক, অনূর্ধ্ব 24, ভালো পাত্রী কাম্য। জলপাইগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী অগ্রগণ্য। 9153008714. (C/116549)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, মোদক, 28/5'-7", B.Tech., Bengaluru (Intell Company)-তে কর্মরত, (মাঙ্গলিক) পাত্রের জন্য Technical পাঠরতা/(MNC) কর্মরতা, অনূর্ধ্ব 27 (মাঙ্গলিক) পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। 6296241574, 6294037523 (5 P.M. to 10 P.M.). (C/116547)

■ কায়স্থ, দেবারি, 35/5'-6", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি নিবাসী উপযুক্ত পরিবারের কর্মরতা পাত্রী চাই। (M) 8918452124. (C/116361)

■ পাত্র 41/5'-6", পূঃ বঃ কায়স্থ ঘোষ, নামমাত্র ডিভোর্সি, MBA, MNC-তে উচ্চপদে কর্মরত (B'lore), নিবাস শিলিগুড়ি। শিক্ষিত, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8927422188. (C/116546)

■ সাহা, 55 বছর/5'-5", অসম পুলিশ পেনশনার। শিলিগুড়িতে কর্মরত। বিপত্নীক পাত্রের পাত্রী চাই। ঘরজামাইতে থাকতে আপত্তি নাই। (M) 8134813851. (C/116364)

■ কায়স্থ, 33/5'-4", জলঃ নিবাসী, একমাত্র সন্তান, LIC Agent, নিজস্ব বাড়ি, মাসিক আয় 65K, পিতা Rtd. Govt. Emp., মা প্রয়াত, সুশ্রী, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। জলঃ অগ্রগণ্য। 9749378178. (C/115878)

■ বসাক, 35/5'-5", MCA, বেঃ চাকুরি, একমাত্র পুত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ, উপযুক্ত পাত্রী চাই। জলপাইগুড়ি জেলা অগ্রগণ্য। (M) 7047844874. (A/B)

■ উঃ দিঃ কানকি, 28/5'-5", ফর্সা, সুদর্শন, M.Tech. Eng., IT (Jadavpur University) Cipla (MNC)-তে কর্মরত, 12 L(PA) পাত্রের জন্য সুশ্রী, স্নাতক, নাপিত পাত্রী কাম্য। (M) 9811859597. (C/116563)

■ ব্রাহ্মণ, 32+/5'-6", M.A., B.Ed. (English), অধ্যাপক (Private College), জলপাইগুড়ি নিবাসী, দাবিহীন, এক চোখে সমস্যা, ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগাযোগ করবেন। No. 7908369107, No caste bar. (C/115880)

■ পাত্র Bangalore Manipal University-তে কর্মরত, কায়স্থ, অনূর্ধ্ব 27, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ-8918420892. (C/116363)

■ পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ডেন্টাল সার্জেন্ট, B.Sc., BDS, দেবগণ, 5'-7", অবিবাহিত, নিজস্ব কর্মস্থল ও গৃহ শিলিগুড়িতে। উক্ত নেশাহীন পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 31 বৎসর, সাধারণ জাতিভুক্ত, স্নাতক, ফর্সা, উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9434237005, 8389020719 (7 P.M.-10 P.M.). (C/116363)

■ ব্রাহ্মণ, 37+/5'-6", B.Tech., রাজ্য সরকারে কর্মরত, শিলিগুড়ি কর্পোরেশনে। সুদর্শন পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9830548289. (C/116364)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৩৯, স্টেট গভঃ চাকরিজীবী, পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/116362)

■ বয়স ৩৪, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে-তে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/116362)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, MD, গভঃ ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ রুচিশীল প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/116362)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩৩, M.Tech. পাশ, ব্যাঙ্গালোর-এর নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116362)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116362)

■ কায়স্থ, 5'-10", Software Engineer, MNC-তে B'Lore-এ কর্মরত, বয়স 32, সুশ্রী পাত্রী চাই। কর্মরতা বা স্নাতক পাত্রী (B.Tech., MBA, BCA, B.Sc., M.Sc., CA, B.Arch) কাম্য। মোঃ 8337836673. (C/116545)

■ পাত্র ৩০+, কুলীন কায়স্থ, MBBS, সরকারি ডাক্তার, M.O., অতীব সুন্দরী বা সুন্দরী, সুচাকুরে পাত্রী চাই। (M) 9083527580. (C/115875)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-4", ICT সরকারি স্কুল শিক্ষক (60 বছরের কনট্রাক্ট) ও সুনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9614321275. (C/116553)

■ পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৯/৫'-৭", আইটি সেক্টরে কর্মরত। শিক্ষিত, সুন্দরী, বাঙালি পাত্রী চাই (জাতিগত ভেদ নেই)। ঘটক/ম্যাট্রিমনি বাদে। 9832363161. (C/116554)

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-8", M.Sc., Ph.D., গভঃ কলেজের অধ্যাপক পাত্রের জন্য স্বর্ণ/অসবর্ণ ভালো পাত্রী চাই। 9734488968. (C/116362)

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-10", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। Caste no bar. 7557846138. (C/116362)

■ M.Tech., 29/6'-3", মুম্বইতে IT Sector-এ কর্মরত। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9051056555. (C/116362)

■ পূর্ববঙ্গ তিলি, বিকম, 34/5'-10", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9475807689. (C/116362)

■ B.Tech., SBI শিলিগুড়িতে স্থায়ী পদে কর্মরত, 33/5'-9", সুদর্শন, পিতা-মাতা পেনশনার। ছোট সচ্ছল পরিবার, কায়স্থ। 27 অনূর্ধ্বা, সুশিক্ষিতা, গৃহকর্মে সুনিপুণা, সুশ্রী, সাংসারিক যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679715410, 8240172773. (C/116362)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, সুশীল, বয়স ৩০, গভঃ চাকরিজীবী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9332710998. (C/116362)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, M.Tech., সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/116362)

■ সাহা, 32 বছর, উচ্চতা 5'-6", B.Tech., কম্পিউটার Shop নিজস্ব, পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9832380767. (C/116364)

■ পাত্র 30/5'-8", সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 8918425686. (C/116364)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র পুত্র, 35/5'-10", MBA (IIM) দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী ও সরাসরি যোগাযোগ কাম্য। (M) 8637004075. (C/116366)

অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনি

■ পাত্র-পাত্রী-এর নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনি। দরিদ্র পাত্র-পাত্রী পরিবারের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরিষেবা প্রদান করে চলেছি আমরা। Ph : 8509292825. (C/116363)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 699/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/116362)

মোদির হেলিপ্যাডের মাপজোখ হচ্ছে। পাশেই ১৯৮৭-তে হয়েছিল রাজীবের সভা। আলিপুরদুয়ারে।

রাজীবের স্মৃতি ফিরছে মোদির সভায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৪ মে : ১৯৮৭ সালের পর ২০২৫। প্রায় চার দশক পর আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে আসছেন দেশের কোনও প্রধানমন্ত্রী। আগেরবার এসেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি। আর এবার আসছেন নরেন্দ্র মোদি। বর্তমানে এই ময়দানে সাজোসাজো রব অনেককেই মনে করাচ্ছে ৩৮ বছর আগের আরেক জনসভার কথা।

মোদি আসছেন রাজনৈতিক জনসভা ও প্রশাসনিক সভা করার জন্য। আর রাজীব এসেছিলেন নির্বাচনি জনসভায়। রাজ্য বিধানসভা ভোটে আলিপুরদুয়ার আসনের প্রার্থী দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের হয়ে ভোট প্রচারে এসেছিলেন রাজীব। খোদ প্রধানমন্ত্রী প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা করলেও ওই আসন জিততে পারেনি কংগ্রেস। তবে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা কেমন হয় সেটা চাক্ষুষ করেছিল আলিপুরদুয়ার।

শহরের সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সবার কাছেই রাজীবের স্মৃতি আজও তাজা। কথা হচ্ছিল শহরের প্রবীণ ব্যবসায়ী তারক ঘোষের সঙ্গে। বললেন, 'ওটা একটা দিন ছিল বটে। প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল। লোক সামলাতে হিমসিম খেয়েছিল পুলিশ।' প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায় বর্তমানে দিল্লিতে থাকেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁকে ফোন করা হল। বললেন, 'ওই জনসভার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ওইদিন অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় চারটি জনসভা করেছিলেন রাজীবজি। আলিপুরদুয়ার ছাড়াও কালচিনি, ফালাকাটা ও ময়নাগুড়িতে জনসভা হয়েছিল। আলিপুরদুয়ারে জনসভা করে তিনি কালচিনি আসেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা। আদিবাসী নৃত্য দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গ দিতে চেয়েছিলেন রাজীবজি। তবে নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দেন।' আলিপুরদুয়ার শহরের প্রবীণ বাসিন্দারা বলেছেন, ওইদিন শহর প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ময়দানের উত্তরদিকে যে জায়গায় সভামঞ্চ করা হয়েছিল, সেখানে মোদির জনসভার জন্য হেলিপ্যাড তৈরি হচ্ছে।

শহরের প্রবীণ বাসিন্দা তথা কংগ্রেসের তৎকালীন জেলা সাধারণ সম্পাদক পুলিন চৌধুরী জানালেন, রাজীবের জনসভা সফল করার জন্য অনেকদিন আগে থেকে তাঁদের প্রচার চলছিল। নির্বাচনি প্রচারের মাঝেই ওই প্রচার করা হয়েছিল। এদিন লিচুতলার বাড়িতে পুরোনো কথা বলতে গিয়ে অনেককিছুই মনে করতে পারছিলেন না পুলিন। তবে এইটুকু তাঁর মনে আছে, তিনি মঞ্চে রাজীবের সঙ্গে হাত মেলাতে গেলে নিরাপত্তারক্ষীরা আটকেছিলেন।

পুলিনের স্ত্রী মঙ্গলা অসুস্থ, তবে স্মৃতিশক্তি বেশ। বিছানায় শুয়ে শুয়েই বললেন, 'নির্বাচনি জনসভা ছাড়াও রাজীব আরেকবার এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারে। তখন সঙ্গে ছিলেন সোনিয়া গান্ধি এবং প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি। সেদিন আলিপুরদুয়ার শহর থেকে দমনপুর পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছিল। আমরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম রাজীবকে দেখতে। তিনি নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। খুব ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে চালাতে সবাইকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানিয়েছিলেন।' জানা গেল, ১৯৮৬ সালে রাজীবের ওই আগমন হয়েছিল। গাড়িতে করে বিভিন্ন জায়গায় ওই বছর যাত্রা করেছিলেন রাজীব। আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর যাত্রা হয় সেই সময়।

শহরের প্রবীণ সাহিত্যিক পরিমল দে জানালেন, নিমতি এলাকায় তাঁর গাড়ি থামিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও শহরের ম্যাক উইলিয়াম স্কুলের উলটোদিকে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল কংগ্রেসের তরফে। সেখানে গাড়ি থামিয়ে নেমেছিলেন রাজীব। একই বক্তব্য শহরের আরেক প্রবীণ বাসিন্দা ল্যারি বসুরও।

একদিকে অনেকেই যখন ডুয়ার্সের এই শহরে মোদির সফর নিয়ে চর্চা করছেন, তখন স্মৃতি থেকে উঠে আসছে রাজীবের সফরের বিভিন্ন কথাও।

উত্তরবঙ্গের সিটিসি-তে নজর পশ্চিম ভারতের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৪ মে : উত্তরবঙ্গ থেকে আরও বেশি সিটিসি চা কেনার আগ্রহ প্রকাশ করল ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া টি ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন। চা প্যাকেটজাতকারীদের ওই সংগঠনটির বার্ষিক সাধারণ সভায় এমন কথা উঠে এসেছে। শনিবার আহমেদাবাদে আয়োজিত ওই সভায় গুজরাট, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রকেন্দ্রিক ওই সংগঠনটি ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গের চা যাতে আরও স্বাস্থ্যবান্ধব হয় তার ওপর জোর দিয়েছে। সেক্ষেত্রে বিপণনের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখে পড়তে হবে না বলে সংগঠনের কর্তাদের মূল্যায়ন।

এদিনের ওই সভায় দেশের মাথাপিছু চা পানের পরিমাণ ৮৬৩ গ্রাম থেকে বাড়িয়ে ১ কেজিতে করার ব্যাপারে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'মিশন ১ কেজি'। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী। তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গের ছোট, বড় সমস্ত বাগানই টি বোর্ডের যাবতীয় নির্দেশিকা মেনে নিষিদ্ধ রাসায়নিক বর্জিত উচ্চমানের চা উৎপাদন করে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্যাকেটারদের আমরা এই মর্মে আশ্বস্ত করেছি।' জলবায়ুর পরিবর্তন সহ নানা কারণে বর্তমানে চা শিল্পে সমস্যার সমাধানে একজোট হয়ে কাজ করার বিষয়ে সভায় প্রত্যেকেই এদিন সহমত পোষণ করেছেন।

ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া টি ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি পরশ দেশাই বলেন, 'বর্তমানে দেশের মোট উৎপাদিত চায়ের ৫০ শতাংশের বেশি ক্ষুদ্র চা চাষিদের বাগানের কাঁচা পাতা থেকে আসছে। তাঁরাই আগামীতে এই শিল্পের মূল কান্ডারি। যে কারণে ওঁদের দায়িত্বও বাড়ছে। বিষয়টি সভায় উপস্থিত ক্ষুদ্র চাষিদের প্রতিনিধিদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রেই জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ ও অসমের সিটিসি চায়ের সবচেয়ে বড় বাজার গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থান। ওই সব রাজ্যে লিকার নয়, দুধ চা বেশি জনপ্রিয়। যে কারণে অর্থডক্স-এর পরিবর্তে চাহিদা রয়েছে ফ্লেভারের পাশাপাশি ঘন রং তৈরি করতে পারে এমন সিটিসি চায়ের। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের মোট উৎপাদন ৪১০ মিলিয়ন কেজি। এর মধ্যে দার্জিলিংয়ের অর্থডক্স ক্যাটিগোরির ৫.৬ মিলিয়ন কেজি বাদ দিলে বেশিরভাগটাই তরাই-ডুয়ার্সের সিটিসি। এর একটা বড় অংশই পশ্চিম ভারতে চলে যায়।

চাহিদার নেপথ্যে

- উত্তরবঙ্গ ও অসমের সিটিসি চায়ের সবচেয়ে বড় বাজার গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থান
- ওইসব রাজ্যে লিকার নয়, দুধ চা বেশি জনপ্রিয়
- যে কারণে অর্থডক্স-এর পরিবর্তে চাহিদা রয়েছে ফ্লেভারের পাশাপাশি ঘন রং তৈরি করতে পারে এমন সিটিসি চায়ের
- বর্তমানে উত্তরবঙ্গের মোট উৎপাদন ৪১০ মিলিয়ন কেজি
- দার্জিলিংয়ের অর্থডক্স ৫.৬ মিলিয়ন কেজি বাদ দিলে বেশিরভাগটাই তরাই-ডুয়ার্সের সিটিসি
- এর একটা বড় অংশই পশ্চিম ভারতে চলে যায়

ক্রনিক কিডনি ডিজিজ

ডাঃ অজিত কুমার সিং
সিনিয়র কনসালটেন্ট - নেফ্রোলজি ও রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট ফিজিশিয়ান
MD, DNB

বিশদ জানতে স্ক্যান করুন

ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা সিকেডি রোগে আজ বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮৫০ মিলিয়ন মানুষ প্রভাবিত। সঠিক সময়ে এই রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা না হয়, তাহলে গুরুতর জটিলতার সাথে মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন অভিজ্ঞ নেফ্রোলজিস্ট ও রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট বিশেষজ্ঞ **ডাঃ অজিত কুমার সিং।**

প্র: সিকেডি কী?
সিকেডি (ক্রনিক কিডনি ডিজিজ) হল এমন একটি রোগ যেখানে কিডনির ক্ষুদ্র ইউনিট 'নেফ্রন' ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সুস্থ নেফ্রনগুলির উপর অতিরিক্ত চাপ বাড়তে থাকে ফলে কিডনির কার্যক্ষমতা সময়ের সাথে কমতে কমতে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

প্র: এই রোগ কতটা গুরুতর?
সিকেডি একটি গুরুতর অসংক্রামক রোগ, যা কিডনি বিকল করে জীবনহানির ঝুঁকি বাড়ায়। এটি মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায় এবং পুরোপুরি সারে না। তবে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার মাধ্যমে এর অগ্রগতি ধীর করা যায়। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ওবেসিটি ও পারিবারিক ইতিহাস এর প্রধান ঝুঁকির কারণ।

প্র: এই রোগের লক্ষণগুলি কী কী?
সিকেডি এক নীরব ঘাতক। তবে কিছু লক্ষণ অবহেলা করা মত নয়, সেগুলি- ত্বকে চুলকানি, হাত-পা ফুলে যাওয়া, ক্লান্তি, শ্বাসকষ্ট, প্রস্রাবে রক্ত, ঘন প্রস্রাব ও খিদে কমে যাওয়া।

প্র: সিকেডি-র চিকিৎসা কীভাবে হয়?
এর চিকিৎসা, রোগের অবস্থা ও কারণ অনুযায়ী হয়। এতে রয়েছে:
১) রক্তচাপ, সুগার ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে ওষুধ
২) পুষ্টিকর খাদ্য, ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন
৩) প্রয়োজনে ডায়ালাইসিস
৪) চূড়ান্ত পর্যায়ে কিডনি প্রতিস্থাপন

MEDICA Hospitals caring for life
A part of Manipal Hospitals Network
মেঘনাদ সাহা সরণি, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০৩
0353 2518667
www.medicanorthbengalclinic.com

IEM — 36 Years of Educational Excellence — UEM

INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
IEM-Salt Lake, IEM-Newtown, IEM-Jaipur

school of
University of Engineering & Management
Recognised by UGC and approved by AICTE

COURSES OFFERED
B.Tech, M.Tech, MBA, MCA, BBA(H), BCA(H), BBA-LLB, LL.M, BHM, BPT, Ph.D

IEMJEE-2025
Entrance Exam for B.Tech 2025-26
APPLY NOW
Scan the QR code and get the registration link

IEMCET-2025
Entrance Exam for BBA, BCA, BHM, BBA-LLB 2025-26
APPLY NOW
Scan the QR code and get the registration link

One of the Best Placement Achievements of the country
Excellent Placement in Govt. & Pvt. Jobs
Direct Foreign Placements
Foreign/Corporate Internship
Highest no. of startups
Rs.72 LPA Highest CTC

550+ Recruiting Companies
8.5+ LPA Average Package
4000+ Foreign Certifications

Admission Helpline
8010 700 500
www.iem.edu.in
www.uem.edu.in

Terms and Conditions apply. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. #Cashback Offer available on selected models for EMI transactions made using IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of ₹ 5000. #Valid on one transaction per card/order during the offer period. #The scheme is available in selected outlets only. *3 Years Free Service Maintenance Package is available only on Deluxe variant of Activa 110 and Activa 125. *For detailed Terms and Conditions of the 3-Year Free Service Maintenance Package worth ₹ 5500, kindly contact authorised main dealers and associate dealers. *Above scheme can be withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 31st May 2025. ^Limited period special price is for Activa 110cc Std OBD2B variant in West Bengal State, for details on limited period special price kindly contact authorized main dealer and associate dealers. The features shown in the creative may not be available in all variants.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1 , Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: **SILIGURI:** Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড এলআইসি'র

নিউজ ব্যুরো

২৪ মে : ২৪ ঘণ্টায় সবথেকে বেশি জীবনবিমা করানোয় গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করল লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন। এই ঐতিহাসিক কৃতিত্ব জিডব্লিউআর দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। টিম এলআইসি 'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড' পেয়ে রীতিমতো শিহরিত। ওই মর্যাদা তাদের এজেন্টদের নিরসল উৎসর্গ, দক্ষতা, অক্লান্ত কাজের প্রমাণ। এই সাফল্য এলআইসিকে তার গ্রাহক ও পরিবারের আর্থিক সুরক্ষা সরবরাহ করার জন্য তাদের এই গভীর প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে।

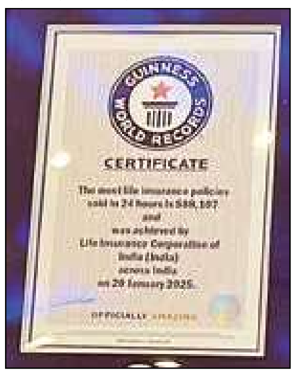

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No :- 1) WBMAD/JM/CH/eNIT-2 (2nd Call)/2025-26 Memo No.678/JM Dated : 23/05/2025 (Tender ID : 2025_MAD_851732_1)
Last date of bidding (On line) dated :- 14/06/2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

e-Tender Notice
Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO : BANARHAT/BDO/NIT-002/2025-26 (2nd Call).** Last date of online bid submission 31/05/2025 Hrs 05:55 PM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO & EO, Banarhat Block

আজ টিভিতে

শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ গ্যাঁড়াকল, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.০০ সূর্য, সন্ধে ৭.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.০০ মহাগুরু, ১.০০ ছোটদের ছবি
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, বিকেল ৪.২০ বাঘ বন্দি খেলা, সন্ধে ৭.২৫ হাঙ্গামা, রাত ১০.৩০ মেজদিদি
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ সুলতান, দুপুর ১.৩৫ প্রধান, বিকেল ৪.৩৫ সাথীহারা, রাত ৯.৩০ সত্য মিথ্যা, ১২.২৫ সুইৎজারল্যান্ড
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গুঞ্জন
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা, রাত ৯.০০ অমানুষ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কুলাঙ্গার
স্টার গোল্ড : দুপুর ১.৩০ বাগি-টু, বিকেল ৪.৩০ অতিথি তুম কব জায়োগে, সন্ধে ৭.০০ ড্রিম গার্ল-টু, রাত ৯.৪৫ ৮৩
জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৫৮ বিম্বিসার, দুপুর ১.৫০ কৃষ্ণা, বিকেল ৪.৪৭ পুলিশগিরি, সন্ধে ৭.৩০ জাল : দ্য ট্র্যাপ, রাত ১০.২০ ফ্যামিলি : এক ডিল
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.১৬ বিবাহ : আ জার্নি ফ্রম এনগেজমেন্ট টু ম্যারেজ, বিকেল ৪.৪১ অন্তিম, সন্ধে ৭.৩০ খট্টা মিঠা, রাত ১০.৩০ পুলিশ পাওয়ার

প্রধান দুপুর ১.৩৫
জি বাংলা সিনেমা

অতিথি তুম কব জায়োগে
বিকেল ৪.৩০ স্টার গোল্ড

বুকস্মার্ট রাত ১০.২৬
রমেডি নাউ

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪১ দিল ধড়কনে দো, দুপুর ২.৩২ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, বিকেল ৫.০১ ট্র্যাপড, সন্ধে ৬.৪৫ ফিতুর, রাত ৯.০০ ফরেন্সিক, ১১.২৩ রশ্মি রকেট

আমের শাহি টুকরা এবং তিল রুই তৈরি শেখাবেন মৌমিতা দত্ত। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ...

বর্ষা আসছে, যেন তারই জানান দিচ্ছে ব্যাং। মালদার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি। শনিবার।

উত্তরেও আগাম বর্ষার সম্ভাবনা

ধস-প্লাবনের আশঙ্কা শুরুতেই

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : উত্তরেও আগাম বর্ষা। কেরলে আগাম দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করায় নির্দিষ্ট সময়ের আগে উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশের সঙ্গে সিকিম ও হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গেও দু'তিনদিনের মধ্যে বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তবে বর্ষার শুরুতেই বৃষ্টির ঝোড়ো ইনিংসে ভীতির কারণ রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের ওপর একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় চলতি মাসের শেষ পর্বে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি এলাকায়। বৃষ্টির তীব্রতা এবং ব্যাপ্তিতে বন্যা পরিস্থিতির পাশাপাশি ভাঙন ও ধসের আশঙ্কা রয়েছে। ফলে বর্ষার শুরুতে বিপর্যয়ের সাক্ষী থাকতে চলেছে উত্তরবঙ্গ।

আগাম বর্ষার পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। তা মিলিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের আটদিন আগে শনিবার কেরলে বর্ষা শুরু হয়েছে, ২০০৯ সালের (২৩ মে) পর এত আগাম বর্ষা দক্ষিণ ভারতের রাজ্যটিতে ঢোকেনি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কেরলের সঙ্গে এদিন বর্ষার প্রবেশ ঘটেছে মিজোরামেও। আর তাতেই হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে প্রায় দুই সপ্তাহ আগে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবেশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শুধু আগাম বর্ষার বৃষ্টি নয়, শুরুতে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে। আকাশের পরিস্থিতি যা, তাতে মঙ্গলবার থেকেই বৃষ্টির ব্যাপ্তি বাড়বে। চলতি মাসের শেষ পর্বে বা ৩০ মে থেকে ব্যাপ্তির পাশাপাশি বৃষ্টির তীব্রতাও বৃদ্ধি পাবে। টানা তিনদিন মুষলধারায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে সিকিম এবং হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গেও এবছর আগাম দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নচাপের প্রভাবে কিছু এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আগাম সতর্ক করা হবে।' গৌড়বঙ্গেও আগাম বর্ষার বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বলছেন তিনি। উত্তরবঙ্গের বাকি অংশের সঙ্গে গৌড়বঙ্গেও প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

বর্ষার শুরুতে প্রত্যেক বছরই কিছুটা ভারী বর্ষণ হয় উত্তরবঙ্গে। ফলে এবছর ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হলে ভয়টা কোথায়? ভীতির কারণ, গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টি। সাধারণত বর্ষার আগে শুষ্ক আবহাওয়া থাকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। ফলে ভারী বৃষ্টি হলেও নদী, পুকুর, ডোবাগুলিতে জলধারণ ক্ষমতা থাকে। কিন্তু এবছর বিক্ষিপ্তভাবে হলেও টানা বৃষ্টি চলছে। ফলে ইতিমধ্যে নদীগুলিতে জল বাড়তে শুরু করেছে। কিছু এলাকায় শুরু হয়েছে ভাঙন। এমন পরিস্থিতিতে টানা তিনদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি হলে পাহাড়ি এলাকায় ধস এবং সমতলে নদীভাঙন ও কিছু এলাকা প্লাবিত হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। ফলে বর্ষার শুরুতেই বিপর্যস্ত হতে পারে জনজীবন।

বিপর্যয়ের আভাস

- আটদিন আগে শনিবার কেরল ও মিজোরামে বর্ষার প্রবেশ
- দু'তিনদিনের মধ্যে সিকিম ও হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গেও বর্ষার সম্ভাবনা
- প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা পাহাড়-সমতলে, বিপর্যস্ত হতে পারে জনজীবন

ট্রেন বাতিলে ভোগান্তি

রায়গঞ্জ, ২৪ মে : গত শুক্রবার শিলিগুড়ি ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার এবং শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি ডিইএমইউ ট্রেন বাতিলের নোটিশ জারি করে রেলমন্ত্রক। ফলে শনিবার অনেক যাত্রী স্টেশনে গিয়ে বিপাকে পড়েন। তাঁরা ট্রেনের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফিরে যান। রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, শিলিগুড়িতে রেললাইন মেরামতির জন্য শনি

ও রবিবার ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে এবং ইন্টারসিটি, ডিইএমইউ বাতিল করা হয়েছে রবিবারের জন্য।

ট্রেন বাতিল করার কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে রেল উন্নয়ন মঞ্চ। সংগঠনের সদস্য সুরজিৎ সরকার বলেন, নিঃশব্দে শিলিগুড়িগামী ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার এবং ডিইএমইউ ইন্টারসিটি দুটো ট্রেনকে বন্ধ করে রেখেছে কাটিহার ডিভিশন। অথচ কাটিহার-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এবং যোগবাণী-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি ঠিক চলছে। রায়গঞ্জ রেলস্টেশন ম্যানেজার রাজু কুমার বলেন, 'শিলিগুড়িতে রেললাইন মেরামতির কাজের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত দিনে ট্রেনগুলির যাতায়াত বাতিল করেছে।'

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ৪ জ্যৈষ্ঠ, ২৫ মে, ২০২৫, ১০ জেঠ, সংবৎ ১৩ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৬ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১২। রবিবার, ত্রয়োদশী দিবা ১।৩৬। অশ্বিনীনক্ষত্র দিবা ৯।১০। সৌভাগ্যযোগ দিবা ৯।৩১। বণিজকরণ দিবা ১।৩৬ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১২।২২ গতে শকুনিকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ৯।১০ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১।৩৬ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি- ৯।৫৫ গতে ১।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ১২।৫৫ গতে ২।১৫ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৯।১০ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ৯।১০ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন, দিবা ৯।১০ গতে ১।৩৬ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর ত্রকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং চতুর্দশীর সপিণ্ডন। দিবা ১।৩৬ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। সাবিত্রীচতুর্দশীব্রত। প্রদোষে সন্ধ্যা ৬।১২ গতে রাত্রি ৭।৪৮ মধ্যে সাবিত্রী, সত্যবান ও ধর্মরাজ পুজো। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪২ গতে ৯।২২ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৪৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে ও ১০।৩৪ গতে ১২।৪০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৪।৩২ গতে ৫।২৪ মধ্যে।

E-TENDER NOTICE
TENDER ID: 2025_ZPHD_851929_1
NIT No: 02/NKT/25-26 dated: 22/05/2025 fund:15th FC TIED
is invited by the undersigned.
Last date of submission of tender bid is 31/05//2025 upto 3.55 pm.
The details of the NIT may be viewed & downloaded https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer & BDO
Nagrakata Panchayet Samity

কাটিহার মণ্ডলে বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৭-এএমসি-বইলার-২৫ তারিখঃ ২০-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** ৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার হেতু ওয়াটার সফটনার প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ সহিত আরওএইচ-নিউ জলপাইগুড়িতে ০৩ (তিন) টি বইলারের বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার রাশিঃ** ১৮,১০,৪২০/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ৩৬,২০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পরিকাঠামোর উন্নয়ন
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২০-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার সংখ্যা.** ০৭-এপি-II-২০২৫। **কাজের নামঃ** গৌরীপুরেঃ প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ, সামগ্রী কার্যালয়, মার্চেন্ট কক্ষ, সামগ্রী চতুর্দিকের এলাকার লেবার শেড ধরণের পরিকাঠামো এবং শৌচাগার, পানীয় জল, কাভারশেড, সিসিটিভি পরিকাঠামোর উন্নয়ন। **টেন্ডার রাশিঃ** ৫,৪১,৩২,৮৯১.০৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪,২০,৭০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মডেল ড্রেনেজে সিস্টেমের উন্নয়ন
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৩২ অব ২০২৫, তারিখঃ ২১-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং. ১। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিউ জলপাইগুড়ি-এসএসই/ডব্লিউ/নিউ জলপাইগুড়ির অধীনে সেন্ট্রাল কলোনীতে মডেল ড্রেনেজে সিস্টেমের উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৮৩,১৬,৯৮৮.৮৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,৪১,৬০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আরইউবি/এলএইচএস-এর অ্যাপ্রোচ রোড ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ২১-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ০৬-এপি-I-২০২৫। **কাজের নামঃ** গোঁসাইগাঁওহাট-রাণীনগর জলপাইগুড়িঃ সিনি. ডিইএন/I/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে আরইউবি/এলএইচএস-এর অ্যাপ্রোচ রোড ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ২,২০,৪২,৪২০.৮৭ টাকা, বায়নার ধনঃ ২,৬০,২০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা হবে** ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

টাওয়ার ওয়াগন সাইডিংয়ের জন্য সিগন্যালিং বিন্যাসের ব্যবস্থা
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এসঅ্যান্ডটি_ সিওএন_ আরই_২০২৫; তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- টেন্ডার নং. এনএফআর_সি_আরই _এমএলজি _ বিএনডিপি_০১। **কাজের নাম ঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনে বুনিয়াদপুর (বিএনডিপি) স্টেশনে আরই ২৫কেভিএ অনুসারে বিদ্যমান ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম (কিওসান মেক) পরিবর্তনের ব্যবস্থা এবং টাওয়ার ওয়াগন সাইডিংয়ের জন্য সিগন্যালিং বিন্যাসের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩৪,৩৩,৩৬৬.৭৭ টাকা; **বায়নার ধন ঃ** ৬৮,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৭-০৬-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ১৭-০৬-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায়। কাজের শর্তাবলী এবং বিস্তারিত তথ্য www.ireps.gov.in তে টেন্ডার ডকুমেন্টে দেখা যেতে পারে।
ডিওয়াই. চিফ সিগনাল ও টেলিকম. ইঞ্জিনিয়ার/কন/আরই, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/১৪_২০২৫/কে/২০৬; তারিখ: ২১-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং. ঃ ১৪_২০২৫; কাজের নাম ঃ** "কাটিহার ডিভিশনে উচ্চ টিভিইউ (>২০,০০০) বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানড লেভেল ক্রসিং গেটগুলির ইন্টারলকিং" সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজের সাথে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। [এলসি গেটস নং. কেজি-৬২ (সিমলাহা-ফোর্বসগঞ্জ), এসকে-২২০ (শিলিগুড়ি জং-বাগডোগরা), এসকে-২৩৯ (নকশালবাড়ি-অধিকারী), এসকে-২৬২ (ঠাকুরগঞ্জ-আলুয়াবাড়ি রোড), এসকে-২৬৯ (ঠাকুরগঞ্জ-আলুয়াবাড়ি রোড)]। **টেন্ডার মূল্য:** ২৫,৮৫,৬৫৫/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৫১,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ১৭-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি অ্যান্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

গুডস সার্কুলেটিং এরিয়াতে পার্কিং এলাকার বৃদ্ধি
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিএসকেইএনজিজি/২১ অব ২০২৫ তারিখঃ ২২-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **আইটেম সংখ্যা.** ১। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** তিনসুকিয়া মণ্ডলেঃ (১) মাকুম জংশন- টিরাই-টিআরআর (এস)- সর্বমোট - ৩.৬ কিলোমিটার (২) ডিব্রুগড়-মরানহাট- টিএসআর (পি) লেপেটকটায় পয়েন্ট এবং ক্রসিং সর্বমোট - ১১ সেট। **টেন্ডার রাশিঃ** ২,২৯,৫৭,২২৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৬৪,৮০০/- টাকা। **আইটেম সংখ্যা.** ২। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** তিনসুকিয়া মণ্ডলে নিউ তিনসুকিয়া গুডস য়ার্ড এবং নিউ ডিব্রুগড় গুডস সার্কুলেটিং এরিয়াতে পার্কিং এলাকার বৃদ্ধি। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,৮৮,৭১,০৫৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৩৪,৪০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৩-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৩-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সুলভ শৌচালয়ের জন্য ই-নিলাম
আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সুলভ শৌচালয়ের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং. পিএএনডিইউ-১৪। নিলাম শুরুঃ (সকল লট) ঃ** ০৭-০৬-২০২৫ তারিখে ১২:৩০ ঘণ্টায়; **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি।

ক্রম নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
৫৫/১	পিএনইউ-এপিডিজে-এনওকিউ-টিওআই-৫৩-২৪-১ (সুলভ শৌচালয়)	নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে সুলভ শৌচালয়ের পরিচালনা।
৫৫/২	পিএনইউ-এপিডিজে-এনএমজেড-টিওআই-১৫-২২-১ (সুলভ শৌচালয়)	নিউ মাল জংশন স্টেশনের পিএফ নং.-১-এ সুলভ শৌচালয়ের পরিচালনা।

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৭-০৬-২০২৫ তারিখে ১৩:১০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় ৩০ মিনিট। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম লিভিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
এসআর. ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনে এসএলআর লিজের জন্য ই-নিলাম
তিনসুকিয়া ডিভিশনে ০২ বছরের জন্য একক ট্রিপ ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেনে ই-নিলামের মাধ্যমে এসএলআর কম্পার্টমেন্ট লিজ নেওয়ার জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: টিএসকে-এসএলআর-৫৫। বর্ণনা:** ২ বছরের জন্য ৪.০ টন এফএসএলআর কম্পার্টমেন্ট লিজ দেওয়া। **একক দর:** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট) ঃ** ১০-০৬-২০২৫ তারিখে ১০:০০ টায়।

ক্রম. নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	দিন
৫৫/১	১২০৬৮-এসএলআর-এফ১-কেটিটিএন-ডিএইচওয়াই-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	৬২৬
৫৫/২	১৫৬১৪-এসএলআর-এফ১-এমজেডএস-ডিএইচওয়াই-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/৩	১৫৭৭০-এসএলআর-আর১-এমএক্সএন-এপিডিজে-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/৪	১৫৮১৪-এসএলআর-এফ২-এমজেডএস-ডিকেজিএন-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/৫	১৫৮১৬-এসএলআর-এফ২-এমজেডএস-আরএনওয়াই-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/৬	১৫৬৬৬-এসএলআর-আর১-এমএক্সএন-ডিএইচওয়াই-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/৭	১৫৯২৬-এসএলআর-এফ১-ডিবিআরটি-ডিডিএইচআর-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	১০৫
৫৫/৮	১৫৯০৭-এসএলআর-এফ১-টিএসকে-এনএইচএলএন-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	৫২২
৫৫/৯	১৫৬৬৬-এসএলআর-এফ১-এমএক্সএন-ডিএইচওয়াই-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১০	১৫৮১৬-এসএলআর-এফ১-এমজেডএস-আরএনওয়াই-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১১	১৫৬৬৬-এসএলআর-এফ২-এমএক্সএন-ডিএইচওয়াই-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১২	১৫৭৭০-এসএলআর-এফ২-এমএক্সএন-এপিডিজে-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১৩	১৫৮১৪-এসএলআর-আর১-এমজেডএস-ডিকেজিএন-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১৪	১৫৬১৪-এসএলআর-আর১-এমজেডএস-ডিএইচওয়াই-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১৫	১৫৬১৪-এসএলআর-এফ২-এমজেডএস-ডিএইচওয়াই-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১৬	১৫৮১৪-এসএলআর-এফ১-এমজেডএস-ডিকেজিএন-২৫-২(পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১৭	১৫৮১৬-এসএলআর-আর১-এমজেডএস-আরএনওয়াই-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৫৫/১৮	১৫৭৭০-এসএলআর-এফ১-এমএক্সএন-এপিডিজে-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৩:২০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন লিভিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৮০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
Bhool Chuk Maaf
(H)
*ing : Raj Kumar Rao, Wamika Gabbi, Sanjay Mishra
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
A/C Dolby Digital

শিক্ষা

■ Private Tutor of law, B.Com (Only Law subject) & H.S. Pol. Science 9832302513. (K)

ভর্তি

■ পঃ বঃ সরকারের ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজার/ওয়্যারম্যান/ডিপ্লোমা ও NCVT (Elec.) কোর্সে ভর্তি চলিতেছে। GPA-APD. M : 8167258938. (C/115575)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি ভেনাস মোড়ে ২/৪ তলায় ৩টি সিঙ্গল রুম থাকা (শুধু ছেলে)/অফিসের জন্য ভাড়া দেব। M : 9064015748.

■ Shop required in rent. 250+sq.ft, in prime location of Raiganj. Ph : 7602129114, 11 A.M. to 7P.M. (C/116364)

বিক্রয়

■ 2 BHK 885 sq.ft ফ্ল্যাট বিক্রয়। উত্তর ভারতনগর 2nd ফ্লোর। M : 9932992972. (C/116534)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ায় ২টি ফ্ল্যাট (G &1st flr.) শীঘ্র বিক্রয়। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 94748-96990 (8-9 P.M.) (C/116569)

■ গেট বাজার, S.B.I. Bank-এর পাশে 110 বঃ ফুট দোকান বিক্রয় হবে। M : 8944092699. (C/116521)

■ A new spacious 01 BHK 703 sq.ft. fully furnished flat for sale Embee Delight Luxury Society, near Med. More, a prime location Siliguri (on 4 Lane AH-02). M : 9582015309/8509930454. (K/D/R)

■ কোচবিহার R.R. N. রোড সংলগ্ন 3.5 কাঠা বাস্তু জমি সত্বর বিক্রি হবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ - 9434613312. (C/115939)

■ শিবমন্দির হালের মাথায় প্লট করে জমি বিক্রয়। দূরত্ব 1.5 Km. মূল্য 6 লক্ষ প্রতি কাঠা থেকে শুরু। M : 7478998997. (M/M)

■ জলপাইগুড়ি, কেরানিপাড়ায় আড়াই কাঠা জমি বিক্রি। যোগাযোগ নং 9547814006.

বিক্রয়

■ নিরঞ্জননগরে (৩৬ নং ওয়ার্ড) ৩ কাঠা জমি (বাউন্ডারি ওয়াল) সত্বর বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করবেন। বিকেল ৫টা-৭টা। মোঃ নং- ৯৭৩৩৪১৫৮০৭. (C/113487)

■ ফাটাপুকুর সারদামণি হাইস্কুল সংলগ্ন ফোরলেনের ধারে দু-বিঘার একটি জমি অতিসত্বর বিক্রয় হইবে। M : 9547776058. (C/115874)

■ বিক্রয় 1000 sq.ft ফ্ল্যাট, শিলিগুড়ির রাজীব মোড়ে। কেবলমাত্র ক্রেতারাই ফোন করবেন। M : 9609970044. (C/116362)

■ উত্তর শান্তিনগর, বউবাজারে ১ কাঠা ৮ ছটাক রেজিস্ট্রি জমি বাড়ি সমেত বিক্রয় হবে। M : 91342-11468/79083-81003. (C/116364)

■ উত্তর ভারতনগর তরুণ তীর্থ ক্লাব-এর কাছে ২.৫ কাঠা জমি বিক্রি আছে। (M : 9830530952). (K)

■ শিলিগুড়ি-রবীন্দ্রনগর ডাকঘরের নিকট দু-পাশে রাস্তা যুক্ত 3 কাঠা জমি -বাড়ি সহ বিক্রয়। যোগাযোগ - 9832411856. (C//116364)

বিক্রয়

■ 60 (Sixty) Katha land at Dagapur (N.H-55) for sale, opp: Hyundai Show Room, H.C. Road, Siliguri. M : 9733001666. E-mail slgpks'mpex @ gmail.com

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ কাশ্মীর 28/9, লে-লাদাখ 27/9, অরুণাচল 26/9, হিমাচল+ অমৃতসর 8/10, রাজস্থান 8/10, কেরল 10/10, আন্দামান যে কোনও দিন। 9733373530. (K)

প্রপার্টি
আপনি থাকবেন ঠিক প্রকৃতির কোলে

■ একটি 1 (one) Room Flat বিক্রয় আছে। Panthaniwas Project. Dooars-এর বাটাবাড়ি-এর নিকট। Lataguri/Gorumara সংলগ্ন। Gr.Floor/480 sq.ft/One Room/Dining cum Sitting Room, Kitchen/Bathroom/Verandah সমেত। Ph. No- 9830643256. (K)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/116363)

কর্মখালি

■ পরিশ্রমী Floor Manager - Under 30, H.S.(P) চাই। Mall in Gangtok. 9434117292.(C/116362)

কর্মখালি

■ Female staff required for Momo Shop in Noida. Salary with accommodation & food. 8116468919(C/116516)

■ Oi Food শিলিগুড়িতে ছেলে প্রয়োজন। ১) কম্পিউটার জানা, গ্র্যাজুয়েট ২) ক্লাস ৮ পাশ, ডেলিভারি ও অন্যান্য কাজের জন্য। বয়স অনধিক ৩০। কাজের সময়- সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা। ফোন- 8900796600.(C/113492)

■ উক্ত পদগুলির জন্য নিম্নলিখিত জায়গায় প্রার্থী প্রয়োজন। ধূপগুড়ি- Branch Incharge, Service Consultant, Sales Consultant, Technician. জলপাইগুড়ি- Service Consultant, Floor Supervisor, Accountant(Tally), CRT(Ride Coordinator), Cashier cum Back Office. মালবাজার- Service Consultant,Technician. উক্ত পদগুলির জন্য ২-৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। যোগাযোগের ঠিকানা- Durga Motors, Royal Enfield Showroom, Jalpaiguri Ph No- 8515067504/7872376001, Email Id- durgamotors.hr@gmail.com(C/115876)

কর্মখালি

■ বিরিয়ানি, তন্দুরি, মোগলাই, চাইনিজ জানা Cook চাই। এছাড়া ম্যানেজার, ওয়েটার, হেল্পারও চাই। যোগাযোগ- 7001447847. (M/M)

■ স্ক্র্যাবার প্যাডের সেলসম্যান চাই, না টার্গেট না ফুলটাইম। কিনুন- বেচুন নিজেই করুন। (মোঃ) ৮০১৬৩২১২০৬ শিলিগুড়ি।(C/116533)

■ পোলট্রি ফার্ম দেখাশোনার জন্য লাইন সুপারভাইজার - (অভিজ্ঞ/অনভিজ্ঞ) প্রয়োজন। ন্যূনতম যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক। বয়সঃ ২০-৩০ বছর। বাইক/বাইকের লাইসেন্স বাধ্যতামূলক। যোগাযোগ- /WhatsApp No- 9434464720/7478006721। Interview: Sunday 01-06-2025, দুপুর 12 to 2 P.M. Siliguri. (C/116565)

■ সেলস মার্কেটিং-এর জন্য একজন সুদক্ষ কর্মী প্রয়োজন। যোগাযোগ- শিব মার্বেল, জলপাইগুড়ি। 9641681365.(C/115879)

■ Siliguri-তে Bank Recovery কাজের জন্য Filed Staff চাই। Sal+Ins+Fuel. Ph- 7001670116/9749358783. (C/113495)

কর্মখালি

■ Reqd. Fresh B.Com. for Bank Audit, Siliguri 9903285004(K)

■ Required marketing salesman with experience in garment sector 9832041891.(C/116362)

■ Staff needed for Dental Clinic. Salary- 6000/-. (M) 7908578204.(C/116364)

■ Required Exp. Accountant with Knowledge of Computer & Tally. (M) 9434046092.(C/116364)

■ পিকআপ গাড়ি চালানোর জন্য লাইসেন্স আছে এমন ড্রাইভার প্রয়োজন। (মোঃ) 9832318783. (C/116365)

■ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির প্রোডাক্ট মার্কেটিং-এর জন্য উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এগজিকিউটিভ প্রয়োজন। যোগ্যতা - উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। যোগাযোগ- 9674478026। (K)

■ Civil Engineer for Developer/Builder Male, Full Time, Experience - Minimum 5-7 years, Contact/WhatsApp - 9800010055. (C/116358)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভারী বৃষ্টি

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দেশে ঢুকেছে বর্ষা। আগামী সপ্তাহে রাজ্যজুড়ে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কমবে তাপমাত্রা।

রেল অবরোধ

শনিবার সাতসকালে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় লক্ষ্মীকান্তপুরে রেল অবরোধ করেন স্থানীয় লোকজন। এর ফলে সকাল থেকে ওই শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। ভোগান্তি হয় সাধারণ মানুষের।

ড্রোন আতঙ্ক

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট সীমান্তে শনিবার একটি ড্রোনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোড়ন পড়ে যায়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং বিএসএফ। ড্রোন কোথা থেকে এল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিস্ফোরণ

শনিবার দুপুরে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ফাঁকা গ্যাস ট্যাংকারে বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় সাতজন জখম হন ও দুটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তদন্ত শুরু করেছে

এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে...

শনিবার নদিয়ায়। ছবি- পিটিআই।

ফের সভাপতি জল্পনা পদ্মে

বাংলায় মোদি-শা’র সফরের আগে ঘোষণার সম্ভাবনা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ মে : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সফরের আগেই রাজ্য বিজেপির সভাপতির নাম ঘোষণা হবে? সংকট কাটবে দলীয় সংগঠনে? চলতি মাসে মোদি-শা-র সফর ঘিরে সেই নিয়ে নতুন করে সেই চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য বিজেপির অন্দরে। তবে দলের জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ নেতা-কর্মীদের মধ্যে তা নিয়ে প্রত্যাশা থাকলেও দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এখনই সেরকম কোনও আশার আলো দেখছেন না।

চলতি মাসে ২৯ মে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। তার ঠিক ২ দিন পরেই ৩১ মে রাতে কলকাতায় পৌঁছোনোর কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র। মোদি-শা-র জোড়া সফরে স্বাভাবিকভাবেই উজ্জীবিত দলের কর্মীরা। সাংগঠনিক নির্বাচনপর্ব শুরু হলেও দলের রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে রয়েছে। অধিকাংশ জেলার সভাপতির নাম ঘোষণা হলেও বুথ ও মণ্ডলের মতো দলের তৃণমূলস্তরে সংগঠনের অবস্থা এখনও বেহাল। সাংগঠনিকভাবে দায়িত্ব না পাওয়ায় দলের গোষ্ঠী কোন্দল বাড়ছে। সেই কারণেই দলের সাংগঠনিক কর্মসূচিতে সেভাবে সাড়া মিলছে না বলে মনে করছে দলের একাংশ। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে যত দ্রুত সম্ভব দলের রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করার জন্য দলের মধ্যে থেকেই দাবি উঠছে বারবার। এই আবহে মোদি-শা-র এই সফরকে ঘিরে তাঁদের মধ্যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। দলের একটি অংশের মতে, শা-র সফরের আগেই রাজ্য সভাপতির নাম চূড়ান্ত হতে পারে।

আসন্ন রাজ্য সফরে কলকাতা ও আরামবাগে দুটি সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দেওয়া ছাড়াও সায়েন্স সিটিতে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠক করবেন অমিত শা। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে দলের সাংসদ, বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে জেলা ও মণ্ডল স্তরের বাছাই করা নেতৃত্বকেও ডাকা হবে। ইতিমধ্যেই দলের একাংশ বলতে শুরু করেছেন, ২০২৬-এর নির্বাচন পর্যন্ত রাজ্য সভাপতি হিসেবে সুকান্ত মজুমদারকেই কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কিন্তু সাংগঠনিক নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত নেতাদের মতে, নির্বাচন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার পর কার্যকরী সভাপতি বা তদারকি সভাপতি হিসেবে সুকান্তকে বহাল

নজরে দুই সফর

- ২৯ মে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
- দু’দিন পর আগমন ঘটবে অমিত শা’রও
- এই দুই সফরের ঘোষণার পরই কর্মীদের মধ্যে জোর জল্পনা

রাখা সম্ভব নয়। আর যেহেতু সুকান্তর মেয়াদ ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, ফলে নতুন সভাপতি নির্বাচন করতেই হবে দলকে। তবে সাধারণ কর্মীরা এই কূট তর্ককে দূরে সরিয়ে রেখে অবিলম্বে রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা চাইছেন। সায়েন্স সিটির সাংগঠনিক সভা থেকে বাংলায় মোদির সেনাপতি, দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অমিত শা সেই লক্ষ্যে কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে আছে রাজ্য বিজেপি।

তবে দলের রাজ্য নেতৃত্বের একাংশের মতে, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের ২৮টি রাজ্য এবং ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে সাকুল্যে ১৮টির মতো প্রদেশ সভাপতির নাম ঘোষণা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, তেলেঙ্গানার মতো একাধিক রাজ্যের রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা এখনও হয়নি। ফলে এরাজ্যের মতো গুজরাট, তেলেঙ্গানার রাজ্য সভাপতিরা একাধারে রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেই দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিষয়টিকে আলাদা করে দেখার কোনও সুযোগ নেই। এত কিছুর পরও মোদি-শা-র সফর ঘিরে দলীয় কর্মীদের মধ্যে নতুন করে উৎসাহ দেখা দিয়েছে। এবারই প্রথম আলিপুরদুয়ারে প্রকাশ্য সভা করবেন নরেন্দ্র মোদি।

বোনের হাতে চা খেয়ে দিন শুরু পূর্ণমের

কলকাতা, ২৪ মে : পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি থাকার পর শুক্রবার পরিবারের কাছে রিষড়ার বাড়িতে ফিরেছেন পূর্ণম। তারপর থেকেই বাড়িতে খুশির হাওয়া। এদিন সকাল সকাল স্থানীয় কালীমন্দিরে পুজো দিতে যান পূর্ণমের স্ত্রী রজনী। তিনি বলেন, ‘ঠাকুর আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আজ খুব ভালো লাগছে। তাই মা কালীর কাছে পুজো দিলাম।’ দাদার বাড়ি ফেরার খবর পেয়ে শুক্রবারই বাপের বাড়ি এসেছেন পূর্ণমের বোনও। এদিন একটু বেলা করেই ঘুম থেকে উঠেছেন পূর্ণম। তারপরই বোনের হাতে বানানো দুধ-চা খেয়ে দিন শুরু করেছেন তিনি। তাঁর বোন কিরণ গুপ্তা বলেন, ‘দাদা দুধ-চা খেতে পছন্দ করেন। তাই এদিন দুধ-চা বানিয়ে দাদাকে দিয়েছি।’

পূর্ণমের বাবা ভোলানাথ সাউ বলেন, ‘ছেলে বলেছে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি থাকাকালীন পাকিস্তানি রেঞ্জার্সরা খুবই খারাপ ব্যবহার করেছে। তাই ছেলে ফিরে আসায়

স্বামীর মঙ্গলকামনায় পুজো দিলেন রজনী

আমরা ভগবানকে ও বিএসএফ কর্তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। একই সঙ্গে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের পাশে ছিল। তাই তাদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ।’ ছেলে ফিরে আসায় শনিবার বাড়িতে পূর্ণমের পছন্দ মতো খাবার বানিয়েছেন তাঁর মা দেবন্তী সাউ। এদিন পূর্ণমের জন্য দুপুরে ভাত ছাড়াও পাতে ছিল ছানার ডালনা, পটলের তরকারি, চাটনি, দই ও মিষ্টি। পরিবার তো বটেই, গোটা পাড়ার কাছে এখন যেন উৎসব।

পূর্ণমকে ঘিরে জাতীয়তাবাদের লড়াই শুরু হয়েছে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে। শুক্রবার রিষড়ার বাড়িতে পৌঁছোনোর আগেই তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে জিটি রোডে চলে যান রিষড়া পুরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্র, চাঁপদানির বিধায়ক তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই। রাত পেরোতে না পেরোতেই পূর্ণমকে সংবর্ধনা জানাতে শনিবার তাঁর বাড়িতে যান বিজেপির তিন বিধায়ক বিমান ঘোষ, অম্বিকা রায় ও সুব্রত ঠাকুর। এদিন বিধায়কদের দেখা করতে যাওয়া নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি পূর্ণমের সঙ্গে ফোনে কথাও বলেন।

আরও ১৩৭টি জাল ওষুধের সন্ধান

জাল ওষুধ খুঁজতে অভিযান চালাবে স্বাস্থ্য দপ্তর

কলকাতা, ২৪ মে : রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জাল ওষুধের খোঁজ মিলেছে। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করে ওইসব ব্যাচের ওষুধ বাজার থেকে তুলে নিতে পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল। তা সত্ত্বেও ওইসব ব্যাচের জাল ওষুধ বাজারে দেদার বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ এসেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে।

এরপরই প্রতিটি ব্লক ও জেলা প্রশাসনকে পাইকারি ও খুচরো দোকানে হানা দিতে নির্দেশ দিল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ও ফার্মাসি বিভাগের কর্মীরা দোকানে দোকানে অভিযান চালাবেন। সরকারি নির্দেশিকা পাওয়ার পরও যে দোকান থেকে ওইসব ব্যাচের জাল ওষুধ উদ্ধার হবে, সেই দোকানের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে। প্রতি সপ্তাহে এই নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরে রিপোর্ট পাঠাতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নতুন করে আরও ১৩৭টি জাল ওষুধের সন্ধান মিলেছে। এদিনই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। অপারেশনের পরে ব্যবহৃত ইনজেকশন,আই ড্রপ, যক্ষ্মার ওষুধ, কেমো ও রেডিওথেরাপির পর ব্যবহৃত ওষুধ, ডায়াবিটিসের জন্য ব্যবহৃত ইনজেকশন, ফুসফুসে সংক্রমণ নিরোধক ওষুধ এই তালিকায় রয়েছে। শুক্রবারই ১৯৮টি ওষুধ গুণমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। তার মধ্যে একটি ভেজাল ওষুধও পাওয়া গিয়েছে।

সিডিএসসিও প্রতি মাসে ওষুধের গুণমান পরীক্ষা করে। কোন ব্যাচের ওষুধ,ওষুধের নির্দিষ্ট মানদণ্ড খতিয়ে দেখার পর সেগুলি বাজারে বিক্রির ছাড়পত্র দেওয়া হয়। শুক্রবারই স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ওষুধের পাইকারি ও খুচরো বিক্রেতাদের ওই ওষুধ বিক্রি না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এরপর নতুন করে আরও ১৩৭টি ওষুধ গুণমানে উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, মূলত বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে জাল ওষুধ এই রাজ্যে আসছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ওষুধের প্রস্তুতকারক সংস্থার

সংকটে স্বাস্থ্য

- রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জাল ওষুধের খোঁজ মিলছে
- বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে ওই জাল ওষুধ এই রাজ্যে আসছে
- মূলত ঝাড়খণ্ড দিয়ে এই রাজ্যে ওষুধগুলি কলকাতায় প্রবেশ করছে
- বিহার থেকে কিশনগঞ্জ হয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সেগুলি যাচ্ছে

নাম জানিয়ে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার সরকারকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে নবান্নের অভিযোগ। এরপর ফের নতুন করে উত্তরপ্রদেশ সরকার ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রককে চিঠি পাঠিয়েছে নবান্ন।

মূলত উত্তরপ্রদেশ, বিহার হয়ে ঝাড়খণ্ড দিয়ে এই রাজ্যে ওষুধগুলি কলকাতায় আসছে। সেখান থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সেগুলি ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে বিহার থেকে কিষানগঞ্জ হয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সেগুলি ছড়িয়ে পড়ছে। সেই কারণেই এবার স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা জাল ওষুধের বিরুদ্ধে অভিযানে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রিভিউ পিটিশন নিয়ে চরম সংশয়ে নবান্ন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ মে : সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের রিভিউ পিটিশন নিয়েই এখন মূল চর্চা নবান্নের প্রশাসনিক মহলে। একাধিক শীর্ষ আধিকারিকের ধারণা, রাজ্যের রিভিউ পিটিশনের ভবিষ্যৎ মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের রায়ের ওপর ইতিমধ্যেই রাজ্যের করা রিভিউ পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল বলে মনে করছেন তাঁরা। রাজ্য সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশিষ্ট আইনজীবীদের ধারণাও তাই। গত শুক্রবার ‘অযোগ্য’দের এক আর্জি মামলায় শুনানির পর রায় দিতে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আগে যে রায় দিয়েছে তা কোনওমতেই বদল হবে না। সেদিক থেকে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের রিভিউ পিটিশন মামলা খারিজ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

কর্মচারীদের ২৫ শতাংশ ডিএ দেওয়া হবে কি না, সেই বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকার। সুপ্রিম কোর্টের এই অন্তর্বর্তী রায়ের ওপর রাজ্য রিভিউ পিটিশন দাখিল করবে কি না, নবান্নের ওপরমহলের কেউই তা জোর দিয়ে বলতে পারছেন না। এই নিয়ে বিশিষ্ট আইনজীবীদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও সরকারের আইন বিশেষজ্ঞদের শলাপরামর্শ চলছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তা সম্ভবত আগামী সপ্তাহেই। তবে আইনজীবীমহলের একটা বড় অংশ পিটিশন দাখিল করার ব্যাপারে সরকারকে ভরসা দিতে পারছেন না বলেই শনিবার নবান্নের খবর। আইনজীবীদের ধারণা, সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী আদেশের ওপর রিভিউ পিটিশন সাধারণত গ্রাহ্য হয় না। খারিজ হয়ে যায়। সেদিক থেকে আগামী সপ্তাহ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী ডিএ নিয়ে সেভাবে মুখ খোলেননি। অতি সদ্য এই নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, ‘কোর্ট কেস নিয়ে আমি কিছু বলি না। যা করি আইনত করি।’

আগামী সপ্তাহ আরও একটি কারণে রাজ্যবাসী ও রাজ্য সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কারণ, সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে ৩১-মে-র মধ্যে নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে সরকারকে।

স্বস্তির আশ্রয়...

শনিবার এসপ্ল্যানেডে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

সংক্রামিত ৩

কলকাতা, ২৪ মে : দেশের অন্য প্রান্তে আগেই করোনা সংক্রমণের সন্ধান মিলেছিল। এবার এই রাজ্যেও করোনা সংক্রমণের হদিস মিলল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে ২০ বছরের এক মহিলা ও এক কিশোরের করোনা সংক্রমণের হদিস মিলেছে। এছাড়াও দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে এক মহিলা করোনা সংক্রামিত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। রাজ্যে তিন করোনা সংক্রমণের হদিস পাওয়ার পরই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এদিনই বৈঠকে বসেন দপ্তরের কর্তারা। খুব শীঘ্রই স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এসওপি জারি করতে পারে স্বাস্থ্য দপ্তর।

এখনই অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জেলার হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত বেড তৈরি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অক্সিজেন সিলিন্ডারও মজুত রাখতে বলা হয়েছে। তবে প্রয়োজন ছাড়া হাসপাতালে ভর্তি না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সোমবার রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা বৈঠকে বসবেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক কোনও গাইডলাইন দিচ্ছে কি না, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।

রাধাবিনোদের স্মৃতি রক্ষায় উদ্যোগ

কলকাতা, ২৪ মে : জাপান সফরে টোকিওতে রাসবিহারী বসুর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা তুঙ্গে। শ্রদ্ধা জানিয়ে অভিষেকের দাবি, ভারতের জাতি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা রাসবিহারী বসুর সমাধি জাপানে অবহেলায় পড়ে রয়েছে। এই বার্তার পরেই জাপানে প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে থাকা জেডি (ইউ) সাংসদ থেকে অন্যান্য দলীয় সাংসদ শনিবার রাসবিহারী বসুর সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

রাসবিহারী বসু ও বিচারপতি রাধাবিনোদ পালের সমাধির অবহেলিত পরিস্থিতি নিয়ে জাপানে ভারতের রাষ্ট্রদূত সিভি জর্জকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন অভিষেক। তাঁর অনুরোধে সাড়া দিয়ে শনিবার সমাধিস্থলে যান জেডি (ইউ) সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝা, রাষ্ট্রদূত সিভি জর্জ ও প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সলমন খুরশিদ। অভিষেকের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘বাংলা পথ দেখায়। দেশের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস নয়। বিদেশের মাটিতে বাংলার সন্তান হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করেছে অভিষেক। টোকিওর বৈঠকে পাকিস্তানের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রমাণ দিয়ে অভিষেক ভারতের অবস্থান তুলে ধরেছে।’

পাশাপাশি প্রয়াত প্রাক্তন বিচারপতি রাধাবিনোদ পালের স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অভিষেক। তাঁর এই কাজকে সমর্থন করে রাধাবিনোদের পৌত্র সুধীবিনোদ পাল সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টের মাধ্যমে দাবি করেছেন, ‘২০২৪ সালে রাধাবিনোদের নামে উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রিট সংলগ্ন কোনও একটি রাস্তার নামকরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু এখনও তা হয়নি।’ তৃণমূলের অন্দরের খবর, জাপান সফর থেকে কলকাতায় ফিরে অভিষেক রাধাবিনোদের পরিবারের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলবেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে আলোচনা করে রাধাবিনোদের নামে কলকাতার রাস্তার নামকরণ করার সিদ্ধান্ত নেবেন অভিষেক।

সুকান্তর নিশানায় দুই তৃণমূল নেতা

কলকাতা, ২৪ মে : স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুই জেলার ভোটার তালিকায় নাম থাকার অভিযোগের পালটা একই অভিযোগ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূলের দুই যুব নেতার নাম রাজ্যের দুটি কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় থাকার অভিযোগ করেন সুকান্ত। যদিও এই সমালোচনা নিয়ে দলের মধ্যে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

সম্প্রতি সুকান্ত মজুমদারের স্ত্রী কোয়েলের নাম দুই জেলার ভোটার তালিকায় দেখা গিয়েছে। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা কোয়েল চৌধুরী হিসেবে বিয়ের আগে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হলেও সুকান্তের সঙ্গে বিয়ের পরে বালুরঘাটে ফের তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করছে নির্বাচন কমিশন। ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে সরব বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে খোদ রাজ্য সভাপতির স্ত্রীর নাম রাজ্যের দুই কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় থাকা নিয়ে অভিযোগ ওঠায় অস্বস্তিতে বিজেপি। এই আবহে কলকাতার দুই তৃণমূল যুব নেতা সৌরভ সর্দার ও বিপ্লব পালিতের বিরুদ্ধে দুই বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় নাম থাকার অভিযোগ করেছেন সুকান্ত। সৌরভ ১১৬ বিধাননগর কেন্দ্রের ২৬৯ নম্বর পার্টে প্রান্তিক সমাজ সদন বুথের ভোটার। যেখানে তাঁর ক্রমিক নম্বর ৪১৯। ওই কেন্দ্রেরই ২৭০ নম্বর পার্টের একই বুথের ৭৮১ ক্রমিক নম্বরে নাম রয়েছে সৌরভের। একইভাবে ১৬৪ বেলেঘাটা বিধানসভার ৩০৬ নম্বর পার্টে মোহিনী বিদ্যালয় বুথের ভোটার তালিকায় ৩৮ নম্বর ক্রমিক সংখ্যায় মন্ত্রী সুজিত বসু ঘনিষ্ঠ বিপ্লব পালিতের নাম রয়েছে। আবার ১১৬ বিধাননগর কেন্দ্রের ২৬৯ নম্বর পার্টে ওই প্রান্তিক সমাজ সদন বুথের ভোটার তালিকাতেও তাঁর নাম রয়েছে।

এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-মালদা টাউন-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু স্পেশাল ট্রেন

গ্রীষ্মকালীন মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৬৫৬৫/০৬৫৬৬ **এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-মালদা টাউন-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু স্পেশাল ট্রেন** নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, চলাচলের দিন, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী চলবে: —

এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-মালদা টাউন			০৬৫৬৫ ০৬৫৬৬	মালদা টাউন-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
রবি	-	২৩.৪০	↓এসএমভিটি বেঙ্গালুরু	১২.৪৫	-	শুক্র
সোম	১২.৫০	১৩.০০	বিজয়ওয়াড়া	২২.৪৫	২২.৫৫	বৃহস্পতি
মঙ্গল	০১.৪৫	০১.৫০	ভুবনেশ্বর	০৭.১০	০৭.১৫	
	০৯.৫৫	১০.০০	ডানকুনি	২১.৫৫	২২.০০	বুধ
	১২.২৫	১২.২৭	বোলপুর শান্তিনিকেতন	১৯.১৭	১৯.১৯	
	১৬.৩০	-	মালদা টাউন ↑	-	১৬.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে কৃষ্ণরাজাপুরম, বঙ্গারাপেট, জোলারপেট্টাই, কাটপাডি জং., রেনিগুন্টা জং., গুদুর জং., ওঙ্গোল, রাজামুন্দ্রি, দুব্বাদা, কোট্টাভাসালা, ভিজিয়ানগরম, শ্রীকাকুলাম রোড, পলাসা, ব্রহ্মপুর, বালুগাঁও, খুরদা রোড, কটক, ভদ্রক, বালাসোর, খড়গপুর, আন্দুল, বর্ধমান, রামপুরহাট ও নিউ ফরাক্কা স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ ও দিন : এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ০৬৫৬৫ :** ০১.০৬, ০৮.০৬, ১৫.০৬, ২২.০৬ ও ২৯.০৬.২০২৫ তারিখ (রবিবার) এবং **মালদা টাউন থেকে** ০৬৫৬৬ : ০৪.০৬, ১১.০৬, ১৮.০৬, ২৫.০৬.২০২৫ ও ০২.০৭.২০২৫ তারিখ (বুধবার) = প্রতিটি ৫ ট্রিপ। **গঠন:** এসি ২-টিয়ার - ১, এসি ৩-টিয়ার - ৩, স্লিপার শ্রেণী - ১০, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) - ৫, এসএলআরডি - ২ = ২১ কোচ। **শ্রেণী :** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাতেটানা রিকশার টিকে থাকার লড়াই

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৪ মে : ‘সিটি অফ জয়’ সিনেমায় হাতে টানা রিকশা চালকের অভিনয় করেছিলেন ওম পুরি। একইভাবে ‘পরিণীতা’, ‘দো বিঘা জমিন’ সিনেমায় হাতে টানা রিকশার দৃশ্য দেখে হাততালিতে ফেটে পড়েছিল দর্শক। কলেজ স্ট্রিটের ব্যস্ততম রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে এই গল্প শোনাচ্ছিলেন পেশায় রিকশাচালক রাজ কুমার। পাশেই দাঁড়িয়ে তাঁর একমাত্র বাহন জীর্ণ হয়ে যাওয়া হাতে টানা রিকশা। চালক আছে, যাত্রী নেই। শনিবার দুপুরের বৃষ্টিভেজা কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাজ কুমারের প্রশ্ন, ‘আমি আর এই পেশায় থাকতে চাই না। আপনার কাছে কোনও কাজ হবে?’

এই রিকশার লাইসেন্স দেওয়া প্রায় ২০ বছর আগেই বন্ধ করেছে কলকাতা পুরসভা। তাই অনেকেই বলেন, ‘বেআইনি।’ তবে অসিত সিংয়ের মন্তব্য, ‘আমাদের লাইসেন্স রিনিউ করা হয় না। তার জন্য কি আমরা কাজ ছেড়ে দেব? সারাদিনে মাত্র ২০০-৩০০ টাকা অনেক কষ্টে উপার্জন করতে পারি। আমাদের ছেলেপুলেরা তো এই কাজের কথা শুনলেই রেগে যায়। সরকার বিকল্প ব্যবস্থা করলে আমরাও রিকশা টানা ছেড়ে দেব।’

১৯১৯ সালে ‘ক্যালকাটা হ্যাকনি ক্যারেজ অ্যাক্ট’ চালু করে হাতে টানা রিকশার জন্য লাইসেন্স প্রথা চালু হয়। কিন্তু ২০০৬ সালে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই রিকশা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর মত ছিল, ‘ব্রিটিশ আমলের শোষণের প্রথাকে আমি সমর্থন করি না।’ রাজ কুমার বলেন, ‘আমরা তো বরাবরই শোষিত। তবে যাত্রীদের দ্বারা শোষিত নয়। সমাজের দ্বারা, শাসকের দ্বারা শোষিত। আমাদের এলাকার রাজনৈতিক দলগুলিও আমাদের দেখলে মুখ বাঁকায়। আগে লাইনে গোটা তিরিশেক হাতে টানা রিকশা ছিল। এখন তা মেরেকেটে গোটা পাঁচ-ছয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ইউনিয়নও প্রায় আজ থেকে দশ বছর আগে উঠে গিয়েছে।’

যাত্রীর অপেক্ষায়...

শনিবার পুলকেশ ঘোষের তোলা ছবি।

আইনত নিষিদ্ধ হলেও এখনও রাজ্য সরকার এই হাতে টানা রিকশার ‘ঠুং ঠুং’ শব্দ বন্ধ করতে নারাজ। বিগত ২০ বছর ধরে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত কেশব রায়। তিনি বলেন, ‘আমার বাবা একসময় এই রিকশা তৈরি করতেন। দিনে রিকশা চালিয়ে রাতে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করে টেনেটুনে সংসার চালাই। দিনে প্রায় ৫-৬ জন যাত্রী পাই। যাত্রীপিছু কখনও ৫০ টাকা, কখনও বা ১০০ টাকা নিই। অতিরিক্ত আয়ের জন্য জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাই।’

অনলাইন ক্যাবের যুগে উত্তর এবং মধ্য কলকাতার রাস্তা জুড়ে এখনও খুব কষ্টে শ্বাস নিচ্ছে হাতে গোনা টানা রিকশাগুলি। হারায়নি শহরের ঐতিহ্য। কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই। জৈষ্ঠ্যের প্রখর রোদে এক পশলা বৃষ্টি রিকশাচালকদের কাছে এক টুকরো অক্সিজেনের সমান। হাসি মুখে রাজ কুমারের বক্তব্য, ‘আজ একটু ঘাম কম হচ্ছে। একটু বেশি জিনিস বইতে পারব। পয়সা বেশি আসবে।’

বর্ষার পর্যটনও খুব গুরুত্বপূর্ণ এখন। বাংলা এবং সিকিমের পাহাড়-উপত্যকা মিলিয়ে ধরলে যা বৈচিত্র্য, তা কখনো-কখনো কাশ্মীরকেও হারিয়ে দেয়। তবু দুই রাজ্যের পর্যটনের বোঝাপড়া একদম নেই। বরং ট্যাক্সিচালক থেকে রাজ্য সরকার, সবার মধ্যেই প্রতিযোগিতার ছাপ স্পষ্ট। অথচ এক হলে দুই রাজ্যেরই লাভ। বাংলা ও সিকিমের পর্যটনের মিল বা অমিল কোথায়? এগিয়ে কারা? উত্তর সম্পাদকীয়তে তা নিয়েই আলোচনা।

পর্যটনে বাংলা বনাম সিকিম

দার্জিলিংয়ের বাইরে বেরোতে পারলাম কই!

দীপ সাহা

কোনও এক মেঘলা দুপুর। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়েছে একটু আগে। কুয়াশা ধীরে ধীরে ঘিরে ধরেছে দার্জিলিংকে। উইন্ডচিটারও কনকনে হাওয়া সইতে পারছে না। ঝটিকা সফর সেরে একটু পরেই নেমে যেতে হবে সমতলে। কেভেন্টার্সের ছাদে বসে কফি কাপে চুমুক দিতে দিতে ভাবছি, এবারও আর কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা হল না।

উলটোদিকের টেবিলেই বসা সদ্যবিবাহিত দম্পতি। তরুণীর নাক থেকে সিঁথি পর্যন্ত টানা লম্বা সিঁদুরের রেখাই বলে দিচ্ছে, এ নির্ঘাত 'হানিমুন ট্রিপ'। তবুও যেন দুজনের মুখ ব্যাজার। ফিশফাশ শুনতে পেলাম, তরুণী স্বামীকে বলছেন, 'এর থেকে সিকিম গেলেই ভালো করতাম। তোমার বন্ধু কী যে প্ল্যান করে দিল! দু'দিন এভাবে দার্জিলিংয়ে কাটিয়ে দেওয়ার মানেই হয় না।' ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া স্বামী স্ত্রীর কপালে একটা চুমু এঁকে কী যেন বিড়বিড় করলেন।

ওই দম্পতি দার্জিলিংয়ের প্ল্যান ক্যানসেল করে পরে সিকিমে গিয়েছিলেন কি না, আর শোনা হয়নি। কিন্তু শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘার টানেই দার্জিলিংয়ে বেড়াতে এসে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে, এমন পর্যটকের কিন্তু অভাব নেই।

ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি একটা শব্দের সঙ্গে খুব পরিচিত। দি-পু-দা। যাঁরা ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন তাঁরা জানেন এই শব্দবন্ধের আসল মানে। দিঘা-পুরী-দার্জিলিং। মাঝেরটার সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক না থাকলেও বাঙালির আবেগ চূড়ান্ত। সমুদ্র যাঁদের ভালো লাগে, দিঘা তাঁদের কিছুটা কাছের। আর দার্জিলিং নামটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কুয়াশামাখা ম্যাল, কেভেন্টার্সের ছাদ, গ্লেনারিজের বারান্দা, বরফঢাকা শায়িত বুদ্ধ কিংবা একটুকরো বাতাসিয়া লুপে কু-ঝিকঝিক শব্দে টয়ট্রেনের ছুটে চলা।

একটা সময় শুধু এসব দেখবেন বলেই ভ্রমণপিপাসুরা ছুটে আসতেন দার্জিলিংয়ে। নির্দ্বিধায় কাটিয়ে দিতেন ৩-৪ রাত। বেড়িয়ে নিতেন রক গার্ডেন, জাপানিজ টেম্পল আরও কত কী। এখন অবশ্য দার্জিলিং ঢুঁ মারলেও সফর কাঁটছাট করে অনেকেই বেছে নিচ্ছেন সিকিম। ধরুন, চারজনের একটি পরিবার ৭ দিনের ছুটিতে পাহাড়ে বেড়াতে এসেছে। ট্যুর অপারেটরের জোরাজুরিতে দু'রাত দার্জিলিংয়ে থাকলেও বাকি রাত কাটানোর জন্য তাদের পছন্দের ঠিকানা হয়ে উঠছে পাশের পাহাড়ি রাজ্যটি। কেউ চাইছেন দু'রাত গ্যাংটককে কাটিয়ে বাকি একদিন করে লাচুং, লাচেনে থেকে নিতে, কেউ বা আবার নামচি, পেলিং অথবা রাবাংলায়।

এখানকার স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীরা একটা কথা হামেশাই বলছেন, 'দার্জিলিংয়ের ভাতে ভাগ বসাচ্ছে সিকিম'। কথাটা যে আর কথার কথা নেই, তা গুগল করলেই বুঝতে পারবেন বেশ। নামজাদা বড় বড় ট্যুর অপারেটরদের কেউই এখন আর দার্জিলিংকেন্দ্রিক ট্যুর করাচ্ছে না। যা হচ্ছে অধিকাংশই সিকিমকেন্দ্রিক, যার সঙ্গে একদিন বা দু'দিনের জন্য জুড়ে যাচ্ছে দার্জিলিং। কিন্তু এমনটা কী হওয়ার কথা ছিল?

বোধহয় না।

আসল কথাটা হচ্ছে, সিকিম যা পারছে বাংলা তা পারছে না। বাংলার মূল পাহাড়ি পর্যটন শুধু দার্জিলিংয়ে আটকে থাকলেও সিকিম তা ছড়িয়ে দিচ্ছে আনাচকানাচে। আর তাই গ্যাংটকের সঙ্গে সমোচ্চারিত হচ্ছে নামচি, পেলিং, রাবাংলা, লাচুং, লাচেন, জুলুক, ইয়ুমথাংয়ের নাম। দার্জিলিং নিয়ে বাংলাকে যতটা গর্ব করতে দেখি, তার সিকিভাগও দেখি না কালিম্পংকে নিয়ে করতে।

দার্জিলিং যদি বাংলার পর্যটনে সুয়োরানি হয়, কালিম্পং তবে দুয়োরানি। অথচ কালিম্পংকে নিয়ে গর্ব করার মতো অনেক কিছু ছিল। ছিল সম্ভাবনাও। কিন্তু বৃহৎ পরিসরে কালিম্পং কোনও জায়গা পায়নি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা কালিম্পংয়ে এত হ্যামলেট রয়েছে যে, চাইলে অনায়াসে শুধু বাংলার পাহাড়কে দিয়েই প্যাকেজ ট্যুর করানো সম্ভব। স্থানীয় স্তরে একটু একটু করে সেই প্রচেষ্টা শুরু হলেও সেই অর্থে তা প্রচারের আলো পায়নি।

সিকিমের অর্থনীতির মূল ভরকেন্দ্র পর্যটন। তাই সরকারি তরফে পর্যটনের প্রচার ও প্রসারে কোনও কসুর করা হয় না। এক্ষেত্রে বাংলা এককদম পিছিয়ে। এমন একজন পর্যটনমন্ত্রী হয়ে বসে রয়েছেন, যিনি উত্তরের পাহাড়ের ইতিহাস-ভূগোল জানেন কি না সন্দেহ। মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পর তাঁকে সরকারি মঞ্চে গান গাওয়া ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ করতে দেখিনি। এই যে ধরুন, কার্সিয়াংয়ের গিদ্দা পাহাড় থেকে রোহিণী পর্যন্ত রোপওয়ে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে এতদিন। রোপওয়ে চালু হলে স্থানীয় পর্যটনের প্রসার ঘটত নিশ্চিত। কিন্তু সে কথা কি তিনি ভেবে দেখেছেন একবারও? এটা শুধু একটা উদাহরণমাত্র। এমন উদাহরণ দিতে গেলে পাতার পর পাতা লিখে ফেলা যাবে।

অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর- চেরি ফুলে ভরে ওঠে দক্ষিণ সিকিমের একটা অংশ। পর্যটক টানতে তা ফলাও করে প্রচারও করা হয়। অথচ এই একই ফুল কালিম্পংয়ের শ্যামেবিয়ং সহ আরও বেশকিছু জায়গায় ফুটলেও তা নিঃশব্দে ঝরে পড়ে। আমরা জানতে পারি কোথায়!

এটা ঠিক যে, সিকিমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বহুমুখী। একদিকে যেমন চা বাগান আছে, তেমনই আছে বরফাবৃত পাহাড়, হিমবাহ হ্রদ এমনকি জঙ্গলও। উত্তরবঙ্গে পাহাড়, খানিক জঙ্গল থাকলেও সামনাসামনি বরফ বা হিমবাহ হ্রদ দেখার সুযোগ নেই। ভারত-নেপাল সীমান্ত ঘেঁষে থাকা সান্দাকফু বা আশপাশের অঞ্চল সবেধন নীলমণি হলেও সাধারণ পর্যটকের সেখানে যাওয়া দুষ্কর। এতগুলো বছর হয়ে গেল, সেখানে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোই গড়ে তোলা গেল না। এটা কি সরকারের অপারগতা নয়?

আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষা এই এল বলে। আবার ভোগান্তি শুরু হবে সিকিমের পথে। তিস্তার সঙ্গে গা ঘষাঘষি করে থাকা ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক যে নিশ্চিতভাবে ভোগাবে পর্যটকদের, এনিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। সিকিমে তো আবার ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়েছে একাধিক পথ।

আসলে বর্ষার সিকিম বরাবরই এরকম। অনিশ্চিত। সেই দিক থেকে বাংলার পাহাড়ি পথ তুলনায় অনেক ভালো। ধসপ্রবণ বটে, কিন্তু সিকিমের মতো আটকে পড়ার ভয় কম। কারণ উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের প্রায় প্রতিটি ডেস্টিনেশনেরই বিকল্প পথ রয়েছে। বাংলা চাইলে বর্ষাকালীন পর্যটনে এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতেই পারে। কিন্তু ভাববে কে?

অতঃপর ঘুরেফিরে আসছে সেই একটাই কথা। সদিচ্ছা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তবুও পর্যটন নিয়ে মাঝেমধ্যে দু-একটা চিন্তাভাবনা যাও বা করেন তা বাস্তবায়িত করতে বা অন্যরকমভাবে ভাবার আর কেউ নেই। স্টেকহোল্ডাররা বলার চেষ্টা করলেও সুযোগ পান না। এই তো, ক'দিন আগে বাণিজ্য সম্মেলন হল শিলিগুড়িতে। ডাকা হয়েছিল পর্যটন ব্যবসায়ীদেরও। কিন্তু উত্তরের অর্থনীতির অন্যতম জিয়নকাঠি পর্যটনের সঙ্গে জড়িত কেউ কিছু বলতেই পারলেন না।

সব খারাপের মধ্যে একটাই ভালো দিক দেখি, হোমস্টে পর্যটনের প্রভাব বিস্তার। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা করতে এর বিকল্প নেই। কিন্তু সেটাও যে প্রচারের আলো পায় না খুব একটা। উত্তরবঙ্গে এমন বহু অফবিট ডেস্টিনেশন রয়েছে, যেগুলির নাম গুগলে লিখে মাথা কুটলেও হদিস পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরিসরে কিংবা হালে ইনস্টা, ফেসবুকের ট্রেন্ডিং রিলে জায়গা করে নিচ্ছে তা।

বাংলা এখন শিল্প শিল্প করে মরছে। কলকারখানার ধোঁয়া খোঁজা হচ্ছে আতশকাচে। ধোঁয়া না তুলেও যে শিল্প হয়, তা ক'জন মানে! মানে যারা, তারা কদর করতেও জানে। কিন্তু সেই কদর করার লোকের বড়ই অভাব।

আমরা কি পারি না আরও একবার ভেবে দেখতে? সিকিম যদি ভাত কেড়ে নেয়, থালাটা তো আগলে রাখতে পারি অন্তত। আসলে আমাদের যে খিদেটাই বড্ড কম। আমরা অল্পতেই সন্তুষ্ট।

আর আমাদের হাত ধরতে চায় না ওরা

কৌশিক দত্ত

পশ্চিম সিকিমের রাবাংলা থেকে মিনিট দশেকের রাস্তা রাবডানসে। একসময় সিকিমের চোগিয়ালদের রাজধানী। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সাহায্য নিয়ে সেই ইতিহাসকে সাজিয়েছে সিকিম সরকার। এন্ট্রি পয়েন্টে ছোট্ট একটা পার্ক। পাখিঘর দিয়ে সাজানো। মিনিট পনেরো জঙ্গলের রাস্তায় ট্রেক করে পৌঁছে যাওয়া যায় ফুনসং নামগিয়ালের (চোগিয়াল বংশের রাজা) রাজধানীতে। সোলার আলোয় সাজানো সেই ধ্বংসস্তূপ। গাইড বুঝিয়ে দেন কোথায় রাজা বসতেন, কোথায় উচ্চবিত্তরা পুজো দিতেন, কোথায় আমজনতার উপাসনার জায়গা ছিল। আরও কত কী। দূরে পেমিয়াংসি মনাসটেরি ইতিহাসের সাক্ষী থাকে।

দমনপুর থেকে রাজাভাতখাওয়া হয়ে বক্সা মোড় পেরিয়ে সোজা সান্তালাবাড়ি। তারপর ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে কিছুটা গাড়ি উঠলেও হাঁটাপথে যেতে হবে বাকিটা। ইতিহাসের বক্সা দুর্গ। ইংরেজ আমলে অদম্য কিছু তরুণের লড়াইয়ের ইতিহাস এই দুর্গের প্রতি ইটে লেখা। বন্দিদের নিজের হাতে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেসবও লেখা আছে এখানকার ফলকে। নেই শুধু ইতিহাসকে ধরে রাখার একবিন্দু আন্তরিকতা। দুর্গে বন্দিদের থাকার সেলগুলো একের পর এক ধসে পড়ছে। বিসদৃশ টাইলস বসিয়ে স্মৃতি ফলক করা হয়েছিল বাম আমলে। তারও কয়েকটা খসে পড়েছে। সর্বত্র ছড়িয়ে আবর্জনা আর গবাদি পশুর মল। যতদূর জানি, দুর্গ সংস্কারের কথা বলা হলেও তার জন্য কোনওদিনই কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া হয়নি।

অথচ দু'জায়গাতেই পা পড়ে পর্যটকদের। দুই রাজ্যের দুই ছবি বলে দেয় পর্যটন নিয়ে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির তফাত কতটা। সিকিম পর্যটনকে তাদের প্রধান শিল্পের মর্যাদা দিয়ে বিশ্বে অন্যতম টুরিস্ট ডেস্টিনেশন হয়ে উঠেছে আর পশ্চিমবঙ্গ সেই দৌড়ে ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে।

সমস্যাটা কোথায়? এর কারণ খুঁজতে আমাদের কয়েক দশক পিছিয়ে যেতে হবে। তার আগে দেখে নেওয়া যাক, কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন পরিকাঠামোর দিকটা। উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমকে নিয়ে যে পর্যটন সার্কিট গড়ে উঠেছিল তার পিছনে কোনও সরকারি উদ্যোগ সেভাবে ছিল না। বরং সেই পর্যটন সার্কিট অনেকটা ধাক্কা খেয়েছে কেন্দ্রের অদ্ভুত নিয়মে। পর্যটনের যে অঞ্চলভিত্তিক ভাগ রয়েছে, তাতে পূর্বাঞ্চল সার্কিটে গোটা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে রয়েছে ওড়িশা থেকে আন্দামান। আর সিকিমকে রাখা হয়েছে অসম সহ সেভেন সিস্টারের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে। ফলে সিকিমের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যটন নীতি পরিচালনা করা হয় গুয়াহাটি থেকে আর উত্তরবঙ্গের জন্য কলকাতা থেকে। উত্তরবঙ্গ আর সিকিমকে ধরে কোনও সামগ্রিক পরিকল্পনা তাই কোনওদিনই করা হয়নি।

তাই দার্জিলিং আর সিকিমকে ঘিরে পর্যটন সার্কিটের যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে তার সামগ্রিক বিকাশ আঁতুড়েই ধাক্কা খেয়েছে অঞ্চল বিভেদে। আরও রূঢ়ভাবে বললে, কলকাতায় বসে যাঁরা পূর্বাঞ্চলের পর্যটন পরিকল্পনা করেন, তাঁরা আন্দামান আর উত্তরবঙ্গের জন্য একটাই নীতি নির্ধারণ করেন। সিকিম সম্পর্কে তাঁদের কোনও ধারণাই থাকে না। অন্যদিকে গুয়াহাটিতে বসে মেঘালয়ের সঙ্গে একই নীতি নির্ধারণ হয় সিকিমের জন্য। উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে সেখানকার পর্যটনকর্তাদের কোনও ধারণাই থাকে না।

ভাবতে অবাক লাগে, ইংরেজ আমলে নেপাল-সিকিম-ভুটানকে নিয়ে গড়ে ওঠা থ্রি কিংডম নামে যে পর্যটন সার্কিট গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা হত দার্জিলিং থেকে। বিদেশি পর্যটকরা এখানে আসতেন দার্জিলিংয়ের টানে। তাঁরাই দার্জিলিং থেকে সিকিমের পথে প্রথম পা বাড়ান। কয়েক দশক আগে হিমালয়ান ট্যুরিজম অ্যাডভাইজারি বোর্ড (হিমট্যাব)-এর অধীনে সিকিমে পর্যটনের পথচলা যখন শুরু হয়েছিল তারও সূত্রধর ছিল উত্তরবঙ্গ। পরবর্তীকালে ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়ে সিকিম যখন পর্যটনকে পাখির চোখ করল তখনও কিন্তু উত্তরবঙ্গই তাদের পথপ্রদর্শক ছিল। তথ্য বলছে, দার্জিলিংয়ের এক পর্যটন সংস্থা ক্লাব সাইড মোটরস পর্যটকদের নিয়ে গিয়েছিল সিকিমে। সেটাই আধুনিক সিকিমে পর্যটনের শুরু।

১৯৭৫-এ ভারতের অঙ্গরাজ্য হওয়ার পর সিকিমের পর্যটনে দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা। প্রথম ১০ বছর সিকিম তাদের প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার পর নজর দেয় পর্যটনে। তখন থেকেই গ্যাংটক ছাড়িয়ে সিকিমের পর্যটন ছড়াতে শুরু করে পেলিং-রাবাংলা-ইয়কসাম ঘিরে। একে একে যুক্ত হয় উত্তর সিকিমের লাচেন-লাচুন- ইউমথাংয়ের মতো নতুন গন্তব্য। ইয়কসাম থেকে জোংরি-গোচালার ট্রেকিং রুটের সোনালি দিনের শুরু তখনই। যতদূর জানা যায়, গ্যাংটককে বাদ দিয়ে পশ্চিম সিকিমে পর্যটনের প্রসার ঘটেছিল এই উত্তরবঙ্গের হাত ধরেই। দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান ট্যুর অ্যান্ড ট্রেক কোম্পানি ছিল পথপ্রদর্শক।

পর্যটনে সিকিম সাবালক হয়ে উঠতে শুরু করল মোটামুটি ১৯৯৫ থেকে। ১৯৯৯ সালে ইস্ট হিমালয়া ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সিকিমকে কেন্দ্র করে 'ভিজিট হিমালয়া-২০০০' অনুষ্ঠিত হল। বলা যেতে বিশ্ব পর্যটনে সাবালক সিকিমের প্রথম একক উপস্থিতি এটাই। এরপর ২০০৫-'১৫ পর্যটনে নিজেদের আমূল বদলে ফেলেছে সিকিম। আর তার জন্য অনেকটাই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন সিকিমের এক দশকের মুখ্যমন্ত্রী পবনকুমার চামলিং। পর্যটনই প্রথম পরিচয়- এই স্লোগানে সিকিমের আমজনতাকে বদলে দিয়েছেন তিনি।

এবার পশ্চিমবঙ্গের দিকে একবার তাকানো যাক। প্রথমে একটা ঘটনার কথা এখানে বলা দরকার। বাম আমলে উত্তরবঙ্গে পর্যটন নিয়ে এক বৈঠকে এক মন্ত্রী বলেছিলেন, তাঁদের সামনে শিক্ষা, খাদ্য এমন নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। তাই পর্যটন তাঁদের কাছে সবচেয়ে কম গুরুত্ব পায়।

২০০২ সালকে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ ইকো ট্যুরিজম ঘোষণা করেছিল ইউনেসকো। সেই বছরই ইকো ট্যুরিজম প্রসারে ইউনেসকোর দূত হয়ে ভারতে আসেন নন্দিতা জৈন নামে এক আধিকারিক। কলকাতায় পর্যটনকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে পশ্চিমবঙ্গে ইকো ট্যুরিজম নিয়ে একটা রূপরেখা তৈরির কথাও বলেছিলেন তিনি। কিন্তু কলকাতায় বসে থাকা পর্যটন দপ্তরের আমলারা বিশেষ কান দেননি নন্দিতার কথায়। উত্তরবঙ্গে এসে এখানকার ট্যুর অপারেটরদের মারফত নন্দিতা চলে যান সিকিমে। গল্প আর না বাড়িয়ে শুধু এইটুকু বলা যায়, ২০০২ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ ইকো ট্যুরিজমের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়েছিল সিকিমে। দেশ-বিদেশের নামী পর্যটন সংস্থাগুলির কর্তাদের আর ইউনেসকোর পর্যটন বিভাগের আধিকারিকদের পা পড়েছিল সিকিমে। বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে 'ইকো ট্যুরিজম স্টেট' হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল সিকিম। পশ্চিমবঙ্গের দিকে সেদিন ফিরেও তাকায়নি বিশ্ব পর্যটন সংস্থাগুলি।

২০০৫-'১৫ সিকিম নিজেকে পর্যটনের রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলছে। আর পশ্চিমবঙ্গ শুধু দার্জিলিংয়ের মূলধন ভাঙিয়ে চলেছে। উত্তরবঙ্গ ও সিকিম মিলিতভাবে যে একটা পর্যটন সার্কিট, তা যেমন দিল্লির পর্যটনকর্তারা বোঝেননি, তেমনই বুঝতে চাননি বা চরমভাবে সেই সত্যকে অবজ্ঞা করেছেন কলকাতায় বসে থাকা রাজ্য পর্যটনের কর্তারা। সিকিম সেই সুযোগে পশ্চিমবঙ্গের ওপর নির্ভরতা ক্রমশ কমিয়েছে। কীভাবে, তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বিদেশি পর্যটকদের সিকিমে ঢোকার এন্ট্রি পারমিট দেওয়া হত চারটি জায়গা থেকে। সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের মল্লি আর রংপো এবং পশ্চিমবঙ্গের রিশি ও সিংগলাবাজার থেকে। সিকিম এখন শুধু মল্লি আর রংপো থেকেই বিদেশিদের এন্ট্রি পারমিট ইস্যু করে। পশ্চিমবঙ্গের দুটি জায়গাকে নিঃশব্দে বাদ দিয়েছে তারা।

আসলে পর্যটনকে সিকিম তাদের আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে যে গুরুত্ব দিয়েছে তার সুফলও পেয়েছে তারা। গোটা রাজ্যকে ইকো ট্যুরিজম স্টেট হিসবে গড়ে তোলার জন্য গ্রামীণ পর্যটনকে তারা সাজিয়েছে। গোটা রাজ্যকে প্লাস্টিকমুক্ত আর অর্গানিক স্টেটে পরিবর্তন করেছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গকে এখনও সংরক্ষিত জঙ্গল থেকে প্লাস্টিক কুড়িয়ে আনতে রীতিমতো অভিযান চালাতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের হাত ধরে হাঁটতে শেখা সিকিম এখন পশ্চিমবঙ্গের হাত ছাড়িয়ে পর্যটনে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। আর তফাতটা সেখানেই।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মোদির সমাবেশের প্রস্তুতি

বুথস্তরে প্রচার পদ্ম কর্মীদের

ভাস্কর শর্মা

লিফলেট বিলি করছেন বিজেপি কর্মীরা। শনিবার।

আলিপুরদুয়ার, ২৪ মে : ২৯ মে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে সভা করবেন মোদি। হাতে আর মাত্র ক'টা দিন। তাই এতটুকুও সময় নষ্ট করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রীর সভা ভরাতে এখন থেকেই ছুটছেন গেরুয়া শিবিরের কর্মীরা। একেবারে বুথে বুথে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁরা। ভোটারদের বাড়ি গিয়ে তাঁদের হাতে তুলে দিচ্ছেন মোদির সভায় যাওয়ার আমন্ত্রণপত্র। এভাবে আমআদমির হাতে হাতে আমন্ত্রণপত্র তুলে দিয়ে তাঁদের সমর্থন আদায়ই যে বিজেপির লক্ষ্য, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরে এখন সাজোসাজো রব। একাধিক হেভিওয়েট নেতা, মন্ত্রীর আসার কথা। সভার জন্য সেজন্য মাইকিং চলছে। টোটোতে প্রচার এবং পথসভাও শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। হাতে সময় কম থাকায় সোশ্যাল মিডিয়াকেও প্রচারের হাতিয়ার বানানো হয়েছে। তবে এসবেই থেমে না থেকে বুথে বুথে গিয়ে ভোটারদেরও কাছে টানার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে বিজেপি।

প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচির আহ্বায়ক দীপক বর্মন বলেন, 'আমরা উত্তরের তিন জেলা থেকে লক্ষাধিক মানুষ প্যারেড গ্রাউন্ডে জমায়েত করব। এর জন্য আলিপুরদুয়ার লোকসভা এলাকার সব বুথেই আমন্ত্রণপত্র হাতে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন কর্মীরা। এই কয়েক দিন দলীয় সব কাজ বন্ধ রেখে প্রধানমন্ত্রীর সভায় আসার প্রস্তুতিই নিতে বলা হয়েছে।' বিজেপির মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী অ্যাঞ্জেল কর্মকারের কথায়, 'দল আমাদের যেভাবে নির্দেশ দিচ্ছে, আমরা সেভাবেই প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য কাজ করছি। তবে এটা বলতে পারি, এবার সভায় জেলার প্রতিটি মণ্ডল থেকে রেকর্ড সংখ্যক মহিলা অংশ নেবেন।'

লক্ষ্য স্থির

- আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে ২৯ মে মোদির সভা
- আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে ১৮০০টির ওপর বুথ আছে
- তার মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলায় পড়েছে ১৩৪৩টি বুথ
- ১৮০০টি বুথ থেকে রেকর্ড সংখ্যক কর্মীকে আনার টার্গেট নিয়েছে বিজেপি

আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে ১৮০০টির ওপর বুথ আছে। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলায় পড়েছে ১৩৪৩টি বুথ। আগামী ২৯ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে সভা করবেন। ওই সভায় ১৮০০টি বুথ থেকে রেকর্ড সংখ্যক কর্মীকে আনার টার্গেট নিয়েছে বিজেপি। এর জন্য রীতিমতো আমন্ত্রণপত্র হাতে নিয়ে এখন বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু করেছেন বিজেপির কর্মীরা। বুথে বুথে গিয়ে কর্মীরা সাধারণ ভোটারদের অনুরোধ করছেন যাতে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সভায় অংশ নেন। বিজেপির ফালাকাটা টাউন মণ্ডলের সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহা বলেন, 'হাতে সময় কম। তাই আমরা প্রতি বুথের অন্তত ১০০ জনকে আমন্ত্রণ করার টার্গেট নিয়ে এগোচ্ছি। প্রধানমন্ত্রীর সভাকে সফল করতে মাইকিং, পথসভা করা হচ্ছে।

বিজেপি সূত্রে খবর, হাতে মাত্র আর চার দিন। তাই সময় কম থাকায় এবার সোশ্যাল মিডিয়াতেও সভার আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। সাংসদ থেকে বিধায়ক, এমনকি গেরুয়া শিবিরে নীচুতলার নেতারাও সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের অ্যাকাউন্টে প্রচারে চালাচ্ছেন। দিন যত এগিয়ে আসছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার প্রচারও ততই জোরদার করা হচ্ছে বলে গেরুয়া শিবিরের দাবি।

মহিলা ব্যবসায়ী খুনের পুনর্নির্মাণ করবে পুলিশ

অভিযুক্ত সাতদিনের হেপাজতে

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৪ মে : শামুকতলার মহিলা ব্যবসায়ী পূর্ণিমা পালের খুনের ঘটনায় ধৃত চন্দন কুজুরকে শামুকতলা থানার পুলিশ সাতদিনের হেপাজতে নিল। শুক্রবার ভুটান সীমান্ত এলাকার একটি বাস থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ১৬ মে বাড়িতে ঢুকে ওই মহিলা ব্যবসায়ী ও তাঁর ছেলে প্রসন্ন পালকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় পূর্ণিমার মৃত্যু হয়। তবে তাঁর ছেলে সুস্থ হয়ে উঠছেন। ঘটনার সাতদিনের মাথায় পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। তাকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি টানা জেরা করা হবে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, চুরির উদ্দেশ্যেই সে পূর্ণিমার বাড়িতে ঢুকেছিল, প্রাথমিক জেরায় চন্দন জানিয়েছে। ওই মহিলা বাধা দিলে চন্দন ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করে। এরপর পূর্ণিমার ছেলেকেও চন্দন আক্রমণ করে। তবে জেরায় এমন বয়ান দিলেও চন্দনের কথায় পুলিশ পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, চন্দন একজন কুখ্যাত চোর। আগে চন্দনের একাধিক চুরির ইতিহাস থাকলেও সে কখনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাউকে আক্রমণ করেনি। চুরির দিন পূর্ণিমার ঘরে টেবিলের ওপরই টাকা রাখা ছিল। এমনকি, ওই মহিলার শরীরেও একাধিক গয়না ছিল। পুলিশের প্রশ্ন, যদি চুরির উদ্দেশ্যেই এসে থাকে চন্দন, তবে সেই টাকা এবং সোনার গয়না সে নিল না কেন? চুরি নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল চন্দনের, পুলিশ সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। এর পেছনে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তারও সন্ধান চালাচ্ছে তারা। পাশাপাশি, ধারালো অস্ত্রটিরও খোঁজ চালানো হচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে সিমেন্ট ব্যবসায়ী পূর্ণিমার মৃত্যু হয়। শুক্রবার ময়নাতদন্তের পর কোচবিহার শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মহিলা ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ওই মহিলা ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে শনিবার শামুকতলার ব্যবসায়ীরা তিন ঘণ্টা ব্যবসা বন্ধ রাখেন। ঘটনার পর এলাকায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। তবে পুলিশ এব্যাপারে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য বাসিন্দাদের আর্জি জানিয়েছে। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'আমরা ধৃতকে সাতদিনের পুলিশি হেপাজতে নিয়েছি। ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হবে। ধারালো অস্ত্রটির খোঁজ চালানো হচ্ছে। এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না সেটাও আমরা জানার চেষ্টা চালাব।'

যা ঘটেছে

- গত ১৬ মে কোপানো হয় শামুকতলার ব্যবসায়ী পূর্ণিমা পাল ও তাঁর ছেলেকে
- ঘটনায় অভিযুক্ত দাগি চোর চন্দন কুজুর গ্রেপ্তার
- বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয় পূর্ণিমার, তবে তাঁর ছেলে এখন সুস্থ
- এলাকায় শোকের ছায়া, তিন ঘণ্টা ব্যবসা বন্ধ ব্যবসায়ীদের

জীবনযুদ্ধ।। *আলিপুরদুয়ার কোর্ট সংলগ্ন এলাকায় সস্ত্রীক এক শিল্পী। শনিবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।*

নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা, আটক নাবালক প্রেমিক

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ মে : অন্তঃসত্ত্বা এক নাবালিকা। অভিযুক্ত এক নাবালক। কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়ি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই নাবালককে পুলিশ আটক করে জুভেনাইল কোর্টে পাঠিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান অসীম বোস বলেন, 'নাবালিকাকে কোচবিহারের একটি হোমে পাঠানো হয়েছে।'

অন্তঃসত্ত্বার বয়স ১৭ বছর। সে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। দিনসাতেক আগে পেটে ব্যাথার উপসর্গ সহ নানা শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে তাকে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠান। সেখানে ভর্তি হওয়ার পর চিকিৎসকরা নাবালিকার পরিবারকে জানান, সে অন্তঃসত্ত্বা। সদস্যদের বিষয়টি জানান।

নাবালিকার পরিবার এরপর অভিযোগ জানায় কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে। শুক্রবার রাতে পুলিশ ১৭ বছরের ওই নাবালককে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে নাবালক পুলিশকে জানায়, নাবালিকার সঙ্গে তার তিন বছরের সম্পর্ক। দুজনে বিয়ে করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিয়ের বয়স না হওয়ায় সেই চেষ্টা বানচাল হয়।

প্রশাসন জানিয়েছে, এধরনের ঘটনা রুখতে পঞ্চায়েতস্তর থেকে প্রচার চালানো হয়। প্রতিমাসে চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটি বৈঠক করে। নিয়মিত প্রচারে অভিভাবকদের সচেতন করা হয়। স্কুলগুলিতে 'কন্যাশ্রী ক্লাব'-এর মাধ্যমে নাবালিকা বয়সে বিয়ের ক্ষতি সম্পর্কে ছাত্রীদের সচেতন করা হয়।

জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি জানিয়েছে, নাবালিকা বিয়ে এবং পাচার রুখতে চা-বাগান এবং গ্রামীণ এলাকায় গত কয়েক বছর ধরে প্রচার চালানো হচ্ছে। তারপরেও এধরনের ঘটনায় লাগাম নেই।

মর্মান্তিক

- ১৭ বছরের নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় আটক এক নাবালক
- একই বয়সি অভিযুক্তকে জুভেনাইল কোর্টে পাঠিয়েছে পুলিশ
- নাবালিকাকে হোমে পাঠিয়েছে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি
- অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকাকে কোচবিহারের একটি হোমে পাঠানো হয়েছে

বন্ধুর অ্যাকাউন্ট 'ভাড়া' করে প্রতারণা

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : নিজেকে আইএএস আধিকারিক ও 'র' এজেন্ট পরিচয় দিয়ে ভুয়ো নামে স্কুল শিক্ষিকার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন হলদিবাড়ির এক বিবাহিত তরুণ। ৪২ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার আলবেরুনি সরকারের কীর্তিতে হতভম্ব খোদ তদন্তকারীরা। তাকে ও বর্ণা রায় নামে এক শাগরেদকে আদালতে তুলে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছিল প্রধাননগর থানার পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসতে শুরু করে।

তরুণীর অভিযোগ, শিলিগুড়ি জংশনে দেখা করতে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে জোরপূর্বক সোনার চেন ছিনিয়ে নিয়েছিলেন 'প্রেমিক' তরুণ। সেটা একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের হলদিবাড়ি এলাকার শাখায় মর্টগেজ রেখে লক্ষাধিক টাকা নেন তিনি। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকারের বক্তব্য, '১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার বিনিময়ে ওই সোনার চেনটি ব্যাংকে মর্টগেজ রাখে আলবেরুনি। শুক্রবার আমাদের একটি দল হলদিবাড়ি গিয়ে ব্যাংক থেকে চেনটি নিয়ে এসেছে।'

তদন্তে সামনে এসেছে আরও এক তথ্য। প্রতারণার ফাঁদ পাততে বন্ধুদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়ায় নিতেন আলবেরুনি। ওই শিক্ষিকার কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নেন অভিযুক্ত। সেই কাজে অ্যাকাউন্টগুলো ব্যবহার করতেন তিনি। তদন্তে নেমে আলবেরুনির এক বন্ধুকে শুক্রবার মেখলিগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম বিপ্লব রায়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু পড়ুয়ার

শামুকতলা, ২৪ মে : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হল। অরিজিৎ সাহা (১৫) নামে ওই পড়ুয়া শামুকতলা থানার ভাটিবাজারের চিলুরহাট এলাকার বাসিন্দা ছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, ভাটিবাড়ি হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া অরিজিৎ বাড়িতে পাখা লাগানোর জন্যে পাশের দোকানঘর থেকে বিদ্যুতের তার টানতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার বলেন, 'ওই পড়ুয়াকে ভাটিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।' অরিজিতের বাবা পেশায় লটারির টিকিট বিক্রেতা। ওই পড়ুয়া এবারে মাধ্যমিকে ভালো ফল করেছিল। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে।

মিলন স্যর যেন হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৪ মে : তিনি ছাত্র অন্ত প্রাণ। শুধু ক্লাসরুমেই নয়। তাঁর কর্মকাণ্ড পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ এলাকার বৃহত্তর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিসরেও। পড়ুয়ারা যেন হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতোই তাঁর টানে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধরে থাকে ওই শিক্ষককে। নাথুয়ার বানিয়াপাড়া চৌরাস্তা হাইস্কুলের মাস্টারমশাই মিলন মিঞ্জ আক্ষরিক অর্থেই নানা অবক্ষয়ের এই যুগেও ব্যতিক্রমী। তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, শিক্ষকতা নিছকই আর পাঁচটা চাকরির মতো নয়, মানুষ গড়ার মহান ব্রতও। তাঁর কথায়, 'একসময় কোচবিহারের জেলা শাসকের অফিসে কাজ করতাম। আমায় শিক্ষকই হতে হবে এমন ইচ্ছে থাকায় এই পেশায় আসা। নিজের কাজটি অবসর পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতে চাই।'

২০০৭ সাল থেকে তিনি নাথুয়ার স্কুলটিতে শিক্ষকতা করছেন। পড়ান ইতিহাস। সকালে সাড়ে দশটা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্তই শুধু নয়। তাঁর কাজে কোনও গতে বাঁধা সময় নেই। গড়ে তোলেন স্কুল চত্বরে মরশুমি ফুলের বাগান। একাজে দোসর ছাত্রছাত্রীরাই। সময় পেলেই কুশলবিনিময় করতে সাইকেলে চেপে ছুট দেন ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি। কেউ অসুস্থ। কারও বই কেনার টাকা নেই। স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না। মুশকিল আসানের নাম মিলন স্যর। এ গ্রাম-ও গ্রাম থেকে ছাত্র জুটিয়ে বিনে পয়সায় পড়ান ছুটির দিনে। ফুরসত পেলেই ছাত্রদের নিয়ে বেড়াতে চলে যান প্রকৃতির মাঝে। নিজে বাঁশি বাজান। ওই দক্ষতা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতেও তিনি অক্লান্ত। ছাত্রছাত্রীরা যাতে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেজন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কোচিং দেন নিজের মতো করে। নিজের মাতৃভাষা কুরুখ সংরক্ষণেও কাজ করে চলেছেন নিজের মতো করে। তাঁর বেশ কয়েক ছাত্রছাত্রী বর্তমানে ডাক্তার, শিক্ষক, পুলিশ বা সফল ব্যবসায়ী হয়ে উজ্জ্বল করেছে স্কুলের মুখ।

এক পড়ুয়াকে বাঁশি শেখাচ্ছেন মিলন মিঞ্জ। - সংবাদচিত্র

নাথুয়ার স্কুলটিতে মূলত প্রান্তিক এলাকার পড়ুয়ারাই পড়াশোনা করে। বেশিরভাগই প্রথম প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী। নাথুয়া ছাড়াও দুরামারি, হরিণখাওয়া, গাড়িয়ালটারি, দুরামারি, রাঙ্গাতি, উত্তর ও দক্ষিণ ধোন্দাসিমলা, শিকারিপাড়া, কলাবাড়ির মতো কৃষি অধ্যুষিত এলাকা থেকে ছেলেমেয়েরা পড়তে যায়। নাথুয়ার তাজিবুল রহমান নামে এক প্রাক্তন ছাত্র বলেন, 'মিলন স্যরের কথা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। তিনি গোটা এলাকার গর্ব। এই ধরনের মানুষকে পদ্মশ্রী পুরস্কার দেওয়া উচিত বলে মনে করি।' বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কর্মরত দুরামারির রাধাগোবিন্দ রায়। তিনিও মিলন স্যরের হাতে গড়া। রাধাগোবিন্দ বলছেন, 'ক্লাসে শুধু পড়ানোর কৌশলের জন্যেই নয়। নীতি এবং মূল্যবোধের কারণেও ওঁকে দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়।' একই বক্তব্য প্রাক্তন ছাত্র কিশোর ছেত্রীরও।

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/০৬/২০২৫-২৬; তারিখঃ ২২-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে :-

ক্র.নং. ১। টেন্ডার নং. ৫০/২৫/৫১১৯/ওটি/৫২/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৪-০৬-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ১) আইপি-এমপিএলএস রাউটারের জন্য উপযুক্ত ১৬ পোর্ট চ্যানালাইজ্‌ড ই১ ইন্টারফেস কার্ডের সরবরাহ এবং টিএস-০১ অনুসারে আরডিএসও টেকনিক্যাল ডকুমেন্ট নং. এসটিটি/টিএএন/আইপিএমপিএলএস/২০২০ ভিইআর ২.০ (টিপিআই-এর মাধ্যমে সামগ্রী পরিদর্শন (৯০টি ই১ কার্ডের জন্য)-তে উল্লেখিত সমস্ত সফ্টওয়ার বৈশিষ্ট, পরিবেশগত মানদণ্ড এবং সুরক্ষা বৈশিষ্টগুলিকে সমর্থন করা উচিত। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩৬ মাস]। পরিমাণ- এসএসই/টেলি./এইচকিউ/মালিগাঁও, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৯০.০০টি। পি. এল. নং.- ৫৭০১৬৪৫৪০১৪৮। ২) টিএস-০১ অনুসারে সমস্ত আনুষঙ্গিক সহ ১৬ পোর্ট চ্যানালাইজ্‌ড ই১ ইন্টারফেস কার্ডের ইন্টলেশন ও কমিশনিং (১৬টি ই১ কার্ডের ইন্টলেশন পরিদর্শন কনসাইনি দ্বারা করা হবে)। পরিমাণ- এসএসই/টেলি./এইচকিউ/মালিগাঁও, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৬.০০টি। পি. এল. নং.- ৫৭০১৬৪৫৪০১৬১।

ক্র.নং. ২। টেন্ডার নং. ৫০/২৫/০৪৬০/ওটি/৫৩/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০৬-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ পিআইজেএফ কেবল, ০.৬৩ এমএম, ৫০ পেয়ার, আইআরএসঃ টিসি৪১/৯৭ (এমেন্ড.৩) লেটেস্ট। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি : টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ১]। [ইউভিএএম লিস্টিং] আইটেমের প্রকার : পণ্য (সরবরাহ), (i) পরিমাণ- পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১০ কেএম। (ii) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ২ কেএম। পি. এল. নং.- ৫০৮৩০০৯০।

ক্র.নং. ৩। টেন্ডার নং. ৫০/২৪/০৬৩৪এ/ওটি/৫৪/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০৬-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ মেটাল টু কার্বন রিলে কিউ সিরিজ নিউট্রাল লাইন (নন-এসিআই) (৮এফ/৮বি), ২৪ভি ডিসি, স্পেসি. নং. বিআরএসঃ৯৩০ সর্বশেষ সংশোধন/সংস্করণ সহ, আইআরএসঃএস৩৪ ও আইআরএসঃএস২৩ (প্রযোজ্য অনুসারে)। স্পেসিফিকেশনঃ আইআরএসঃএস৩৪ ও আইআরএসঃএস২৩ (প্রযোজ্য অনুসারে)। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজ : ০]। [ইউভিএএম লিস্টিং] আইটেমঃ ৩১০০০১১, রিলে কনটাক্ট-এসআইজি- (কেবল কিউ সিরিজ প্লাগ-ইন টাইপ রিলের জন্য), সাব আইটেমঃ রিলে কনটাক্ট-এসআইজি- (কেবল কিউ সিরিজ প্লাগ-ইন টাইপ রিলের জন্য), আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), (i) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৬০০টি, (ii) পরিমাণ- কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ৩০০টি, (iii) পরিমাণ- পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৩০০টি। পি. এল. নং.- ৫৬৫০৮১১৬।

ক্র.নং. ৪। টেন্ডার নং. ৩০/২৫/১১২৮/ওটি/৫৫/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৬-০৫-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ আরসিএফ ড্রয়িং নং. এলডব্লিউ৫৬৪৭৫, অল্ট-এফ অথবা সর্বশেষ মেটেরিয়াল স্পেসিফিকেশনঃ সর্বশেষ রিভিজন ও সংশোধন সহ ড্রয়িং অনুযায়ী এলএইচবি কামরার জন্য শৌচাগারের দরজা (এলএইচ) কমপ্লিট। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজঃ ০]। [ইউভিএএম লিস্টিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), (i) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৮৩টি, (ii) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৬৭টি। পি. এল. নং.- ৩৩৫৬৫০৭৭।

ক্র.নং. ৫। টেন্ডার নং. ১০/২৪/৫০৩০সি/ওটি/৫৬/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০২-০৬-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ পাওয়ার অ্যাসেম্বলি ফর্ক রড টু বিএলডব্লিউ পিএল নং. ১৬৩৫০০১৭ ফর ডব্লিউডিজি৪/ডব্লিউডিজি৪ লোকোমোটিভ (ডিএলডব্লিউ ডিআরজি নং. ৪০০২৮০১৪, অল্ট. 'বিএ')। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ : ০]। [ইউভিএএম লিস্টিং]। আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৬টি। পি. এল. নং.- ১৬৩৫০০০৮০০২০।

ক্র.নং. ৬। টেন্ডার নং. ৫০/২৫/০৬০৫এ/ওটি/৫৭/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০৬-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ "লিড এসিড লো মেনটেনেন্স স্টেশনারি সেকেন্ডারি সেল ২ভি, ৮০এএইচ ক্ষমতা ১০ ঘণ্টার ডিচার্জ হারে, হার্ড রাবার কনটেনারে টিউবলার পজিটিভ এবং পেস্টেড নেগেটিভ প্লেট্স-এর সাথে অ্যাসেম্বল করা/স্বচ্ছ (পলিপ্রপিলিন) মাইক্রোপোরাস ভেন্ট প্লাগের সাথে, লিড কোটেড ইন্টার সেল কনেক্টর, নাট, বোল্ট এবং ওয়াসার ইন ড্রাই কন্ডিশন, আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. এস-৮৮-২০২৪ অনুযায়ী সর্বশেষ সংশোধন/সংস্করণ সহ)। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ : ০]। [ইউভিএএম লিস্টিং]ঃ আইটেমঃ ৩১০০১৫৮, এসঅ্যান্ডটির জন্য সেকেন্ডারি বেটারি/সেল, সাব আইটেমঃ এসঅ্যান্ডটির ইন্টলেশনের জন্য লো মেনটেনেন্স লিড এসিড স্টেশনারি সেকেন্ডারি সেলঃ ৮০ এএইচ] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), (i) পরিমাণ- পান্ডু জিএসডি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৫০০টি। (ii) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ১২০০ টি। (iii) পরিমাণ- কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ৩০০ টি। পি. এল. নং.-৫৬১৫০০৮৮।

ক্র.নং. ৭। টেন্ডার নং. ৬১/২৫/৫১৭৩/ওটি/৫৮/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০৬-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ চেক রেল ফর লেভেল ক্রসিং, ৫২ কেজি সাইজ ৯.৫ মিটার আরডিএসও ড্রয়িং টি-৪২১৫। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ : ০]। [ইউভিএএম লিস্টিং]ঃ আইটেমঃ ৩১০০০৪৫, ওভার-রাইডিং কার্ডড সুইচেস), আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- জিতেন্দ্র কুমার, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৭৫০টি। পি. এল. নং.- ৬০২৩০২৭২০০১০।

ক্র.নং. ৮। টেন্ডার নং. ৬১/২৫/৫১১২/ওটি/৫৯/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৬-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ পিএসসি স্লিপার ফর টিডব্লিউএসইজে টি-৮৮৩৮। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজ : ০]। [ইউভিএএম লিস্টিং] : আইটেমঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৬৬৭৫টি। পি. এল. নং.- ৬০০৫০০৩৬১৬৫০।

ক্র.নং. ৯। টেন্ডার নং. ৬১/২৪/৫৪৭১সি/ওটি/৬০/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১০-০৬-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ইউআইসি ৬০ কেজি রেল (ডুয়াল গেজ পিএসসি স্লিপার স্থাপনের জন্য)-এর গেজ ১ ইন ১২ টার্ন আউট টি/ডি ভ্যারিয়ান্ট আরএইচ/এলএইচ টার্ন-আউট -এর সরবরাহ, থিক ওয়েব সুইস এবং ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং সহ, সমস্ত কমপ্লিট রেল, সমস্ত কম্পোনেন্ট, ফিটিং ও ফাস্টেনিং (পিএসসি স্লিপার, ইআরসি এমকে-V ব্যতীত) আরডিএসও সার্টিফাইড বিক্রেতার দ্বারা (১২ টি টার্ন আউটের মধ্যে ১টির জন্য সরবরাহ) এই সামগ্রীকে বিশ্বস্তরে যেকোনো জায়গায় সরবরাহ এবং সন্তোষজনকভাবে কাজ করার ডকুমেন্টরি প্রমাণ। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩৬ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ : ০]। [ইউভিএএম লিস্টিং] : আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- এস.ডিইএন/সি/লামডিং, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৪ সেট। পি. এল. নং.- ৬০০৬০২৬৮।

ক্র.নং. ১০। টেন্ডার নং. ৬১/২৫/৫১৩৩/ওটি/৬১/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১২-০৬-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ (১) পিএসসি ওয়াইডার স্ল্যাক গেজ স্লিপার, আরডিএসও ড্রয়িং নং. আরটি-৮৯৮১। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজ : ০]। [ইউভিএএম লিস্টিং] : আইটেমঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৩৭৮০ টি। পি. এল. নং.- ৬০০৩০১৫৭০০৯২। (২) পিএসসি ওয়াইডার স্ল্যাক গেজ স্লিপার, আরডিএসও ড্রয়িং নং. আরটি-৮৯৮২। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজ : ০]। [ইউভিএএম লিস্টিং] : আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১০৬০২ টি। পি. এল. নং.- ৬০০৩০১৫৮০০৫০। (৩) পিএসসি ওয়াইডার স্ল্যাক গেজ স্লিপার, আরডিএসও ড্রয়িং নং. আরটি-৮৯৮০। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজ : ০]। [ইউভিএএম লিস্টিং] : আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৩৭৮০ টি। পি. এল. নং.- ৬০০৪০০৭৪০১৩৩। (৪) পিএসসি ওয়াইডার স্ল্যাক গেজ স্লিপার, আরডিএসও ড্রয়িং নং. আরটি-৮৯৭৯। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজ : ০]। [ইউভিএএম লিস্টিং] : আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৩৭৮০ টি। পি. এল. নং.- ৬০০৬০০২০০৮০৮।

ক্র.নং. ১১। টেন্ডার নং. এমএল২৫৫০২৩এ/ওটি/৬২/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১০-০৭-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ সংলগ্ন স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী টেস্টিং ফ্যাসিলিটি ফর কম্পোনেন্ট অব্‌ ই-৭০ ব্রেকিং সিস্টেম-এর সাপ্লাই, ইন্টলেশন ও কমিশনিং। পরিমাণ- ডিওয়াই.সিএমএম/মালদা টাউন-এর জন্য ০১ সেট।

ক্র.নং. ১২। টেন্ডার নং. ৩০/২৫/১১২৮/ওটি/৬৩/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৬-০৫-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ আরসিএফ ড্রয়িং নং. এলডব্লিউ৫৬৪৭৫, অল্ট-এফ অথবা সর্বশেষ মেটেরিয়াল স্পেসিফিকেশনঃ সর্বশেষ রিভিজন ও সংশোধন সহ ড্রয়িং অনুযায়ী এলএইচবি কামরার জন্য শৌচাগারের দরজা (এলএইচ) কমপ্লিট। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজঃ ০]। [ইউভিএএম লিস্টিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), (i) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৮৩টি, (ii) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৬৭টি। পি. এল. নং.- ৩৩৫৬৫০৭৭।

ক্র.নং. ১৩। টেন্ডার নং. ৬১/২৪/৫৬৭৮এ/ওটি/৬৪/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৬-০৬-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ওয়াইডার লেভেল ক্রসিং স্লিপার টি-৮৯৬৯। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজঃ ০]। [ইউভিএএম লিস্টিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/কনক্রিট স্লিপার, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৫৩৫৫টি। পি. এল. নং.- ৬০০৪০০৮৩০০৫৫।

ক্র.নং. ১৪। টেন্ডার নং. ৬১/২৪/৫৬৩৭এ/ওটি/৬৫/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৬-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ আরডিএসও স্পেসি. নং. ১৭৭৩৫৪৯/২০২৩; ইডি/বিএনএস/আরডিএসও-এর কার্যালয় অনুযায়ী ২৮ মিমি ডায়া হুক বোল্ট-এর জন্য এম-২৭ আকারের পুনঃব্যবহারযোগ্য সেল্ফ-লকিং স্প্রিং ইনসার্টেড স্টিল নাট সিঙ্গেল পিসের সরবরাহ। ০১ টি উপযুক্ত বক্স রেঞ্চ / ৫০টি নাট সহ। স্পেসিফিকেশন বিবরণঃ এলএন- ৩৭.৫ এমএম, এসএন- ৪১.০ এমএম, এইচএন- ২২.০ এমএম, বিএন- ৪১.০ এমএম, সিএন- ৪৭.৩ এমএম। প্লেটিং- ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজ্‌ড বা হট-ডিপ গ্যালভানাইজ্‌ড বা নিক্যাল অ্যালয়। যথাযথ ওইএম/অনুমোদন সার্টিফিকেট-এর সাথে এনএএস৩৩৫০ ভাইব্রেশন টেস্ট সার্টিফিকেট টেন্ডারের সাথে আপলোড করতে হবে। মেক- স্যাপার লক বা অনুরূপ। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০]। [ইউভিএএম লিস্টিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পি. এল. নং.- ৭৩১৩০১৬৯০০১২।

ক্র.নং. ১৫। টেন্ডার নং. ৩০/২৫/০৫৩৪এ/ওটি/৬৬/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৬-০৬-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ফিড পাইপ কমপ্লিট-এর জন্য এয়ার ব্রেক হোস কপলিং। আরডিএসও ডিআরজি. নং. ডব্লিউডি-৮১০২৭-এস-০১, অল্ট-১৪ বা সর্বশেষ। সেপ্টেম্বর-২০১৬ বা সর্বশেষ-এর এমেনমেন্ড ০৪-এর সাথে সামগ্রী স্পেসিফিকেশনঃ আরডিএসও, ০২-এবিআর-০২। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০]। [ইউভিএএম লিস্টিং] আইটেমঃ ৩১০০৩৮৯, ফ্রেট ও কোচিং স্টক-এর জন্য গ্রেজুয়েটেড রিলিজ কমপ্রেস্‌ড এয়ার ব্রেক ইকুইপমেন্ট, সাব আইটেমঃ এয়ার ব্রেক হোস কপলিং], আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), (i) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ১০৫৭টি, (ii) পরিমাণ- নিউ গুয়াহাটি/ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৯৩৮টি, (iii) পরিমাণ- শিলিগুড়ি জং./ডিজেল/ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৭০৭টি, (iv) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৪০২টি, (v) পরিমাণ- পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ২৮৬৫টি, (vi) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৮০৩টি, (vi) পরিমাণ- মালদা টাউন ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৪০৫টি। পি. এল. নং.- ৩১৩৫৭১০৬।

দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

পিসিএমএম/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

একরাশ আনন্দ। জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন সোনা অধিকারী।

সন্দেহ নাবালক গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে

চুরির ঘটনা বাড়ছে আলিপুরদুয়ারে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৪ মে : শুক্রবার রাতে আলিপুরদুয়ারের মাধব মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি দোকানের দেওয়াল ভেঙে গাড়ির যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনা ঘটে। দরজার পাশের দেওয়াল ভেঙে দোকানের ভিতরে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। এই চুরির ঘটনার পিছনে নাবালক গ্যাংয়ের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন দীপ শর্মা নামে ওই দোকানদার। দীপ বলেন, 'গাড়ির যন্ত্রাংশের দোকানটিতে যে দেওয়াল ভেঙে দুষ্কৃতীরা ঢোকে, সেটা খুবই সংকীর্ণ। ওখান দিয়ে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পক্ষে ঢোকা সম্ভব নয়। তাই আমি নিশ্চিত, নাবালক গ্যাংয়ের সদস্যরাই দোকানের ভিতরে চুরি করতে ঢুকেছিল।' এই চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

দীপ আরও বলেন, 'আমার দোকান থেকে পাঁচ-ছয়জন ক্রেতার গাড়ির যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে গিয়েছে। চুরি যাওয়া মালপত্রের দাম আনুমানিক ৩০ হাজার টাকা হবে।' চুরির বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পরেই আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেব।'

এর আগেও এই এলাকায় বহুবার চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে সরব হয়েছে নিউ টাউন ব্যবসায়ী সমিতি। দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য রুখতে রাতে এলাকায় পুলিশ পেট্রোলিংয়ের দাবি তুলেছেন ব্যবসায়ীরা। তবে

দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য
- দোকানের দেওয়াল ভেঙে ভিতরে ঢোকে দুষ্কৃতীরা
- পাঁচ-ছয়জন ক্রেতার গাড়ির যন্ত্রাংশ চুরি গিয়েছে
- আনুমানিক ৩০ হাজার টাকার সামগ্রী চুরি
- রাতে পুলিশ পেট্রোলিংয়ের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা

রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত এলাকার অধিকাংশ পানের দোকান খোলা থাকে। অভিযোগ, সেসব দোকানে ক্রেতা সেজে এসে আশপাশের দোকানে রেইকি করে দুষ্কৃতীরা। অন্তত ব্যবসায়ীরা এমনই সন্দেহ করছেন।

এবিষয়ে নিউ টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তাপসচন্দ্র সিংহ বলেন, 'নাবালক গ্যাং এই ধরনের চুরির সঙ্গে যুক্ত বলেই মনে হচ্ছে।' তবে চুরির ঘটনার সঙ্গে নাবালক গ্যাং যুক্ত রয়েছে কি না, পুলিশ সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি। তদন্ত চলায় এখনই কিছু বলতে চাইছেন না তদন্তকারীরা।

বিগত কয়েকদিনে আলিপুরদুয়ারে একাধিক চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। বাবুপাড়া এলাকাতে একাধিক দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। একটি প্রাথমিক স্কুলেও চুরির ঘটনার সঙ্গে নাবালক গ্যাংয়ের নাম জড়িয়েছে।

এছাড়া আলিপুরদুয়ার শহরের একাধিক জায়গাতেও চুরির ঘটনায় নাবালকরা যুক্ত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় একাধিক ছোট-বড় চুরির ঘটনা ঘটছে। দোকানে চুরির ঘটনা ছাড়া নিউ টাউন বলাই মোড় এলাকায় একটি বাইক চুরির অভিযোগও ওঠে।

এবিষয়ে পরিবারের লোকজন শনিবার দুপুরে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরিবারের দাবি, বাড়িতে বৃদ্ধা একা থাকার সুযোগে বাইকটি চুরি করে পালায় দুষ্কৃতীরা। তবে অভিযোগ পাওয়ার পরে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

১৬ হাজার কর্মী জোগাড়ের 'নিদান'

বারবিশা, ২৪ মে : রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা ভরাতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন কুমারগ্রাম বিধানসভার বিজেপি নেতারা। শনিবার সকাল থেকে বিধানসভা ক্ষেত্রের বিভিন্ন মণ্ডলে চলে ম্যারাথন প্রস্তুতি বৈঠক। বারবিশা লায়ন্স ক্লাবের হলঘরে বিজেপির কুমারগ্রাম ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটির বৈঠক দিয়ে শুরু হয় কর্মসূচি। এরপর একে একে রায়ডাক গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্তিকা হাইস্কুল, কুমারগ্রাম মদনসিং হাইস্কুল, শামুকতলা দলীয় কার্যালয়, ভাটিবাড়ি হাইস্কুল এবং খোয়ারডাঙ্গা জলনেশ্বরী হাইস্কুলে বাকি মণ্ডলগুলির প্রস্তুতি বৈঠক হয়। প্রতিটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ, জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো।

সুনীল জানান, দলের রাজ্য নেতৃত্ব কুমারগ্রাম বিধানসভা থেকে ১৬ হাজার কর্মী-সমর্থক নিয়ে আগামী ২৯ মে আলিপুরদুয়ারে মোদিজির জনসভায় উপস্থিত থাকার কথা বলেছে। সেইমতো সমস্ত শক্তিকেন্দ্র এবং মণ্ডলগুলোতে বৈঠক করে কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকার ৩০০টি বুথেই প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে। বললেন, 'প্রতিটি বুথেই গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে। এলাকার ছোট-বড় যাত্রীবাহী শতাধিক যানবাহন ছাড়াও অসম থেকে বাড়তি ২০টি বড় বাস আনা হচ্ছে। জনসভাস্থল থেকে সামান্য দূরত্বে বসবাসকারী কর্মী-সমর্থকদের জন্য শতাধিক অটো এবং টোটো ঠিক করা হয়েছে।' 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর এই প্রথম দেশের প্রধানমন্ত্রী আলিপুরদুয়ারে আসছেন। তাই জনসভায় উপস্থিত থেকে দেশের জনপ্রিয় জননেতার কথা শোনার সুযোগ কেউই হাতছাড়া করতে চাইছেন না।

দলবদল

কুমারগ্রাম, ২৪ মে : নিউল্যান্ডস কুমারগ্রাম সংকোশ (এনকেএস) অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বুথ সভাপতি কাবেরী নাগ শনিবার বেশ কয়েকজন কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন। মদনসিং হাইস্কুলে আয়োজিত ওই দলবদল অনুষ্ঠানে নবাগতদের হাতে পদ্ম-পতাকা তুলে দেন দলের জেলা সহ সভাপতি বাবুলাল সাহা ও ২ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি নলিত দাস।

কবিপ্রণাম

আলিপুরদুয়ার, ২৪ মে : শনিবার আলিপুরদুয়ার শহরের লেবুবাগান এলাকায় হরিণ সাহিত্য পত্রিকা ও চকোয়াখেতি সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে কবিপ্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে এদিন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ, সংগীত পরিবেশনার পাশাপাশি সাহিত্য নিয়েও আলোচনা হয়।

ডাম্পার, পকলিনে ভাঙচুর

বালি উত্তোলনে উত্তেজনা

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ২৪ মে : কুমারগ্রাম ব্লকের চ্যাংমারিতে রায়ডাক নদীর পাড়ে বালি-পাথর খনন ঘিরে মারধর ও ভাঙচুরের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল শনিবার। এদিন পশ্চিম চ্যাংমারির ১০-১২ জন তরুণ এবং ৭০-৮০ জন মহিলা নৌকায় রায়ডাক নদী পেরিয়ে এপারে চ্যাংমারিতে আসেন। সেই সময় আর পাঁচটা দিনের মতো সেখানে পকলিন ও আর্থমুভার নিয়ে প্রায় ২০-২৫টি বড় বড় মেশিন দিয়ে বালি-পাথর খনন এবং ডাম্পারে বোঝাই করার কাজ চলছিল। সবকিছুর তদারকি করছিলেন সাইট ইনচার্জ অজয় অধিকারী। অভিযোগ, কোনওরকম কথা না বলে ওই তরুণরা অজয়কে মারধর শুরু করেন। মহিলারা হাতের কাছে থাকা ডাম্পার এবং পকলিনের কাচ পাথরের আঘাতে ভেঙে দেন। মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়ায়। মারধর এবং যন্ত্রাংশ ভাঙচুরের কথা অস্বীকার করেন বিক্ষোভরত মহিলারা। পরে নদীর পাড়েই তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ স্লোগান তুলে গলা ফাটান ওই তরুণ ও মহিলারা।

এদিকে মহিলাদের 'রণংদেহি' মূর্তি দেখে কয়েকজন চালক পকলিন এবং আর্থমুভার নিয়ে দ্রুত আশপাশে

রায়ডাক নদীর পাড়ে ডাম্পার ও পকলিন আটকে বিক্ষোভ। শনিবার।

পালিয়ে যান। সাইট ইনচার্জ সহ চালকদের অনেকে পালিয়ে এসে বালি-পাথর খননকারী কোম্পানির অস্থায়ী অফিস চত্বরে আশ্রয় নেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ। ততক্ষণে অবশ্য গোটা এলাকা শান্ত হয়ে যায়। এক পুলিশ অফিসার মহিলাদের কাছে তাঁদের ক্ষোভ বিক্ষোভের কথা শোনেন। সব শুনে আইন নিজেদের হাতে তুলে না নেওয়ার পরামর্শও দেন। পুলিশ অফিসারের কথায় মহিলারা বাড়ি ফিরে যান।

কাঞ্জিবাজারের বাসিন্দা শৃঙ্খলা মোচারি বলেন, 'পশ্চিম চ্যাংমারি এলাকায় রায়ডাক নদীতে পকলিন সহ ভারী ভারী মেশিন বসিয়ে অবৈধভাবে বালি-পাথর খননের বিরুদ্ধে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছি। ব্লক ও জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে চিঠি দিয়ে আপত্তির কথা জানিয়েও লাভ হচ্ছে না। নদীবাঁধের সামনেই আমাদের ঘরবাড়ি। যেভাবে অপরিকল্পিত এবং অবৈধ পদ্ধতিতে নদী খনন চলছে তাতে সেচ দপ্তরের পাড়বাঁধ এবং আমাদের ঘরবাড়ি কিছুই থাকবে না, নদীগর্ভে তলিয়ে যাবে।' তাঁর সংযোজন, 'অসাধু ব্যবসায়ীরা এই অবৈধ কারবারকে বৈধ বলে চালিয়ে যাচ্ছেন। এসব আমরা মানব না।' একই বক্তব্য রমিতা লাকড়া, রহেলা বসুমাতা, কমোলিনি ঠাকুর, আলাইশ্রী নার্জিনারি, রুমা বসুমাতা সহ অনেকেরই।

ড্রেজিং কোম্পানির সাইট ইনচার্জ অজয় অধিকারী বলেন, 'আমরা সরকারি অনুমতিপত্র হাতে নিয়েই বালি-পাথর খননের কাজ করছি। অবৈধ খনন হচ্ছে না। তবুও কয়েকজন এসে কাজের জায়গায় ঝামেলা পাকিয়েছে। কোনওরকম কথাবার্তা ছাড়াই আমাকে মারধর করেছে। একটি পকলিন এবং একটি ডাম্পারের ক্ষতি করেছে। বিষয়টি কোম্পানির কর্মকর্তাদের জানিয়েছি। তাদের পরামর্শ মেনে পুলিশে লিখিত অভিযোগ করব।'

> পশ্চিম চ্যাংমারি এলাকায় রায়ডাক নদীতে পকলিন সহ ভারী ভারী মেশিন বসিয়ে অবৈধভাবে বালি-পাথর খননের বিরুদ্ধে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছি। ব্লক ও জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে চিঠি দিয়ে আপত্তির কথা, অসুবিধার কথা জানিয়েও লাভ হচ্ছে না। নদীবাঁধের সামনেই আমাদের ঘরবাড়ি। যেভাবে খনন চলছে তাতে সেচ দপ্তরের পাড়বাঁধ এবং আমাদের ঘরবাড়ি কিছুই থাকবে না, নদীগর্ভে তলিয়ে যাবে।
>
> –**শৃঙ্খলা মোচারি,** *বিক্ষোভকারী*

টুকরো খবর

সংবর্ধনা

আলিপুরদুয়ার ও শালকুমারহাট, ২৪ মে : তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি হিসেবে পুনরায় দায়িত্ব পেয়েছেন প্রকাশ চিকবড়াইক। শনিবার দলের জেলা কার্যালয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানান তৃণমূল আইটি ও সোশ্যাল মিডিয়া সেলের সদস্যরা। তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার টাউন ব্লক কমিটির পক্ষ থেকেও সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক কমিটি শালকুমারহাট হাইস্কুলে প্রকাশকে সংবর্ধিত করে।

হাতির হানা

ফালাকাটা ও কালচিনি, ২৪ মে : শুক্রবার জলদাপাড়া বনাঞ্চলের একটি হাতির দল হানা দেয় ফালাকাটা ব্লকের শিবনাথপুর ও কার্জিপাড়া এলাকায়। বনকর্মীদের চেষ্টায় শনিবার ভোরে হাতিগুলি জঙ্গলে ফিরে যায়। তবে তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। অন্যদিকে, কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানের ২ নম্বর লাইনেও বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল থেকে একটি হাতি ঢুকে এক দোকানের শাটার ভেঙে দেয়।

রাস্তা সংস্কার

সোনাপুর, ২৪ মে : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে পররপার গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁপাতলি, ইটভাটা, ডাঙ্গাটারি ও পাকুরিতলা গ্রামের বেশ কিছু বেহাল রাস্তার সংস্কার শুরু হল। শনিবার ওই রাস্তাগুলো পরিদর্শন করলেন আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পীযূষকান্তি রায় ও রাজ্য গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

বিজেপির সভা

শালকুমারহাট, ২৪ মে : শনিবার শালকুমারহাটের দীপচাঁদ প্রাথমিক স্কুলের মাঠে প্রস্তুতি সভা করল বিজেপির আলিপুরদুয়ার-২ মণ্ডল কমিটি। ২৯ মে আলিপুরদুয়ারে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। তার প্রস্তুতি ও নানা সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে এদিনের সভা।

শিলান্যাস হলেও অধরা রাস্তার কাজ

প্রধানের উদ্দেশ্যে সমাজমাধ্যমে বার্তা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৪ মে : বছর চারেক আগে রাস্তার শিলান্যাস হয়ে গিয়েছে। এর জন্য একশো দিনের প্রকল্পের কাজের ফলকও বসানো হয়েছিল। তবে এরপর আর কাজ হয়নি। এত বছরে ফলকের গায়ের লেখাগুলিও মুছে যেতে শুরু করেছে। সমস্যা সেই তিমিরেই। ফলে বছরের পর বছর ধরে পলাশবাড়ির হাসপাতালপাড়ার বেহাল রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। তার ওপর পাশেই মহাসড়কের কাজ হচ্ছে। ফলে ওই রাস্তায় ওঠার সাঁকোটিও ভেঙে ফেলা হয়েছে। বাধ্য হয়ে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। তাই শনিবার পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের উদ্দেশ্যে সমাজমাধ্যমে রাস্তা নিয়ে খোলা চিঠি পোস্ট করেন স্থানীয় বাসিন্দা তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বিনয় মজুমদার। ওই পোস্ট ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে।

স্থানীয়দের ধারণা, কাজ না করে শিলান্যাস ফলক দেখিয়েই হয়তো আগের প্রকল্পের টাকা কেউ বা কারা হাপিস করে দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা জয়ন্ত বর্মনের কথায়, 'শিলান্যাস ফলক বসানো মানে কাজের জন্য অর্থবরাদ্দ হওয়া। কিন্তু সেই কাজ হয়নি। তাহলে নিশ্চয়ই ওই কাজের টাকা হাপিস করা হয়েছে।'

যদিও প্রধান সুপর্ণা বর্মন বলেন, 'আমি দায়িত্বে আসার আগের ঘটনা এটা। তবে তখন কেন ফলক বসানো হলেও কাজ হয়নি সেটা খতিয়ে দেখা হবে। এই রাস্তার পাশেই স্কুলের মাঠ রয়েছে। তাই জমি নিয়ে কোনও সমস্যা না হলে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে রাস্তার কাজ করে দেওয়া যাবে।'

এদিকে, রাস্তা করার উদ্যোগ নেওয়া হলে জমি নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা পরেশ সরকার, হরেন বর্মন, বৃন্দাবন সাহারা।

শিলবাড়িহাট হাইস্কুল ও শিলবাড়িহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বরাবর ওই এলাকা। পাশেই স্কুলের মাঠ। সেই মাঠের পাশের রাস্তাটি উঠে গিয়েছে মহাসড়কে। কিন্তু সেখানে মহাসড়কের কাজ হওয়ায় সাঁকোটি অনেক আগেই ভাঙা পড়ে। তাই মাঠের পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্ত হয়ে বাসিন্দাদের উঠতে হয় মূল রাস্তায়। ফলে কেউ কোনও নির্মাণকাজ করলে মাঠের পাশ বরাবর বেহাল রাস্তা দিয়ে পণ্যবাহী গাড়ি ঢোকাতে পারেন না। আর সেই গাড়ি মাঠের মাঝ বরাবর যাতায়াত করলেও খেলোয়াড়দের আপত্তি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতিতে ওই বেহাল রাস্তা পাকা কিংবা সিসি (সিমেন্ট কংক্রিট) রোড করা হলেও সমস্যা কিছুটা মিটবে। তবে বিষয়টি বারবার বলা হলেও স্থানীয় প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। শুধু শিলান্যাস করেই ফেলে রাখা হয়েছে।

বিনয়ের কথায়, 'আমরা শুধু একটি পাকা বা সিসি রাস্তা চেয়েছি। জলকাদায় ভরা রাস্তা দিয়ে বাইক, সাইকেল নিয়েও যাতায়াত করা যায় না। বারবার জানানোর পরও কাজটি হচ্ছে না। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি পোস্ট করি। এবার যদি কিছু হয়।'

বেহাল রাস্তায় জলকাদা। এখানেই ছিল সাঁকো। পূর্ব পলাশবাড়িতে।

ধুলোয় নাকাল এথেলবাড়ি চৌপথি

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২৪ মে : ধুলোয় ঢেকেছে ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন ডিমডিমা সেতু থেকে এথেলবাড়ি চৌপথি পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা। রাস্তাটি ব্যস্ততম এশিয়ান হাইওয়ের অন্তর্গত। যার জেরে সকাল থেকে রাত কার্যত ধুলোয় স্নান করে যাতায়াত করতে হচ্ছে পথচারীদের। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে কখনো-কখনো দুর্ঘটনারও শিকার হতে হয় তাঁদের। এই অবস্থায় ব্যস্ততম ওই রাস্তায় ধুলোর তাণ্ডব রুখতে দ্রুত প্রশাসনিক উদ্যোগের দাবিতে সরব হয়েছেন বাসিন্দারা। নাহলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা। বিষয়টিতে এথেলবাড়ির বাসিন্দা নরসিংহ দাসের গলায় ঝড়ে পড়ে ক্ষোভ, 'রাস্তাটি খুবই ব্যস্ত। বেশিরভাগ সময় রাস্তা পার হওয়ার জন্য ফাঁকা জায়গা অবধি পাওয়া যায় না। আর সেই রাস্তাতেই

> এই রাস্তাটি খুবই ব্যস্ত। রাস্তা পার হওয়ার জন্য ফাঁকা জায়গা পাওয়া যায় না। সেই রাস্তায় ধুলো থাকায় আমাদের সমস্যা হচ্ছে। আমরা চাই রাস্তায় জল দেওয়া হোক।
>
> – **নরসিংহ দাস,** স্থানীয় বাসিন্দা

এভাবে ধুলো উড়তে থাকায় প্রতিনিয়ত আমাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আমরা চাই রাস্তায় জল দেওয়া হোক।' এবিষয়ে ফালাকাটার বিডিও অনীক রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন, বিষয়টি অবশ্যই দেখা হবে।

বীরপাড়া ও ফালাকাটা ব্লক সীমানার ডিমডিমা নদী থেকে বালি-পাথর তোলা হয়। সেখান থেকে বালি-পাথরবোঝাই ডাম্পার, ট্র্যাক্টরগুলি ওই রাস্তায় পার্ক করা হয়। আর সেসব গাড়ি থেকে উপচে পরা ছোট বালি ও পাথর রাস্তায় জমা হতে হতে সেখান থেকেই ধুলোর ঝড় শুরু হয়। গাড়ি চলাচল করলেই এমন ধুলো উড়তে থাকে যে বাইক তো দূরের কথা সাইকেল নিয়েও যাতায়াত করা সমস্যার হয়ে ওঠে। আবার জোড়ে গাড়ি চালিয়ে গেলেও দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে।

এই অবস্থায় স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসনের তরফে ডিমডিমা সেতু থেকে এথেলবাড়ি চৌপথি পর্যন্ত সকাল-বিকাল রাস্তার উপর জল দেওয়া হোক। পথচারী সুকুমার রায় বলেন, 'ডিমডিমা সেতু থেকে এথেলবাড়ি চৌপথি পর্যন্ত ধুলোর জন্য চলাচল করা মুশকিল হয়ে পরে। বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত।'

কৃতী সংবর্ধনা

বীরপাড়া, ২৪ মে : জেলার মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে ২৮ জন দুঃস্থ কৃতী পড়ুয়াকে সংবর্ধনা জানাল স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। শনিবার এথেলবাড়ির রহিমপুর মোড়ে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

দুষ্কর্ম ঠেকাতে পুলিশি পরামর্শ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৪ মে : দীর্ঘদিন শান্ত গ্রাম বলে পরিচিত শামুকতলা এখন পুলিশের মাথাব্যথার কারণ। নির্বিঘ্নে জীবন কাটানো অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বলে উদ্বিগ্ন নাগরিকরাও। সাম্প্রতিক তিনটি ঘটনায় ত্রাস ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রথমটিতে জনবহুল শামুকতলা দুর্গাবাড়ি এলাকায় এক মহিলা ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খুন। এছাড়া দুই সেনাকর্মীর বাড়ি থেকে পৃথক দুই ঘটনায় সোনা ও নগদ মিলিয়ে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সম্পদ চুরি।

পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে ওঠায় শনিবার শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে সর্বদলীয় বৈঠক হয় পুলিশের উপস্থিতিতে। বৈঠকে যাঁদের বাড়ি বা দোকানে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে, তাঁদের বাইরেটাও ক্যামেরার নজরদারির আওতায় আনতে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া সকলের বাড়ির বাইরে সারা রাত আলো জ্বালিয়ে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বাড়ির মালিকদের ভাড়াটের যাবতীয় তথ্য থানায় জমা দিতে বলা হয়েছে।

> বাসিন্দাদের সচেতন থাকতে হবে। তাঁদের সহযোগিতা পেলে ড্রাগসের নেশা সহ অনেককিছু আমরা সহজে মোকাবিলা করতে পারব। যে কোনও অপরাধে পুলিশকে দ্রুত খবর দিতে হবে। এলাকায় সন্দেহজনক কাউকে ঘুরতে দেখলে পুলিশকে জানানো প্রয়োজন। এই এলাকা থেকে নারীপাচারও হচ্ছে। সম্প্রতি দিল্লিতে একটি মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে।
>
> – **বিশ্বজিৎ দে,** ওসি শামুকতলা থানা

স্থানীয় বাসিন্দারা অবশ্য অভিযোগ করেন, রাস্তার বেশ কিছু বাতি খারাপ হয়ে রয়েছে। পঞ্চায়েত প্রধান আজেন মিঞ্জ অকেজো বাতি মেরামতি ও নতুন কিছু বাতি লাগানোর আশ্বাস দিয়েছেন। বৈঠকে প্রধান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে, আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্ষদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন, জেলা পরিষদের সদস্য বাবুলাল মারান্ডি, ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মানিক দে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা।

বৈঠক শেষে ওসি বলেন, 'বাসিন্দাদের সচেতন থাকতে হবে। তাঁদের সহযোগিতা পেলে ড্রাগসের নেশা সহ অনেক কিছু আমরা সহজে মোকাবিলা করতে পারব। যে কোনও অপরাধে পুলিশকে দ্রুত খবর দিতে হবে। এলাকায় সন্দেহজনক কাউকে ঘুরতে দেখলে পুলিশকে জানানো প্রয়োজন। এই এলাকা থেকে নারীপাচারও হচ্ছে। সম্প্রতি দিল্লিতে একটি মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে।'

এলাকায় মাদকের কারবারের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কোচবিহার থেকে মাদক আসছে। থানায় মাদক সংক্রান্ত অভিযোগে অবশ্য এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। মহিলা ব্যবসায়ী খুনে পুলিশ সাতদিনের মধ্যে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করলেও আতঙ্ক যে পিছু ছাড়ছে না শামুকতলার বাসিন্দাদের।

ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মানিকের কথায়, 'শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং উন্নয়নে প্রশাসনকে সবরকম সহযোগিতা করব। এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও মজবুত করতে হবে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ছে। আগামীতেও এ ধরনের বৈঠক হলে ভালো হয়।'

তৃণমূল নেতা পুলক বিশ্বাস বলেন, 'প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের সংযোগ না থাকলে অপরাধমুক্ত শামুকতলার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না।' বিজেপি নেতা কমল পালের বক্তব্য, 'রাতে পুলিশি টহলদারি ভীষণ প্রয়োজন। নেশার প্রকোপ কমাতে প্রশাসনকে আরও উদ্যোগ নিতে হবে।'

এঁচোড়ে লক্ষ্মীলাভ, কাঁঠালবাড়িতে বাড়ছে গাছের যত্ন

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৪ মে : মধ্য কাঁঠালবাড়ির শ্যামল রায়ের বাড়িতে রয়েছে ছয়টি কাঁঠাল গাছ। কিন্তু কেউই কাঁঠাল খেতে চায় না! কিন্তু এঁচোড়ের চাহিদা রয়েছে। স্থানীয় হাটেবাজারে না হলেও ভিনরাজ্যে অনেকটাই বেশি। শ্যামল এঁচোড় বিক্রি করে পেয়েছেন তিন হাজার টাকা। পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির শিবেন বর্মনও প্রায় দুই কুইন্টাল এঁচোড় বিক্রি করেছেন। লাভের পরিমাণও বেশ ভালো। শ্যামল বললেন, 'আট থেকে দশ বছর আগেও কাঁঠালের গুরুত্ব ছিল। তখন এঁচোড় সেভাবে বিক্রি করতাম না। কিন্তু এখন আর কাঁঠাল কেউ খেতেই চায় না। তাই এঁচোড় বিক্রি করছি। কোনও টাকা লগ্নি না করেই এঁচোড় বেচে লাভ হচ্ছে।'

বিয়েবাড়ি হোক বা অন্য কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান। মেনুতে কাঁঠালচিংড়ি বা কাঁঠালমেটে থাকবেই। তবে অনুষ্ঠান ছাড়াও অনেকের বাড়িতেও এমন পদ রান্না হয়ে থাকে। এজন্য প্রয়োজন এঁচোড়। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি থেকে সবচেয়ে বেশি এঁচোড় পাড়ি দেয় ভিনরাজ্যে।

পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনিক নাম। প্রবীণরা বলেন, কাঁঠাল গাছের কারণে এই নামকরণ। আগে সব বাড়িতেই কাঁঠাল গাছ ছিল। ছিল কাঁঠালের বাগানও।

গাছ ভর্তি এঁচোড়। পূর্ব কাঁঠালবাড়িতে। ছবি : সুভাষ বর্মন

> আট থেকে দশ বছর আগেও কাঁঠালের গুরুত্ব ছিল। তখন এঁচোড় সেভাবে বিক্রি করতাম না। কিন্তু এখন আর কাঁঠাল কেউ খেতেই চায় না। তাই এঁচোড় বিক্রি করছি। কোনও টাকা লগ্নি না করেই এঁচোড় বেচে লাভ হচ্ছে।
>
> –**শ্যামল রায়,** এলাকাবাসী

এখনও অন্যান্য এলাকার তুলনায় পূর্ব কাঁঠালবাড়িতে কাঁঠাল গাছের সংখ্যা বেশি। তাই প্রতিবছর এখানকার এঁচোড়ও বিক্রি হয় বেশি।

এখন পাকা কাঁঠালের তুলনায় এঁচোড়ের চাহিদাই বেশি। পূর্ব কাঁঠালবাড়ির এঁচোড় রাজ্যের পাশাপাশি বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি সহ অন্যান্য প্রান্তে পাড়ি দিচ্ছে। আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে এঁচোড় কেনার জন্য স্থানীয় তরুণরা ব্যবসা করছেন। গাড়িতে এঁচোড় লোড করে পাঠানো হচ্ছে বাইরে। স্থানীয় এঁচোড় ব্যবসায়ী মদন দাস দু-তিন মাস এঁচোড়ের ব্যবসা করেন। তবে গ্রামীণ হাটেবাজারে সেভাবে এঁচোড় বিক্রি হয় না। তাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে এঁচোড় কেনা হয়। তারপর বাইরে পাঠানো হয়। তাঁর কথায়, 'এখন পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি এঁচোড়ের দাম সাত থেকে দশ টাকা। রোজ কয়েক কুইন্টাল এঁচোড় বাইরে রপ্তানি করা হচ্ছে।'

এঁচোড় বেচে লক্ষ্মীলাভে খুশি স্থানীয়রাও। মেজবিলের বাসিন্দা কমল রায়ের বাড়িতেও রয়েছে আটটি কাঁঠাল গাছ। তিনিও এঁচোড় বিক্রি করেছেন। কমল বলেন, 'গাছ বেশি হলেও এবার ফলন কিছুটা কম হয়েছে। তাই আটটি গাছের এঁচোড় পাইকারি দরে আড়াই হাজার টাকায় বিক্রি করেছি। তবে এই টাকাটাই আমাদের কাছে বাড়তি পাওনা।'

পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মনের বাড়িতেও কাঁঠাল গাছ আছে। তিনিও বাকি এলাকাবাসীর মতো কাঁঠাল গাছের যত্ন বাড়িয়েছেন।

পাশে পুরসভা
(১৬ মে)

শহর সংলগ্ন পররপার এবং বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আবর্জনা এবার আলিপুরদুয়ার পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে যাবে।

ধুন্ধুমার কাণ্ড
(২০ মে)

কোচবিহারে টিএমসিপি ও এআইডিএসও সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে পিবিইউ চত্বর উত্তপ্ত হয়ে উঠল। দু'পক্ষ মিলিয়ে দুজন মহিলা সহ ১২ জন আহত।

বাঁধে ডাম্পার
(২২ মে)

ওদলাবাড়িতে তিস্তা ব্যারেজের গুরুত্বপূর্ণ অ্যাফ্লাক্স বাঁধ দখল করে জনবসতি গড়ে উঠেছে। ডাম্পার চলাচলের জন্য বাঁধ কেটে রাস্তাও তৈরি করা হয়েছে।

কাশ্মীরে নিখোঁজ
(২২ মে)

হরিশ্চন্দ্রপুরের সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কিশোর পরিযায়ী শ্রমিক আশফাক হক কাশ্মীরে কাজে গিয়ে নিখোঁজ। বহু চেষ্টাতেও কোনও খোঁজ নেই। পরিবার বিপাকে।

খাসির স্বাদ বদলে এখন ভয়ের পরিবেশ

অমৃতা দে

একটি মৃত খাসির মাংস খেয়ে ফেলার যে কী পরিণতি হতে পারে তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন সিতাইয়ের ব্রহ্মোত্তরচাতরা এলাকার বাসিন্দারা। বেশ কয়েকটি মৃত্যু ঘটে গিয়েছে। মানুষের সচেতনতা প্রশ্নের মুখে।

তদন্ত।। *সিতাইয়ের ব্রহ্মোত্তরচাতরা এলাকায় স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা। -ফাইল চিত্র*

কেউ মুখ থেকে মাস্ক নামাচ্ছেন না, আবার কেউ খুব প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেন না। এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই আসছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। পিপিই কিট পরে নমুনা সংগ্রহ করছেন। সেই নমুনা যাচ্ছে কলকাতায়। এলাকা স্যানিটাইজও করা হচ্ছে। এতটুকু পড়ে আপনার মনে হতেই পারে, এটি হয়তো করোনা অতিমারি সময়ের কোনও ঘটনা। কিন্তু না, সিতাইয়ের ব্রহ্মোত্তরচাতরা এলাকায় যে কাণ্ড ঘটে গিয়েছে তা করোনাকেও হার মানিয়ে দেবে। একটি মৃত খাসির মাংস খেয়ে ফেলার যে কী পরিণতি হতে পারে তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন এখানকার বাসিন্দারা। সংক্রমণের কারণে এলাকায় পরপর নয়টি গবাদিপশু ও তিনজন মানুষের মৃত্যুর ঘটনা প্রচুর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

প্রশাসনিক উদাসীনতা না থাকলে ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ন্যূনতম সচেতনবোধটা থাকলে মৃত্যুর সংখ্যা হয়তো কমিয়ে আনা সম্ভব হত। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও যে সচেতনতার অভাব রয়েছে তা কার্যত স্পষ্ট। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, প্রায় মাসখানেক আগে এলাকার জোনাক বর্মনের বাড়িতে একটি খাসি মারা যায়। সেটি কেটে তারা খেয়ে নেন। এরপর ২২ এপ্রিল ওই বাড়ির জয়তী বর্মন, ২৫ এপ্রিল জোনাক বর্মন ও ১৪ মে ক্ষীরবালা বর্মন মারা যান। একের পর এক গবাদিপশুও মারা যেতে থাকে। ওই বাড়িতে যখন প্রথম একজনের সন্দেহজনক মৃত্যু হল তখনই স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বা অন্য জনপ্রতিনিধিরা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনলেন না কেন? প্রতিবেশীরাই বা চুপ থাকলেন কেন? স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর জন্য তিনটে মানুষের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হল কেন? আশাকর্মী থেকে শুরু করে অনেক স্বাস্থ্যকর্মীই গ্রামীণ এলাকায় একেবারে তৃণমূল স্তরে কাজ করেন। একটি পরিবারের সুস্থ মানুষগুলি যখন একের পর এক অসুস্থ হতে থাকল শ্বাসকষ্টের মতো একই উপসর্গ নিয়ে, তখন তাঁদের কানে সেই খবর পৌঁছাল না কেন? একাধিক গবাদিপশু মারা গিয়েছে। সেই খবর শুরুর দিকেই প্রাণী বিকাশ দপ্তরের কাছে কেন পৌঁছাল না সেই প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক। প্রশ্নগুলির অবশ্য উত্তর নেই। এলাকায় ঘুরে দেখা গিয়েছে, এতগুলি মৃত্যু নিয়ে বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে নানা কুসংস্কারের গল্প ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁদের মধ্যে যে সচেতনতার বড্ড অভাব রয়েছে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভবিষ্যতে এধরনের সংক্রমণ ঠেকাতে প্রশাসন নিশ্চয়ই পদক্ষেপ করবে। তবে যে প্রাণগুলি চলে গেল তার দায় কে নেবে সেটা বলা মুশকিল। তবে একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট, গ্রামীণ এলাকায় সচেতনতার অনেক অভাব রয়েছে। পশুপালন নিয়ে সচেতন থাকলে একটি পরিবার মারা যাওয়া খাসি কেটে খেয়ে নিত না। পশুদের নিয়মিত টিকাকরণ, সেগুলি প্রতিপালন ও পশুপালনে কী কী করণীয় তা নিয়ে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আরও বেশি প্রচারের প্রয়োজন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের যে এলাকার বেশি করে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতে হবে তাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সিতাইয়ের এই ঘটনা। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষ যারা সন্দেহজনকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বা আশপাশের কেউ অসুস্থ হয়েছেন, তাঁদের উচিত বিষয়গুলি স্থানীয় প্রশাসনের নজরে আনা।

আমাদের চারপাশে মাঝেমধ্যেই এমন অস্বাভাবিক অনেক ঘটনা ঘটে যায়। যেগুলি হয়তো শুরুর দিকে গুরুত্ব দিলে ক্ষতির পরিমাণ কমানো যেত। সিতাইয়ের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সব দপ্তর ও সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই আরও বেশি সচেতন হবে। ভবিষ্যতে সংক্রমণজনিত এধরনের ঘটনাও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। অন্তত এমন আশা করাই যায়।

হৃদয়হরণের হাট

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

মণিপুরের ইমা কিথল হাটেরই প্রতিচ্ছবি হবিবপুরের লইবাড়ি হাটে। বিক্রেতারা তো বটেই, এই হাটে যাঁরা কেনাকাটা করতে আসেন তাঁরাও বেশিরভাগই মহিলা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গড়ে ওঠা এই হাট মহিলাদের স্বনির্ভর করে চলেছে আজও।

উড়ান।। *বিকিকিনি চলছে হবিবপুরের লইবাড়ি হাটে।*

মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম লইবাড়ি। 'লইবাড়ি হাট' এখানেই বসে। মহিলা পরিচালিত এই হাট যে মণিপুরের 'ইমা কিথল' হাটের প্রতিচ্ছবি সেটা ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সূত্রে পাঠক জেনে গিয়েছেন। কিন্তু স্বনির্ভর হয়ে ওঠার লক্ষ্যে কয়েক দশক আগে থেকেই এখানে কীভাবে এই চেষ্টাটা শুরু হয়েছিল তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই।

আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই হাটটির জন্ম। কিন্তু কীভাবে সে বিষয়ে কারও কাছে কোনও স্পষ্ট তথ্য নেই। এই হাটে বাজার সারতে আসা যামিনী মণ্ডল কোনওমতে ভাসাভাসা ভাবে বললেন, 'এলাকার পুরুষদের কেউ কৃষিকাজ, কেউ দিনমজুরি করে দিন গুজরান করেন। সেই সময়ও করতেন। কিন্তু এখনকার সঙ্গে তখনকার ফারাক বলতে, এখন তো তাও এলাকায় একটা হাট আছে। তখন কিন্তু ছিল না। কাজ করে দিন শেষে বিশ্রামের বদলে অনেক দূরের হাটে যেতে হত বাজারঘাট সারতে। সেই সময় এলাকার মহিলাদের অনেকেই এখানে একটি ছোট হাট বসানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। নিজেদের বাড়িতে উৎপাদিত পণ্য দিয়ে মহিলারা শুরু করেছিলেন হাটটির পথ চলা। যা এখনও চলছে।'

সেই যে সেবার এলাকায় হাট বসল তা এখনও চলছে। লইবাড়িতে সেই হাট বসার পর থেকেই ম্যাজিক। আগে পুরুষদের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে বাজারঘাট সারতে অনেক দূরের হাটে যেতে হত। লইবাড়ি হাট বসার পর থেকে আর যেতে হয় না। বাড়ির মহিলারাই ক্রেতা হয়ে হাট থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে নিয়ে যেতেন। পুরুষদের ভোগান্তি অনেকটাই কমে। প্রতি সপ্তাহের রবিবার ও বৃহস্পতিবার বিকেলে বসা লইবাড়ি হাট যেন সেখান থেকেই এলাকার নারীদের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার পথ দেখিয়েছিল। বিক্রেতা কল্পনা মণ্ডলের কথায়, 'বিক্রেতাদের পাশাপাশি ক্রেতাদের বেশিরভাগই এখানে মহিলা। এই হাটে আমরা আমাদের প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পাই। এই হাট আমাদের এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখায়।'

লইবাড়ি হাটে বিক্রি হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে টাটকা শাকসবজি, দেশি মাছ, মাংস, ডিম। অনেকে বাড়ির পোষ্য হাঁস, মুরগিও নিয়ে আসেন। এছাড়াও হাটে বসে ফুচকা, মোমো, আইসক্রিম, তেলেভাজা সহ বিভিন্ন খাবারের দোকানও। অমলা রায় নামে এক বিক্রেতা বলেন, 'এই হাটে যা দেখছেন সবই বিক্রেতাদের বাড়ির উৎপাদিত। এখানে ভেজাল বলতে কিছুই নেই।' লইবাড়ি হাটে বিভিন্ন সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বিক্রি করতে আসা মহিলারা নিজেদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করে যেন আলাদা একটা আত্মতৃপ্তি পান। ব্যাগ হাতে বাজার করতে আসা এক মহিলা খদ্দের নমিতা রায় বললেন, 'তাঁজপুর, শোলাডাঙ্গা, কালপেঁচি, ডাঙ্গাপাড়া, মেস্তরপাড়া, বেলতলা সহ বিভিন্ন এলাকার মহিলা খদ্দেররা এই হাটে বাজারঘাট করতে আসেন। টাটকা সামগ্রী কেনার আশায় আরও দূর থেকেও কেউ কেউ এখানে আসেন। কারণ, এখানে যা পাওয়া যায় সবই টাটকা। সব সামগ্রীই বিক্রেতাদের বাড়ির উৎপাদিত।'

মোটামুটিভাবে এক-একদিন জনা ৫০ বিক্রেতা এখানে আসেন। বিক্রিবাটা ভালোই হয়। যে যা বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন সবই এক-একদিনে বিক্রি হয়ে যায়। এতে যেটুকু রোজগার হয় তা অনেকের সংসারে বাড়তি রসদ জোগায়। তা সত্ত্বেও কি সমস্যা হয় না? হয়। তবে আশার আলো বলতে, সেই সমস্যা মেটাতে এই হাটের সবাই মিলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই হাট শুধুমাত্র নিছক এক বিকিকিনির জায়গা নয়, বৃহত্তর এক পরিবার হয়ে ওঠার স্বপ্নও দেখায়।

এই হাটটি আসলে মহিলাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি সহ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার এক অনন্য নজির। যদি মহিলা ক্রেতা-বিক্রেতাদের সমন্বয়ে পরিচালিত এই ছোট হাটটি সার্বিক উন্নয়নে ছাউনি, নিকাশি ব্যবস্থা সহ একটু সরকারি সহযোগিতা পেত তাহলে এই হাটের মাধ্যমে মহিলারা তাঁদের লক্ষ্যপূরণে আরও এগিয়ে যাওয়ার শক্তি পেতেন। আর মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রতীক ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত হবিবপুরের এই 'লইবাড়ি হাট'। কল্পনার মতো অনেকেই এই স্বপ্নে মশগুল। মণিপুরের সেই হাটের বিষয়ে তাঁদের আগে জানা ছিল না। উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত খবরের সূত্রে জেনেছেন। আর সেই খবরের জেরে কল্পনাদের বিষয়ে অনেকে জেনে গিয়েছেন। তাঁদের বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। কল্পনাদের স্বপ্ন আরও ডানা মেলছে, 'এভাবে সবাই মিলে পাশে থাকলে আমাদের এখানকার অর্থনীতি নিশ্চয়ই আরও মজবুত হবে। সবাই মিলে আরও বেশি করে সবার পাশে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতে পারব।'

উত্তরবঙ্গের চা বাগানে রিসর্টই কি তাহলে ভবিষ্যৎ?

রণজিৎ ঘোষ

দাগাপুর চা বাগানে এক, দুই একর নয়, প্রায় ২৫ একর উর্বর জমির চা গাছ হাপিস করে দেওয়া হয়েছে। এখানে একটি রিসর্ট গড়ে উঠবে। এনিয়ে প্রশাসনের ভূমিকায় কম হইচই হয়নি। তড়িঘড়ি ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আখেরে সমস্যা মিটল কি না সেটাই প্রশ্ন।

কোন পথে যাচ্ছে তরাইয়ের চা শিল্প? এখানকার চা বাগানগুলি অদূর ভবিষ্যতে চা গাছের বদলে পুরোপুরি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বদলে যাবে না তো? এটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। কেননা যেভাবে বাগান থেকে চা গাছ তুলে ফেলে সেই জমিকে পরিত্যক্ত দেখিয়ে টি ট্যুরিজমের নামে হোটেল, রিসর্ট, আবাসন সহ অন্যান্য প্রকল্প তৈরি হচ্ছে তাতে এই আশঙ্কাই ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। অথচ রাজ্য সরকারের সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী চা বাগানের পরিত্যক্ত জমির ৩০ শতাংশ নিয়ে সেখানে অন্য প্রকল্প অর্থাৎ হোটেল, রিসর্ট বা অন্য বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যাবে। বাস্তবে কী হচ্ছে সেটা দেখার দায়িত্ব তো প্রশাসনের। কিন্তু প্রশাসন আদৌ সবকিছু সঠিকভাবে দেখছে, নাকি দেখেও কোনও বিনিময় প্রথায় প্রভাবিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে সেটাই প্রশ্ন। আসলে প্রশাসনিক আধিকারিকরা আজ এই জেলায় রয়েছেন, কাল অন্য জেলায় বদলি হয়ে যাবেন। দাগাপুর চা বাগানে পাঁচতারা হোটেল অথবা নিশ্চিন্তপুর চা বাগানে আবাসন প্রকল্প হল কী হল না তাতে তাঁদের কী যায় আসে বলুন। তাই প্রশাসনের স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের কেউ যদি মালিকপক্ষের সঙ্গে আপস করে রিপোর্টে 'চা গাছ উপড়ে ফেলার' বদলে 'চা বাগানের পরিত্যক্ত জমি' তদন্ত রিপোর্টে লেখেন তাহলে তো শীর্ষস্তরের বাস্তব বোঝার উপায় নেই। এই জন্যই চাই জনজাগরণ। আর এই জনজাগরণের দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে শ্রমিক সংগঠনগুলির উপরেই পড়ে। কিন্তু সেই শ্রমিক সংগঠনগুলিও তো সেটিং হয়ে বসে রয়েছে। যাঁর সঙ্গে যতক্ষণ সেটিং না হচ্ছে, ততক্ষণ সে বা সেই শ্রমিক সংগঠন চিৎকার, চ্যাঁচামেচি করে।

এভাবেই একে একে তরাইয়ের চা বাগানগুলিতে বহুজাতিক সংস্থাকে ডেকে বিভিন্ন প্রকল্প তৈরির প্রবণতা শুরু হয়েছে। মালিকপক্ষের বক্তব্য, ক্রমশ লোকসানের দিকে যাওয়া বাগানগুলিতে চা-কে বাঁচিয়ে রেখে পরিত্যক্ত জমিতে হোটেল, রিসর্ট তৈরি হলে বাগানের আর্থিক পরিকাঠামো উন্নত হবে। সেখানে বাগানের শ্রমিকরাও কাজ পাবেন। পাশাপাশি বাগানে চায়ের কাজ তো থাকছেই। ফলে শুধু মালিকপক্ষই নয়, শ্রমিকরাও ভবিষ্যতে উপকৃত হবেন। কিন্তু কীসের ওপরে ভিত্তি করে শ্রমিকরা এটা বিশ্বাস করবেন? পরিত্যক্ত জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের ছাড়পত্র পেয়ে যে চা বাগানে রাতারাতি চা গাছ উপড়ে ফেলে দিয়ে সেই জমিকে পরিত্যক্ত দেখাচ্ছে, আগামীতে গোটা বাগান থেকেই গাছ উপড়ে ফেলে রুগ্ন ঘোষণা করে সেখানে অন্য প্রকল্প হবে না তার নিশ্চয়তা কে দেবে? সেই সময় তো চা শ্রমিকদের অদক্ষ ঘোষণা করে নতুন প্রকল্পেও সুযোগ দেওয়া হবে না।

এই দাগাপুর চা বাগানের কথাই ধরুন না। এখানে এক, দুই একর নয়, প্রায় ২৫ একর উর্বর জমির চা গাছ হাপিস করে দিয়েছে। বাগানে গেলে এখনও আপনি ওই 'পরিত্যক্ত' তকমা পাওয়া জমিতে দু'চারটি চা গাছকে মাথা তুলতে দেখতে পাবেন। সেখানে প্রচুর ছায়া গাছ বা শেড ট্রিও এখনও রয়েছে। যদিও চা গাছ উপড়ে ফেলার সময় বেআইনিভাবে কয়েকশো ছায়া গাছও মালিকপক্ষ কেটে ফেলেছে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর ওই বাগান কর্তৃপক্ষকে বেআইনিভাবে শেড ট্রি কাটায় জরিমানাও করেছে। আপনিই বলুন, যদি পরিত্যক্ত জমিই হয়, যদি চা গাছ তোলা না হয়ে থাকে তাহলে ছায়া গাছ সেখানে কীভাবে এল? মাটিগাড়ার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বেআইনিভাবে শেড ট্রি কেটে ফেলার কথা লেখা রয়েছে। মজার বিষয় হল, দাগাপুর চা বাগানের ঘটনা নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর হওয়ার পর হইচই শুরু হতেই শীর্ষস্তরের নির্দেশে তদন্ত হয়। শ্রম দপ্তরের তদন্ত রিপোর্টে চা গাছ উপড়ে ফেলার প্রমাণ মেলেনি বলে লেখা হয়েছে। অথচ বলা হয়েছে যে, ওই জমিতে প্রচুর গর্ত রয়েছে। কিন্তু সেই গর্তগুলি কীসের? সেটা শ্রম দপ্তর আর জানার চেষ্টা করেনি। অর্থাৎ কোথাও একটা যোগসাজশের গন্ধ তো রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। শুধু আমার নয়, শ্রম দপ্তরের শীর্ষস্তরও এমনটাই মনে করছে। আর তাই দাগাপুর কাণ্ডের তদন্ত রিপোর্টে সন্তুষ্ট হতে না পেরে শ্রম দপ্তরের উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত কমিশনারকে শিলিগুড়ি থেকে বদলি করে দেওয়া হয়েছে।

এ তো গেল একটা চা বাগানের গল্প। মোহরগাঁও গুলমা চা বাগানে শাসকদলের এক দাপুটে নেতা সরকারি প্রকল্প করার কথা বলে জমি নিয়ে নিজের রিসর্ট বানিয়ে ফেলেছেন।

শুনসান।। *দাগাপুর চা বাগানের খণ্ডচিত্র।*

নিশ্চিন্তপুর চা বাগানেও চায়ের জমিতেই বিলাসবহুল আবাসন তৈরি হচ্ছে। সেটা নিয়ে বহু লেখালেখি হলেও এখনও প্রশাসনের ভ্রূক্ষেপ নেই। ঘোষপুকুরে হাসখোঁয়া চা বাগান, কমলা চা বাগানের পরিস্থিতিও তথৈবচ। প্রশাসন সবকিছু দেখেও চোখ বুজে রয়েছে। কার্যত নীরব দর্শক রাজনৈতিক দলগুলিও।

আর তাই অদূর ভবিষ্যতে শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি, মাটিগাড়া, ফাঁসিদেওয়া সহ তরাইয়ের চা বাগানগুলিতে আদৌ চা গাছ থাকবে কিনা সেটা নিয়ে যথেষ্টই প্রশ্ন রয়েছে।

কাশ্মীরের বিধ্বস্ত এলাকায় রাহুলও

শ্রীনগর, ২৪ মে : তৃণমূলের প্রতিনিধিদের পর এবার কাশ্মীরিদের দুর্দিনে পাশে এসে দাঁড়ালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। শনিবার সকালে জম্মুতে পৌঁছোন তিনি। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে পুঞ্চে যান। পুঞ্চের সীমান্তবর্তী এলাকায় পাকিস্তানি সেনার গোলাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে তিনি দেখা করেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার কথা মন দিয়ে শোনেন। যাঁরা পাক হামলায় আহত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যান হাসপাতালে। স্থানীয় একটি স্কুলেও যান রাহুল। সেখানকার পড়ুয়াদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলেন তিনি।

পড়ুয়াদের রাহুলের ভোকাল টনিক, 'তোমরা অত্যন্ত সাহসী ছেলেমেয়ে। আমরা তোমাদের জন্য সত্যিই অত্যন্ত গর্বিত। তোমরা একটু বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলে এবং ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছ। চিন্তা কোরো না। সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এই সমস্যার সমাধান হল, তোমরা অনেক পড়াশোনা করো, খেলা করো, আর স্কুলে অনেক বন্ধু করো।'

স্কুলের পাশাপাশি পাক গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত পুঞ্চের মন্দির, মসজিদ, গুরদোয়ারাও ঘুরে দেখেন রাহুল। পাক গোলায় নিহত যমজ ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গেও দেখা করেন রাহুল। পাকিস্তানি হামলায় মারা গিয়েছে ১৩ বছরের বিহান ভার্গবও। তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সমবেদনা জানান রাহুল। পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'অনেক বড় ট্র্যাজেডি হয়েছে। অনেক মানুষ মারা গিয়েছেন। তাঁদের সমস্যার কথা শুনেছি। ওঁরা চান, আমি যেন ওঁদের সমস্যার বিষয়টি জাতীয় স্তরে তুলে ধরি।'

এর আগে পহলগাম হামলার পর ২৫ এপ্রিল মার্কিন সফর কাটছাঁট করে শ্রীনগরে এসেছিলেন রাহুল। সেখানে এক আহতের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন হাসপাতালে।

> তোমরা অত্যন্ত সাহসী ছেলেমেয়ে। আমরা তোমাদের জন্য সত্যিই অত্যন্ত গর্বিত। তোমরা একটু বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলে এবং ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছ। চিন্তা কোরো না। সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এই সমস্যার সমাধান হল, তোমরা অনেক পড়াশোনা করো, খেলা করো, আর স্কুলে অনেক বন্ধু করো।
>
> **রাহুল গান্ধি**

অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম কাশ্মীর সফরে গেলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। শুক্রবারই তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল পুঞ্চ, রাজৌরিতে পাক হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পশ্চিমবঙ্গে ফিরেছে। তারাও কাশ্মীরিদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে জাতীয় স্তরে আলোচনা করবে বলে জানিয়েছে। তৃণমূলের প্রতিনিধিদল পুঞ্চে আসায় ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

এদিকে রাহুলের পুঞ্চ সফর নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। তিনি যেভাবে পাকিস্তানি হামলাকে ট্র্যাজেডি বলে আখ্যা দিয়েছেন তার নিন্দা করেছে গেরুয়া শিবির। বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, 'আজ রাহুল গান্ধি পুঞ্চের সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনাকে ট্র্যাজেডি বলেছেন। আমাদের নিরপরাধ নাগরিকদের ওপর হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানি সেনা। তাদেরও সন্ত্রাসবাদী মানসিকতা আছে। গুরদোয়ারা, স্কুলে হামলা হয়েছে। শিশুরা প্রাণ হারিয়েছে। আর রাহুল গান্ধি এসবকে উড়িয়ে দিয়েছেন।' পাকিস্তানি হামলাকে গান্ধি পরিবার কভার ফায়ার দিচ্ছে বলেও আক্রমণ করেন তিনি।

> আজ রাহুল গান্ধি পুঞ্চের সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনাকে ট্র্যাজেডি বলেছেন। আমাদের নিরপরাধ নাগরিকদের ওপর হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানি সেনা। তাদেরও সন্ত্রাসবাদী মানসিকতা আছে। গুরদোয়ারা, স্কুলে হামলা হয়েছে। শিশুরা প্রাণ হারিয়েছে। আর রাহুল গান্ধি এসবকে উড়িয়ে দিয়েছেন।
>
> **শেহজাদ পুনাওয়ালা**

পুঞ্চ সফরে একদল ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বললেন রাহুল গান্ধি। নীচে পাক গোলায় নিহত ১৩ বছরের বিহান ভার্গবের বাড়িতে হাজির।

সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতে নিশানা পাকিস্তানকে

রাষ্ট্রসংঘে সওয়াল ভারতের

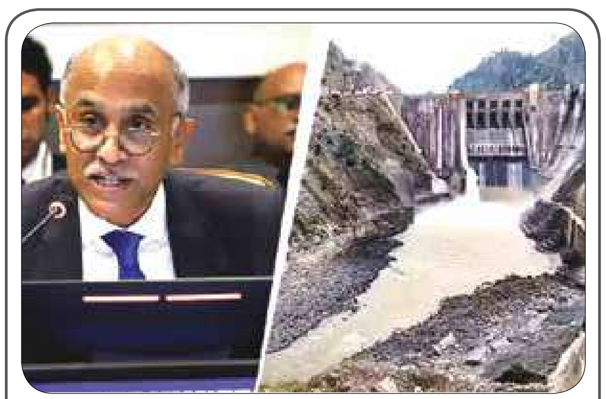

- ভারতে সন্ত্রাসবাদে মদত
- যার বলি ২০ হাজার ভারতীয়
- ৩ বার ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ
- সিন্ধু চুক্তি নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব খারিজ
- জল চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন

নিউ ইয়র্ক, ২৪ মে : পহলগাম হামলার পর সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছে ভারত। এদিকে চুক্তি স্থগিত হওয়া নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে দরবার করছে পাকিস্তান। রাষ্ট্রসংঘ সহ বিভিন্ন বহুজাতিক মঞ্চে এই প্রসঙ্গে সরব হচ্ছেন পাক প্রতিনিধিরা। শনিবার ইসলামাবাদের যাবতীয় যুক্তি-তত্ত্বের জবাব দিলেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি হরিশ পার্বথানেনি। এদিন নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে আয়োজিত এক সম্মেলনে তিনি সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিতের জন্য পাকিস্তানকেই দায়ী করেছেন।

হরিশ জানান, দশকের পর দশক ধরে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে মদত দিয়ে চলেছে পাকিস্তান। জঙ্গি হামলার বলি হয়েছেন ২০ হাজার ভারতীয়। তাঁদের অনেকেই নিরীহ মানুষ। যে তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন পহলগামে নিহত ২৬ জন পর্যটক এবং ঘোড়াচালক। এখানেই শেষ নয়, পাকিস্তান গত সাড়ে ৬ দশকে ৩ বার ভারতের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে নেমেছে। ভারতের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হয়নি। উলটে চুক্তির শর্ত ভেঙেছে। সব দিক খতিয়ে দেখে চুক্তি স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে ভারত।

স্থায়ী প্রতিনিধির কথায়, 'নদীর উচ্চপ্রবাহের দেশ হিসাবে ভারত সবসময় নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন। কিন্তু পাক প্রতিনিধিরা যেভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন, তার জবাব দিতে আমরা বাধ্য।' হরিশ সাফ জানান, পহলগাম হামলার পর ভারত স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যতদিন না পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার নীতি থেকে সরে আসছে, ততদিন পর্যন্ত সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত থাকবে। তিনি বলেন, '৬৫ বছর আগে সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বের চেতনা নিয়ে ভারত সিন্ধু জলচুক্তি করেছিল। চুক্তির প্রস্তাবনায় তার উল্লেখ রয়েছে। অথচ গত সাড়ে ৬ দশক ধরে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে ৩টি যুদ্ধ ও অগুনতি সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে। এইসবই জলচুক্তির চেতনাকে ভঙ্গ করেছে।'

হরিশ আরও বলেন, '৪ দশকে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২০ হাজারের বেশি ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছেন। যার সাম্প্রতিকতমটি ঘটেছে পহলগামে। গোটা সময়পর্বে ভারত অসাধারণ ধৈর্য এবং উদারতা দেখিয়েছে। দু'বছরে আমরা বেশ কয়েকবার পাকিস্তানকে জলচুক্তি সংশোধন নিয়ে আলোচনা করতে বলেছি। কিন্তু ইসলামাবাদ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা ভারতের বৈধ অধিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছে। পাকিস্তান বিশ্বাসযোগ্যভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করা পর্যন্ত জলচুক্তি স্থগিত থাকবে।

সেনাঘাঁটিতে বিমানের জানলা বন্ধ রাখা বাধ্যতামূলক

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : পাকিস্তান সীমান্ত সহ দেশের সমস্ত সামরিক বিমানঘাঁটিতে অবতরণের সময় বন্ধ রাখতে হবে বিমানের জানলা। সবকটি বেসরকারি বিমানসংস্থাকে কঠোরভাবে এই নিয়ম মেনে চলতে হবে। শনিবার এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করেছে ভারতের অসামরিক বিমান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ। ওই নির্দেশিকা অনুযায়ী, ওড়া এবং অবতরণ থেকে ১০ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত বিমানের জানলা বন্ধ রাখার নিয়ম কার্যকর থাকবে। ওই সময় কেউ রেকর্ডিংয়ের জন্য ক্যামেরা বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। উড়ানের যাত্রীরা যাতে এব্যাপারে অবগত থাকেন সেজন্য বিশেষ ঘোষণা করতে হবে বিমানকর্মীদের। এছাড়া সামরিক বিমানঘাঁটির ছবি তোলায় জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। নিয়ম না মানলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছে ডিজিসিএ।

অপারেশন সিঁদুরের জবাবে উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় ড্রোন হামলা চালিয়েছে পাক সেনা। সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের ৩২টি বিমানবন্দর। এই পরিস্থিতিতে ডিজিসিএ-র নির্দেশিকা জারির বাড়তি গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিমানঘাঁটিগুলি হল লে, শ্রীনগর, জম্মু, পাঠানকোট, আদমপুর, চণ্ডীগড়, ভাতিন্ডা, জয়সলমের, নাল, যোধপুর, হিন্দন, আগ্রা, কানপুর, বেরেলি, মহারাজপুর, গোরক্ষপুর, ভূজ, লোহেগাঁও, গোয়া (ডাবোলিম) এবং ভাইজাগ বিমানঘাঁটির নাম রয়েছে।

জ্যোতি কি দানিশের ফাঁদে, উত্তর খুঁজছে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রাকে নিয়ে রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা (আইএসআই)-র সঙ্গে ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রার যোগাযোগ নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। এবার ওড়িশায় পুরীর জগন্নাথধামে জ্যোতির ড্রোন ওড়ানো এবং মধ্যপ্রদেশের মহাকালেশ্বর মন্দিরে তাঁর আনাগোনা নিয়েও খোঁজখবর শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির পুলিশ।

২০২৪ সালে পুরীর জগন্নাথ মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন জ্যোতি। সেই সময় তিনি মন্দিরের ওপর ড্রোন উড়িয়েছিলেন, যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। নিরাপত্তার ঘেরাটোপ এড়িয়ে কীভাবে এবং কেন তিনি ওই স্পর্শকাতর এলাকায় ড্রোন ওড়ালেন, এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই হরিয়ানার ইউটিউবারকে জেরার প্রস্তুতি চালাচ্ছে ওড়িশা পুলিশ।

গত বছর এপ্রিলে মধ্যপ্রদেশের মহাকালেশ্বর মন্দির দর্শনেও গিয়েছিলেন জ্যোতি। উজ্জয়িনীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) নীতেশ ভার্গব জানিয়েছেন, পাঁচ সদস্যের পুলিশের একটি দল হরিয়ানায় গিয়েছে। জ্যোতিকে জেরাও করেছে তারা। তবে এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। তাঁর কথায়, 'যেহেতু মহাকালেশ্বর একটি সংবেদনশীল জায়গা, তাই অভিযুক্ত ইউটিউবারকে জেরা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলাও করা হয়েছে। তারপরই তাঁকে জেরা করতে পুলিশের দল গিয়েছে হরিয়ানায়।' ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশ বাদ দিলে দেশের আরও অন্তত সাতটি রাজ্যের পুলিশও চরবৃত্তিতে অভিযুক্ত জ্যোতিকে জেরা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে খবর।

জ্যোতির পাক-যোগ নিয়েও

বেশ কিছু মোড় ঘোরানো তথ্য হাতে এসেছে গোয়েন্দাদের। দিল্লিতে পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে বহিষ্কৃত কর্মী এহসান-উর-রহিম ওরফে দানিশ অন্তত ২৫ জন ভারতীয় নাগরিককে প্রভাবিত করে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই পাকিস্তান ভিসার আবেদনকারী অথবা আবেদনকারীর আত্মীয়। জ্যোতিও সম্ভবত ছিলেন দানিশের তালিকায়।

চলতি ২০২৫ সালেই জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে পাকিস্তান সহ চারটি দেশে ঘুরেছিলেন জ্যোতি। বিদেশ সফরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে তাঁর ট্র্যাভেল উইথ জো ব্লগে। তা থেকেই জানা যাচ্ছে, পাক হাইকমিশনে দানিশের সঙ্গে যোগাযোগের মাত্র ১৭ দিনের মধ্যেই পাকিস্তানে গিয়েছিলেন ওই ভ্রমণ-ব্লগার। পাকিস্তান ছাড়াও তাঁর সফর তালিকায় ছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাই, নেপালের কাঠমান্ডু, কেরল, কাশ্মীর, লেহ-র প্যাংগং হ্রদ এবং ইন্দোনেশিয়া।

প্রাথমিকভাবে খবর ছিল, দানিশ দিল্লির পাক হাইকমিশনের ভিসা অফিসার। কিন্তু তদন্তে দেখা যায়, তিনি আসলে ছিলেন পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর একজন ইনস্পেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিক। আইএসআই-এর সিনিয়ার অফিসার শোয়েবের অধীনে কাজ করতেন দানিশ। তাঁর কাজ ছিল ভারতের সিমকার্ড সংগ্রহ এবং সমাজমাধ্যমে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়োগ করা।

দানিশের জন্ম পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের নারোওয়ালে। তিনি ২০২২ সালের ২১ জানুয়ারি ভারতের ভিসা পান।

হরিয়ানভি ইউটিউবার জ্যোতিকে গত সপ্তাহে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তে জানা যায়, ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত দানিশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। ধারণা করা হচ্ছে, দানিশ তাঁকে একজন 'ইন্টেলিজেন্স অ্যাসেট' হিসাবে গড়ে তুলছিলেন। তবে পুলিশ জানিয়েছে, জ্যোতির বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও 'সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত থাকা'র প্রমাণ মেলেনি।

চর সন্দেহে গুজরাটে ধৃত স্বাস্থ্যকর্মী

বিএসএফের গুলিতে হত পাক অনুপ্রবেশকারী

আহমেদাবাদ, ২৪ মে : অপারেশন সিঁদুরের পরও পাকিস্তানি অনুপ্রবেশ থামছে না। যদিও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তৎপরতায় সেই চেষ্টা ভেস্তে গিয়েছে। শুক্রবার রাতে গুজরাটের বনসকাঁথা জেলায় ভারত-পাক সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালায় এক পাকিস্তানি নাগরিক। তাকে বারবার ফিরে যেতে বলা হলেও তাতে কান দেয়নি সে। শেষপর্যন্ত বিএসএফের গুলিতে নিহত হয় ওই পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী। এর আগে পঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলাতেও অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালিয়েছিল এক পাকিস্তানি নাগরিক। সেও বিএসএফের গুলিতে প্রাণ হারায়। পহলগামের সন্ত্রাসবাদী হামলার পর থেকে ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত এবং নিয়ন্ত্রণরেখাজুড়ে অতন্দ্র প্রহরা চলছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর।

এদিকে গুজরাটেই পাকিস্তানি চর সন্দেহে এক স্বাস্থ্যকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশের এটিএস। সীমান্তবর্তী কচ্ছ এলাকা থেকে ২৮ বছরের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার নাম সহদেব সিং দীপুভা গোহিল। একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সে কর্মরত ছিল। বিএসএফ এবং ভারতীয় নৌসেনার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সে অদিতি ভরদ্বাজ নামে এক পাকিস্তানি এজেন্টকে পাচার করেছে বলে জানা গিয়েছে। এই নিয়ে গত ৮ মাসে গুজরাট থেকে তৃতীয়বার পাকিস্তানি গুপ্তচর ধরা পড়ল। গোটা ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি।

স্বাস্থ্যকর্মী সহদেব সিং দীপুভা গোহিল গ্রেপ্তার গুজরাটে।

> এটিএস জানিয়েছে, ২০২৩ সালের জুন-জুলাই নাগাদ অদিতির সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ হয়েছিল গোহিলের। তারপর থেকে কচ্ছে একাধিক সামরিক কাঠামোর ছবি পাচার করে সে। গত জানুয়ারি মাসে আধার কার্ডের মাধ্যমে একটি নতুন মোবাইল সিম তোলে গোহিল। হোয়াটসঅ্যাপ চালু করে সেটি পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের হাতে তুলে দেয় সে।

এটিএস জানিয়েছে, ২০২৩ সালের জুন-জুলাই নাগাদ অদিতির সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ হয়েছিল গোহিলের। তারপর থেকে কচ্ছে একাধিক সামরিক কাঠামোর ছবি পাচার করে সে। গত জানুয়ারি মাসে আধার কার্ডের মাধ্যমে একটি নতুন মোবাইল সিম তোলে গোহিল। হোয়াটসঅ্যাপ চালু করে সেটি পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের হাতে তুলে দেয় সে। এই কাজের বিনিময়ে সে ৪০ হাজার টাকাও পেয়েছিল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের তথ্যের ভিত্তিতে ১ মে গোহিলকে আটক করা হয়। সমস্ত তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করে তারপর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ট্যাভেল ব্লগার জ্যোতি মালহোত্রকে আগেই চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে হরিয়ানা পুলিশ।

এদিকে ভারতের পাশাপাশি এবার নেপালেও সন্দেহভাজন পাক জঙ্গিদের ধরতে অভিযান শুরু হয়েছে। শুক্রবার ভারত ও নেপাল যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলিতে অভিযানে নামে। গোয়েন্দাদের ধারণা, বহু পাকিস্তানি জঙ্গি ভারত-নেপাল সীমান্তে বসবাস করছে। ভারতের এসএসবি এবং নেপালের আর্মড পুলিশ ফোর্স দুই দেশের সীমান্তের ঘন জঙ্গলগুলিতেও তল্লাশি অভিযান চালায়। এসএসবি-র কমান্ডান্ট গঙ্গা সিং বলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেপাল আমাদের সঙ্গে রয়েছে। ওদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। তারা আমাদের গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় করে। নেপালের বিদেশমন্ত্রকও জানিয়েছে, সেদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে জঙ্গি কার্যকলাপ চালানো বরদাস্ত করা হবে না।

নিহত ২ মাওবাদী নেতা

রাঁচি, ২৪ মে : ছত্তিশগড়ের পর মাওবাদী অভিযানে সাফল্য এল ঝাড়খণ্ডে। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হলেন ঝাড়খণ্ড জনমুক্তি পরিষদের প্রধান পাপ্পু লোহার ও প্রথম সারির নেতা প্রভাত গঞ্জু। পাপ্পুর মাথার দাম ছিল ১০ লাখ টাকা ও প্রভাতের ৫ লাখ টাকা। অভিযান চলাকালীন মাওবাদী সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি রাইফেল। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে ২৪ জন ও বস্তারে ৩৩ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন।

চলতি সপ্তাহে ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছিলেন শীর্ষ মাওবাদী নেতা বাসবরাজু। ওই সংঘর্ষে আরও ২৬ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়। অভিযানে অংশ নেওয়া ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) জওয়ানদের সম্মানিত করা হয়। ফুল, আবির, জয়তিলকের পাশাপাশি মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান নারায়ণপুরের মহিলারা। মিষ্টিমুখের সঙ্গে চলে নাচ-গান। আদিবাসী গানের তালে নাচ করেন জওয়ানরা। প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে রাতভোর উৎসবে মেতে ছিল একসময় মাওবাদীদের দুর্গ বলে পরিচিত নারায়ণপুর।

গুলিতে মৃত ৩

পাটনা, ২৪ মে : আড্ডা দিচ্ছিলেন একদল তরুণ। সেখানেই সামান্য বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি থেকে চলল গুলি। শনিবার বিহারের বক্সার জেলায় এই ঘটনায় প্রাণ হারান ৩ জন। জখম ২। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃত ও আহতদের পরিচয় জানা যায়নি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সন্ত্রাসবাদকে পাগলা কুকুরের সঙ্গে তুলনা

পাকিস্তানের বিরোধিতায় অভিষেক

টোকিও, ২৪ মে : পাকিস্তান ও তাদের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদকে বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রায়ই কড়া ভাষায় নিশানা করে থাকেন। কিন্তু বিরোধী শিবিরও যে সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদ ও তাদের প্রভুদের একই সুরে আক্রমণ করতে পারে সেটা জাপানের মাটি থেকে বুঝিয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তা করতে গিয়ে বিজেপি নেতৃত্বকে সুকৌশলে তিনি এও বার্তা দিয়ে রাখলেন, বিরোধীদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ শাসকের থেকে কোনও অংশে কম নয়। শনিবার টোকিওস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অভিষেকদের সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলটি। সেই মঞ্চ থেকে সন্ত্রাসবাদকে পাগলা কুকুর এবং পাকিস্তানকে তার হিংস্র পালক বলে আক্রমণ করেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।

অভিষেক বলেন, 'ভারত কখনও মাথা নত করবে না। আমরা এখানে এই বার্তাই পৌঁছে দিতে এসেছি। আমরা মোটেও ভীত নই। পাকিস্তান যে ভাষা বোঝে সেই ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। সন্ত্রাসবাদ যদি পাগলা কুকুর হয় তাহলে পাকিস্তান তার হিংস্র পালক। তাই বিশ্বের সবাইকে একজোট হয়ে ওই হিংস্র পালনকারীকে রুখতে হবে। তা না হলে ওই হিংস্র পালক আরও পাগলা কুকুরের জন্ম দেবে।'

এদিনই জাপান থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে পৌঁছোন অভিষেকরা। যাওয়ার আগে তিনি বলেন, 'পহলগাম হামলার পর ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল স্পষ্ট। আমরা ১৪ দিন ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু পাকিস্তান কোনও পদক্ষেপ করেনি। ভারত তখন পদক্ষেপ করেছে। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কোনও ক্ষতি না করে শুধুমাত্র পাকিস্তানের ৯টি জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা।

টোকিওর ভারতীয় দুতাবাসে প্রবাসীদের সঙ্গে আলাপচারিতা। শনিবার।

আমি প্রবাসীদের কেবল পহলগাম হামলার ঘটনায় শোকপ্রকাশ করার জন্য নয়, বরং আপনাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্য অনুরোধ করছি। কারণ সচেতনতা ন্যায়বিচারের প্রথম পদক্ষেপ।'

তবে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী চেহারার মুখোশ দেওয়ার পাশাপাশি জাপানে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের মন জয়েরও চেষ্টা করেছেন অভিষেক। তাঁদের দুর্গাপুজোয় কলকাতায় আসার আমন্ত্রণ জানান তিনি। অভিষেক বলেন, 'আমি সবার সঙ্গে কথা বলতে পেরে খুব খুশি। আমি সবাইকে দুর্গাপুজোয় কলকাতায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমি যদি আরও একটু সময় জাপানে থাকতাম তাহলে সবার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেতাম।'

টোকিওতে গত দু'দিনে দুই বাঙালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও বিচারপতি রাধাবিনোদ পালের স্মারক ঘুরে দেখেন অভিষেক। রাধাবিনোদের স্মারক রক্ষণাবেক্ষণে খামতি দেখে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেন ভারতীয় দুতাবাসকে।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা দেয় কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলটি। যাওয়ার আগে তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত চুপ করে থাকবে না। জঙ্গিরা নিষ্ঠুরভাবে আমাদের দেশে হত্যালীলা চালিয়েছে। বিশ্বমঞ্চে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমরা ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করব।'

কিভে ফের রুশ হামলা

শতাধিক প্রাণহানির আশঙ্কা

কিভ, ২৪ মে : সাম্প্রতিককালের মধ্যে ইউক্রেনে সবচেয়ে বড় হামলা চালাল রাশিয়া। শনিবার রুশ সেনার মূল লক্ষ্য ছিল কিভ। ইউক্রেনের রাজধানী শহরের বিভিন্ন এলাকায় তারা অন্তত ১৬টি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। কিভের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলি লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে আড়াইশোর বেশি ড্রোন। একের পর এক হামলায় ভেঙে পড়ে শহরের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। বিস্তীর্ণ এলাকার ঘরবাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বেশ কয়েকটি বহুতলে আগুন ধরে গিয়েছে। সারাদিন ধরে চলা হামলায় মৃতের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে শহর প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

ইউক্রেনীয় সেনার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, কিভের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ৬টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ২৪৫টি ড্রোনকে ধ্বংস করেছে। কিন্তু বাকি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন বসতি এলাকায় আঘাত করেছে। কিভ ছাড়াও এদিন নিপ্রো, খারকিভ, ওডেসা, ডোনেৎস্ক এবং

পেটে ক্ষুধা, বাটি হাতে লাইনে দাঁড়িয়ে খুদে। গাজায়।

জাপোরাঝিয়ায় হামলা চালিয়েছে রুশ সেনা। সেখানেও বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। চলতি সপ্তাহে যুদ্ধবন্দি বিনিময়ে রাজি হয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেন। সেই প্রক্রিয়া এখনও চলছে। এরই মধ্যে ইউক্রেনে রুশ হামলা যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মোদির নীতি আয়োগে এবারও নেই মমতা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : অপারেশন সিঁদুর নিয়ে শাসক-বিরোধী দ্বৈরথ খানিকটা মিটে যাওয়ার ইঙ্গিত মিললেও নীতি আয়োগের বৈঠক ঘিরে ফের তা সামনে চলে এল। শনিবার ভারত মণ্ডপমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নীতি আয়োগের দশম গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠক বসেছিল। সেখানে বিজেপি ও এনডিএ শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা হাজির থাকলেও ছিলেন না পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রে মোদির শরিক তথা এনডিএ শাসিত বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও এই বৈঠকে গরহাজির ছিলেন। তবে উপস্থিত ছিলেন আরও এক শরিক চন্দ্রবাবু নাইডু। তবে কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ চললেও নীতি আয়োগের বৈঠকে হাজির ছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। এদিকে বৈঠকে কেন্দ্র এবং রাজ্যকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। 'টিম ইন্ডিয়া'র মতো একসঙ্গে কাজ করলে কোনও লক্ষ্যই পূরণ করা অসম্ভব নয়। শনিবার নীতি আয়োগের পরিচালন পরিষদের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীদের এই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জোর দেন, '২০৪৭-এ বিকশিত ভারতের জন্য বিকশিত রাজ্য' গড়ে তোলার উপর।

গরহাজির নীতীশও

উন্নয়নের গতি আরও বাড়াতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্র একসঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার মতো কাজ করলে কোনও লক্ষ্যই অসম্ভব নয়। প্রত্যেক রাজ্য উন্নত হলে তবেই ভারত উন্নত হবে।
নরেন্দ্র মোদি

বেকারত্ব, পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যা, আর্থিক দুরবস্থার সমাধান খুঁজতে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার এটাই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজের রাজনৈতিক অহংকারকে প্রাধান্য দিয়ে রাজ্যের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিলেন।
শমীক ভট্টাচার্য

নীতি আয়োগ আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, ওই বৈঠকে ২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যপূরণে 'বিকশিত রাজ্য'-এর রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা হবে। সেক্ষেত্রে ওই বৈঠকে না যাওয়া একটি বড় ভুল পদক্ষেপ।
অধীররঞ্জন চৌধুরী

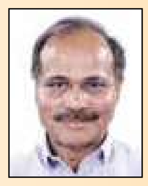

চায়ে পে চর্চা... বৈঠকের পর এমকে স্ট্যালিন ও চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে খোশমেজাজে প্রধানমন্ত্রী। শনিবার।

বারবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগ তুললেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন প্রধানমন্ত্রীর ডাকা নীতি আয়োগের বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিজেপি তো বটেই, রাজ্যে তৃণমূলের বিরোধী কংগ্রেসের তরফেও এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। যদিও তৃণমূলের সাফাই, গতবারের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করা হয়েছিল। মমতা না গেলেও রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে হাজির ছিলেন বাংলার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

রাজ্য বিজেপির নেতারা মমতার অনুপস্থিতিকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা' বলে আখ্যা দিয়েছেন। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বেকারত্ব, পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যা, আর্থিক দুরবস্থার সমাধান খুঁজতে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার এটাই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজের রাজনৈতিক অহংকারকে প্রাধান্য দিয়ে রাজ্যের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিলেন।'

মমতাকে বিঁধেছেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীও। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যদি বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন, তবে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তুলতে পারতেন। নীতি আয়োগ আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, ওই বৈঠকে ২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যপূরণে 'বিকশিত রাজ্য'-এর রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা হবে। সেক্ষেত্রে ওই বৈঠকে না যাওয়া একটি বড় ভুল পদক্ষেপ।'

বিজেপি ও কংগ্রেস দুই শিবিরকে বিঁধে পালটা জবাব দিয়েছেন তৃণমূলের জয়প্রকাশ মজুমদার। তিনি বলেন, 'গতবার মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে বক্তব্য রাখতে বাধা দেওয়া হয়। মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, এটি ছিল চরম অপমান। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মর্যাদা রক্ষা হওয়ার কথা, সেখানে বারবার মুখ্যমন্ত্রীদের অবজ্ঞা করছে কেন্দ্র। সেই অপমানের পুনরাবৃত্তি হবে জেনেও মুখ্যমন্ত্রী কেন যাবেন সেখানে?'

'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্য সামনে রেখে এই বৈঠকে দেশের অর্থনৈতিক রূপরেখা, রাজ্য-কেন্দ্র সমন্বয়, সবুজ প্রযুক্তি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে বিনিয়োগ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৈঠকে বলেন, 'উন্নয়নের গতি আরও বাড়াতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্র একসঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার মতো কাজ করলে কোনও লক্ষ্যই অসম্ভব নয়। প্রত্যেক রাজ্য উন্নত হলে তবেই ভারত উন্নত হবে।' তাঁর কথায়, 'প্রতিটি রাজ্য সরকার অন্তত একটি পর্যটনস্থলকে আন্তর্জাতিক মানের গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলুক- 'ওয়ান স্টেট, ওয়ান গ্লোবাল ডেস্টিনেশন'-এর ধারণা বাস্তবায়িত হোক।' অপারেশন সিঁদুর-এর পর এই প্রথম বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মুখোমুখি হলেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিকে নীতীশের পরিবর্তে নীতি আয়োগের বৈঠকে এদিন উপস্থিত ছিলেন দুই উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী ও বিজয় কুমার সিনহা। কংগ্রেস ও আরজেডি এই অনুপস্থিতিকে দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করে বলেছে, এটি সম্ভবত একটি গভীর রাজনৈতিক বার্তা বহন করছে। আরজেডি নেতা মনোজ ঝা বলেন, 'বিহার এখন না কোনও অটোপাইলট মোডে, না কোনও সুসংগঠিত নেতৃত্বাধীন পাইলট মোডে। রাজ্যে প্রতিদিন লুট, খুনের মতো খবর শোনা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উন্নয়নমূলক বৈঠকে উপস্থিত না থাকেন, তা গভীর উদ্বেগের বিষয়।'

কোভালম সৈকতে পর্যটকরা। শনিবার।

সময়ের ৮ দিন আগে কেরলে বর্ষা

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : ভারতে এবছর সময়ের অনেক আগেই এসেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বৃষ্টি। শনিবার কেরলে বর্ষা প্রবেশ করেছে, যা ২০০৯ সালের পর দেশজুড়ে সবচেয়ে আগেভাগে বর্ষার আগমন বলে জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর বা মৌসম ভবন (আইএমডি)।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, সাধারণত ১ জুন কেরলে বর্ষা শুরু হয় এবং ৮ জুলাইয়ের মধ্যে তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তবে এবছর বর্ষা কেরলে ঢুকেছে ২৪ মে। গত ১৬ বছরে এত তাড়াতাড়ি দেশে বর্ষার আগমন হয়নি। ১৬ বছরের পরিসংখ্যানও প্রকাশ করা হয়েছে।

এই বছর কেরলের পাশাপাশি কর্ণাটক, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও মিজোরামেও বর্ষা প্রবেশ করেছে। আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম ও অবশিষ্ট তামিলনাড়ুতেও বর্ষা পৌঁছে যেতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

যদিও আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের মতে, কেরলে বর্ষা ঢুকে পড়লেও পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আগাম প্রবেশের সম্ভাবনা আছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের আনুষ্ঠানিক সময় ১০ জুন। উত্তরবঙ্গে অবশ্য আরও আগে বর্ষা ঢুকে পড়ে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা এইচআর বিশ্বাস বলেন, 'কেরলে আগাম বর্ষা প্রবেশ করলে বাংলার ক্ষেত্রেও তা হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। আপাতত বঙ্গোপসাগরের ওপরে নিম্নচাপের একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সে দিকে আমরা নজর রেখেছি। নিম্নচাপের প্রভাব কাটলে চিত্র আরও পরিষ্কার হবে।' আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগরের সংযোগস্থলে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। তার ফলে আগামী সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ভিজতে পারে কলকাতাও।

'বাংলায় আগে আসার নিশ্চয়তা নেই'

একনজরে

- সাধারণত ১ জুন কেরলে বর্ষা ঢোকে। এবছর ঢুকল ২৪ মে, অর্থাৎ ৮ দিন আগে। ২০০৯ সালে ঢুকেছিল ২৩ মে
- গত ১৬ বছরের মধ্যে এবারই বর্ষার আগমন দ্রুততম
- ২-৩ দিনের মধ্যে বর্ষা পশ্চিমবঙ্গেও ঢুকতে পারে। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর
- কেরলে বর্ষার সবচেয়ে তাড়াতাড়ি প্রবেশের নজির তৈরি হয়েছিল ১৯১৮ সালে, দিনটি ছিল ১১ মে
- সবচেয়ে দেরি করে কেরলে বর্ষা প্রবেশের নজির রয়েছে ১৯৭২ সালে। সে বছর বর্ষা এসেছিল ১৮ জুন

২০২৪ সালেও স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য আগে কেরলে বর্ষা ঢুকেছিল। সেই বার ৩০ মে কেরলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবেশের পূর্বাভাস ছিল মৌসম ভবনের। এছাড়া ২০০৯ সালে কেরলে বর্ষা প্রবেশ করেছিল ২৩ মে, চলতি বছরের চেয়ে একদিন আগে।

আবহাওয়া তথ্য বলছে, কেরলে বর্ষার সবচেয়ে তাড়াতাড়ি প্রবেশের নজির তৈরি হয়েছিল ১৯১৮ সালে। সে বছর ১১ মে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষা ঢুকে পড়েছিল কেরলে। ১৯৯০ সালে ১৯ মে কেরলে বর্ষা এসেছিল, স্বাভাবিক সময়ের ১৩ দিন আগেই। এছাড়া এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে দেরি করে কেরলে বর্ষা প্রবেশের নজির রয়েছে ১৯৭২ সালে। সে বছর বর্ষা এসেছিল ১৮ জুন।

শনিবার কেরল ও কর্ণাটকের দক্ষিণ অংশ এবং গোয়ার কিছু অংশে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়। ২৯ মে পর্যন্ত কেরল এবং কর্ণাটকের উপকূলে বর্ষণ চলবে। সঙ্গে থাকতে পারে ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া। বৃষ্টি হবে তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশেও।

আইএমডি এপ্রিল মাসেই জানিয়েছিল, ২০২৫ সালে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হতে পারে। এল নিনো পরিস্থিতি থাকলে সাধারণত কম বৃষ্টি হয়। এবার তা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।

হাসিনার ঘনিষ্ঠদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

লন্ডন, ২৪ মে : বাংলাদেশে আওয়ামি ও তার সহযোগী সংগঠনগুলির কাজকর্মে নিষেধাজ্ঞা জারির পর এবার ব্রিটেনেও চাপের মুখে শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠরা। শনিবার লন্ডনে বাংলাদেশের দুই শিল্পপতি আহমেদ শায়ান এফ রহমান এবং তাঁর আত্মীয় আহমেদ শাহরিয়ার রহমানের প্রায় ১,১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথা

জানিয়েছে ব্রিটেনের অপরাধ দমন সংস্থা (এনসিএ)। সব মিলিয়ে তাঁদের মোট ৯টি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ জারি না করা পর্যন্ত ওইসব সম্পত্তি ব্যবহার বা বিক্রি করা যাবে না বলে জানিয়েছে এনসিএ।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন শেখ হাসিনার অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন শিল্পপতি সালমন এফ রহমান। আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর দেশ ছাড়ার ঠিক আগে ঢাকা বিমানবন্দরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে জেলে রয়েছেন সালমন। তাঁরই ছেলে শায়ান এফ রহমান। ব্রিটেনে শায়ানের আইনজীবী দাবি করেছেন, কোনও ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে তাঁর মক্কেল জড়িত নন। আইনি পথে তাঁরা এনসিএ-র পদক্ষেপের মোকাবিলা করবেন।

বাংলাদেশে অস্থিরতা নজর পূর্ব সীমান্তে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ মে : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের তিক্ত সম্পর্কের আরও অবনতি হয়েছে। এর মধ্যেই বাংলাদেশে চলতে থাকা রাজনৈতিক অস্থিরতা ও মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলির পুনরুত্থানের ঘটনায় সতর্ক ভারতীয় গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। গোয়েন্দা সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভারত তার পূর্ব সীমান্তজুড়ে স্থল, আকাশ ও জলপথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশ কয়েকটি সংবেদনশীল এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। সূত্রের দাবি, মে মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি উচ্চস্তরের নিরাপত্তা বৈঠকে বিএসএফ, সিআইএসএফ, রাজ্য পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে পদ্মাপারের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশের সক্রিয় হওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। এমনকি ঢাকায় ১০ মে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে সংগঠনের সদস্যরা প্রকাশ্যে তাদের পতাকা বহন করে হামাসের প্রতি সমর্থন জানানোয় ভারতের নিরাপত্তা মহলে শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের এক অভিযানে জেএমবি-র সঙ্গে জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তে জানা গিয়েছে, পাকিস্তান থেকে পরিচালিত একটি নেটওয়ার্কের নির্দেশে তারা ভারতে সক্রিয় ছিল। এতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জঙ্গি অনুপ্রবেশের পাশাপাশি পাকিস্তানি মদতের বিষয়টিও নতুন করে সামনে এসেছে। তদন্তে জানা গিয়েছে, এদের সক্রিয়তা মূলত পাকিস্তানভিত্তিক 'হ্যান্ডলার'-দের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছিল। এই তথ্য শুধুমাত্র বাংলাদেশ সীমান্তেই নয়, বরং সমগ্র পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও গোয়েন্দাদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

এরই মধ্যে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত বরাবর তাদের মোতায়েন পরিকল্পনায় রদবদল শুরু করেছে। যেসব অঞ্চলে সীমান্ত সহজেই পেরিয়ে যাওয়া যায়, সেখানে টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে, সিআইএসএফ ও রাজ্য পুলিশকে কলকাতা, বাগডোগরা, আগরতলা, শিলচর-সহ পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিমানবন্দরগুলিতে নজরদারি জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আগত যাত্রীদের ক্ষেত্রে বাড়তি স্ক্রুটিনি, লাগেজ স্ক্যানিং ও যাত্রী যাচাইও বাড়ানো হয়েছে। মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, মালদা এবং উত্তর ২৪ পরগনা, এই চারটি জেলাকে হাই-রিস্ক জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি কূটনৈতিক স্তরেও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। চরমপন্থার উত্থান, জঙ্গিদের প্রকাশ্যে সভা করার মতো ঘটনাগুলি নিয়ে কূটনৈতিক স্তরে উদ্বেগ জানিয়েছে দিল্লি।

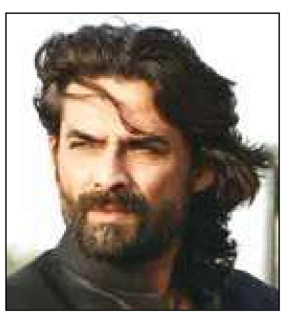

প্রয়াত অভিনেতা

মুম্বই, ২৪ মে : মাত্র ৫৪ বছর বয়সে শুক্রবার প্রয়াত হলেন অভিনেতা মুকুল দেব। কাজ করেছেন বিভিন্ন ভাষার বহু ছবি, ধারাবাহিক ও মিউজিক ভিডিওতে। 'সন অফ সর্দার' ছবিতে মুকুলের সহ অভিনেতা বিধু দাড়া সিং তাঁর মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন। মুকুল প্রখ্যাত বলিউড অভিনেতা রাহুল দেবের ভাই।

বিধু জানান, বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর মুকুল সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। ঘর থেকে বেরোতেন না। একাকিত্বে ভুগছিলেন। কয়েকদিন ধরে স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাখা হয়েছিল আইসিইউতে। অভিনেতার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন বিধু।

মুকুল অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন ১৯৯৬ সালে বিজয় পান্ডের মুমকিন সিরিয়াল দিয়ে। অভিনয় করেছেন কিলা, ওয়াজুদ, কোহরাম, ইয়মলা পাগলা দিওয়ানা ছবিতে। একাধিক সিনেমায় খলনায়কের চরিত্রে নজর কেড়েছিলেন। টলিউডে জিতের 'আওয়ারা' ছবিতেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। সেরা অভিনয়ের জন্য পেয়েছিলেন অমরেশ পুরী পুরস্কার।

করোনার থাবা মুম্বই, দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : দীর্ঘ কয়েক মাস শান্ত থাকার পর ফের একবার কোভিড-১৯ সংক্রমণ চোখ রাঙাচ্ছে ভারতের বিভিন্ন শহরে। দিল্লি, মুম্বই, কেরল, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকে নতুন করে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষণগুলি মৃদু, তবুও পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে হাসপাতালগুলিকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। সতর্ক করা হয়েছে দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকেও।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যে নতুন করে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ছড়াতে শুরু করেছে, তাতে সম্প্রতি নতুন দুটি ভ্যারিয়েন্ট এনবি.১.৮.১ এবং এলএফ.৭ ধরা পড়েছে। এর মধ্যে একটি নমুনা তামিলনাড়ুতে এবং চারটি নমুনা গুজরাটে পাওয়া গিয়েছে। এই তথ্য দিয়েছে 'ইন্ডিয়ান সার্স-কভ-২ জেনোমিক্স কনসর্টিয়াম' (ইনসাকগ)। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নতুন ভ্যারিয়েন্টগুলিই এখন চিন ও এশিয়ার কিছু দেশে সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণ। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এদের এখনও 'ভ্যারিয়েন্ট অফ কনসার্ন' বলে ঘোষণা করেনি।

রাজধানী দিল্লিতে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২৩ জন করোনা পজিটিভ হয়েছেন। দিল্লি সরকার হাসপাতালগুলিকে সতর্ক থাকতে বলেছে, যাতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন, ওষুধ ও বেডের ব্যবস্থা থাকে।

অন্ধ্রপ্রদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪টি সংক্রমণের খোঁজ মিলেছে। এর মধ্যে তিনটি বিশাখাপত্তনম ও একটি রায়লসীমা অঞ্চলে। সংক্রামিতদের মধ্যে একজন পড়ুয়া চিকিৎসকও রয়েছেন। তেলেঙ্গানায় সংক্রামিত একজন। কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে ৯ মাসের এক শিশু করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। গত ২০ দিনে শহরে ধীরে ধীরে সংক্রমণ বাড়ছে। তবে গুরুতর ঘটনা নেই। কেরলে মে মাসেই ২৭৩টি সংক্রমণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের থানে শহরে গত তিনদিনে ১০টি সংক্রমণ ধরা পড়েছে।

উত্তরাখণ্ডের হৃষীকেশে এইমসের এক চিকিৎসক এবং গুজরাট থেকে আসা এক মহিলা করোনা পজিটিভ হওয়ায় রাজ্য সরকার সতর্কতা জারি করেছে। উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় ৫৫ বছর বয়সি এক মহিলা আক্রান্ত হয়ে বাড়িতেই নিভৃতবাসে রয়েছেন। গাজিয়াবাদে চারজন পজিটিভ। এঁদের মধ্যে একজন হাসপাতালে ভর্তি, বাকিরা ঘরেই নিভৃতবাসে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, করোনা এখন এক ধরনের সাধারণ ভাইরাল সংক্রমণ হলেও হাত ধোয়া, ভিড় এড়ানো এবং প্রয়োজনে মাস্ক পরার অভ্যাস বজায় রাখা উচিত। সব রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে পজিটিভ ঘটনাগুলির নমুনা জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য পাঠানো হয়। এতে নতুন ভ্যারিয়েন্ট দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

স্যামসাংকেও শুল্ক হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৪ মে : 'অ্যাপল'-এর পর এবার 'স্যামসাং' সহ অন্য মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকেও হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার বাইরে তৈরি হওয়া বিভিন্ন কোম্পানির মোবাইল ফোন আমেরিকার বাজারে বিক্রি করলে তাদের থেকেও চড়া শুল্ক নেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সামনে ট্রাম্প বলেন, 'এটা শুধু অ্যাপলের জন্য নয়, স্যামসাং সহ যে কোনও ফোন নির্মাতার জন্যই প্রযোজ্য হবে। নাহলে এটা ন্যায্য হবে না। যেসব কোম্পানি আমেরিকায় কারখানা বানাবে, তাদের জন্য অবশ্য কোনও শুল্ক থাকবে না।'

ট্রাম্পের এই ঘোষণার পর অ্যাপলের শেয়ারদর ২.৬ শতাংশ কমে যায়, যার ফলে সংস্থা প্রায় ৭,০০০ কোটি ডলারের বাজারমূল্য হারায়।

'স্যামসাং' দক্ষিণ কোরিয়ার একটি বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থা। আমেরিকার বাজারেও 'স্যামসাং'-এর মোবাইল ফোন বিক্রি হয়। তবে 'অ্যাপল'-এর মতো স্যামসাংও নিজেদের জিনিস মূলত তৈরি করে আমেরিকার বাইরেই। অ্যাপলের আইফোন তৈরি হয় ভারতে। ভারতে তৈরি হওয়া আইফোনই আমেরিকায় যায়। এছাড়া চিনেও অ্যাপলের বিভিন্ন জিনিস তৈরি হয়। স্যামসাংয়ের অবশ্য অ্যাপলের মতো চিনের ওপর নির্ভরশীলতা নেই। স্যামসাংয়ের মোবাইল ফোনের বেশিরভাগই তৈরি হয় ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং ব্রাজিলে।

ট্রাম্প চাইছেন আমেরিকায় এই সংস্থাগুলি যেসব মোবাইল বিক্রি করবে, তা আমেরিকাতেই তৈরি হোক। আইফোন প্রস্তুতকারী সংস্থা অ্যাপলকে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন তিনি। সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প জানিয়েছেন, অন্য দেশে তৈরি আইফোন আমেরিকায় বিক্রি করলে তাদের ওপর অন্তত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে। পরে ওভাল অফিস থেকে ট্রাম্প জানান, 'স্যামসাং সহ যেসব মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা আমেরিকায় নিজেদের জিনিস বিক্রি করে, সকলের ওপরই শুল্ক চাপানো হবে। অন্যথায় বিষয়টি আমেরিকার জন্য 'ন্যায্য' হবে না। যদিও স্যামসাং বা অন্য সংস্থাগুলির ওপরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপবে কি না, তা স্পষ্ট করেননি তিনি।

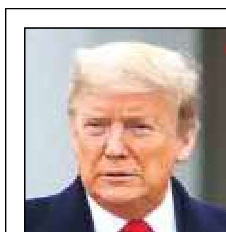

এটা শুধু অ্যাপলের জন্য নয়, স্যামসাং সহ যে কোনও ফোন নির্মাতার জন্যই প্রযোজ্য হবে। নাহলে এটা ন্যায্য হবে না। যেসব কোম্পানি আমেরিকায় কারখানা বানাবে, তাদের জন্য অবশ্য কোনও শুল্ক থাকবে না।
ডোনাল্ড ট্রাম্প

আর্থিক সংযম না উন্নয়ন?

ডঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী
(সহকারী অধ্যাপক, সেলেসিয়ান কলেজ)

নীতি আয়োগ সম্প্রতি প্রকাশ করেছে ফিসক্যাল হেল্থ ইন্ডেক্স (এফএইচআই)। যেখানে ভারতের রাজ্যগুলির আর্থিক শৃঙ্খলা, ঋণ স্থায়িত্ব, রাজস্ব শক্তি ও ব্যয় ব্যবস্থাপনাভিত্তিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। যার ওপর ভিত্তি করে রাজ্যগুলিকে 'অর্জনকারী' (Achievers) ও 'আকাঙ্ক্ষী' (Aspirant) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত ধারণা সহজ--আর্থিক সংযম অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে, যা উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এই বর্ণনাটি পুনর্বিচারযোগ্য। উন্নয়নের তথ্য ঘেঁটে দেখা যায়, কিছু 'আকাঙ্ক্ষী' রাজ্য যাদের আর্থিক স্বাস্থ্য দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'অর্জনকারী' রাজ্যগুলির থেকে ভালো করছে। প্রশ্ন হল, আর্থিক সংযম কি উন্নয়নের নিশ্চয়তা দেয়?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমি চারটি আকাঙ্ক্ষী রাজ্য –পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরল এবং পাঁচটি অর্জনকারী রাজ্য—ছত্তিশগড়, গোয়া, ঝাড়খণ্ড, গুজরাট ও ওড়িশার বিভিন্ন উন্নয়ন সূচক বিশ্লেষণ করেছি। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, আর্থিক শক্তি ও মানব উন্নয়নের মধ্যে সরল সম্পর্ক নেই।

নীচের চিত্রে অর্জনকারী ও আকাঙ্ক্ষী রাজ্যগুলির তুলনা করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, তারা উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলিতে স্পষ্টভাবে ভিন্ন। আকাঙ্ক্ষী রাজ্যগুলি অপুষ্টি, খর্বাকৃতি ও শিশুমৃত্যুর হারে ভালো করছে, যা স্বাস্থ্য পরিস্থিতির নির্ভরযোগ্য সূচক। আকাঙ্ক্ষী রাজ্যগুলির গড় আয়ুও অর্জনকারীদের চেয়ে বেশি।

নির্ভর করে। এই অনুযায়ী, আর্থিক স্থিতি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানব পুঁজি গঠনের মূল ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করে। এটি উৎপাদনশীলতা ও প্রবৃদ্ধি বাড়ায়। তাপসোবা (২০১৩)-এর একটি গবেষণাও এই মতকে সমর্থন করে, যা বলছে যে ঘাটতি হ্রাস এবং 'উন্নয়নবান্ধব' ব্যয় দীর্ঘমেয়াদে আউটপুট বাড়ায়।

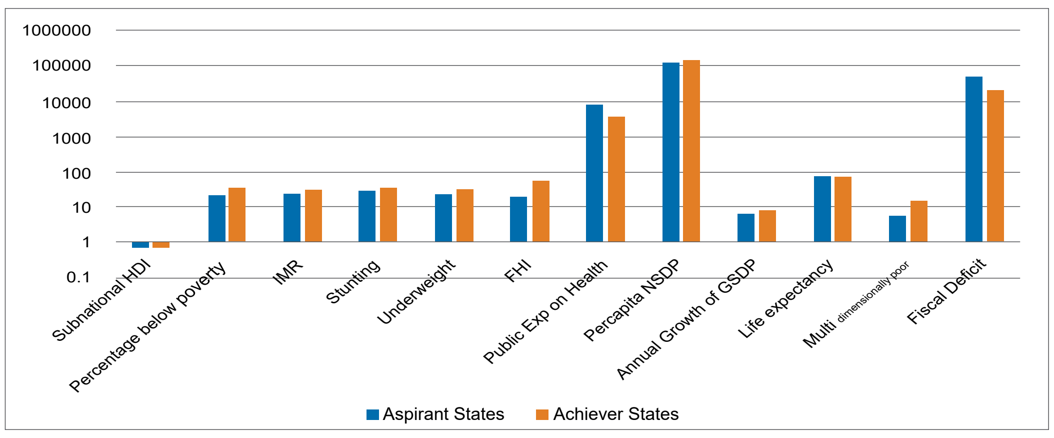

উৎস : লেখকের বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ। সাব ন্যাশনাল এইচডিআই গ্লোবাল ডেটা ল্যাব থেকে। অন্যান্য সূচক আরবিআইয়ের হ্যান্ড বুক অফ স্ট্যাটিস্টিকস থেকে। ফিসক্যাল হেল্থ ইনডেক্স নীতি আয়োগের রিপোর্ট থেকে।

মানব উন্নয়নে আকাঙ্ক্ষীরা অর্জনকারীদের ছাড়িয়ে গিয়েছে

গড় এফএইচআই স্কোর উল্লেখযোগ্যভাবে কম হলেও আকাঙ্ক্ষী রাজ্যগুলি দারিদ্র্য, শিশুমৃত্যু, অপুষ্টি ও গড় আয়ু সহ একাধিক সূচকে ভালো করেছে। যেমন কেরলের এফএইচআই স্কোর ২৫.৪, যা গুজরাটের ৫০.৫ থেকে অনেক কম। তবুও মানব উন্নয়নে সবার শীর্ষে। এর মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই) সর্বোচ্চ (০.৭৫৮), শিশুমৃত্যু হারে সর্বনিম্ন (৫.০৩) এবং গড় আয়ু ৭৫ বছর।

আকাঙ্ক্ষী রাজ্যগুলির গড় আয়ু ৭২.৬ বছর, অর্জনকারী রাজ্যগুলির ৬৯.৭ বছর। বহুমাত্রিক দারিদ্র্যও কম, আকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে ৫.৮ শতাংশ, অর্জনকারীদের মধ্যে ১৪.৭ শতাংশ। এমনকি স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু সরকারি ব্যয় আকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে ৭৫৮৮ টাকা, যেখানে অর্জনকারীদের মধ্যে ৩৬৯৬ টাকা। যদিও মাথাপিছু নিট রাজ্য গার্হস্থ্য পণ্য (এনএসডিপি) সামান্য বেশি অর্জনকারীদের মধ্যে, জীবনের সামগ্রিক মানদণ্ডে আকাঙ্ক্ষীরা এগিয়ে।

এই প্রবণতাগুলি দেখায় যে, আর্থিক স্থিতিশীলতা নিজে থেকেই উন্নয়নের গ্যারান্টি নয়। বরং রাজ্যগুলি কোথায়, কীভাবে ব্যয় করে তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তত্ত্ব বনাম বাস্তবতা

আর্থিক সংযমের ওপর জোর দেওয়ার তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়োক্লাসিকাল ও অন্তর্জাত প্রবৃদ্ধি মডেলগুলির ওপর

কিন্তু তত্ত্ব নির্ভর করে কিছু পূর্ব ধারণার ওপর-- কার্যকর সরকার, দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও লক্ষ্যভিত্তিক ব্যয়। বাস্তবে এই শর্তগুলি সবসময় পূরণ হয় না।

দায়বদ্ধতার সঙ্গে ব্যয়

আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া অভিজ্ঞতা সতর্ক করে। যেমন নাইজিরিয়া প্রচুর তেল রাজস্ব থাকা সত্ত্বেও, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে স্থানান্তর বিলম্ব এবং আর্থিক সমন্বয়ের অভাবে মৌলিক উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ। আমাদের দেশেই কেরল ও তামিলনাড়ু শিক্ষায় ও স্বাস্থ্য খাতে তাদের বাজেটের ২৫-৩০ শতাংশ ব্যয় করে প্রায় সর্বজনীন সাক্ষরতা অর্জন করেছে।

তবু খরচ বাড়ালেই সমাধান নয়। কার্তিক মুরলিধরনের গবেষণা দেখিয়েছে, শিক্ষায় ব্যয় বাড়লেও দায়বদ্ধতার ব্যবস্থাপনা ছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়ন হয় না। শুধু টাকা-পয়সা যথেষ্ট নয়, ফলাফল চাই।

আর্থিক সংযমের নতুন সংজ্ঞা

তাহলে ভারতীয় রাজ্যগুলির জন্য আর্থিক সংযমের অর্থ কী হওয়া উচিত? এর মানে কখনোই মানব উন্নয়নের খাতে কৃচ্ছ্রসাধন হওয়া উচিত নয়। বরং এটি ব্যয়ের দক্ষতা, দায়বদ্ধতা ও দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক মুনাফা দেওয়া ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলে।

রাজ্যগুলিকে শুধু তাদের বাজেটের ভারসাম্য দেখে বিচার করা উচিত নয়, বরং দেখা উচিত সেই বাজেট মানুষকে কতটা ভালো জীবন দেয়। আর্থিক স্বাস্থ্য হওয়া উচিত মানব উন্নয়নের উপায়, লক্ষ্য নয়। এটি প্রণোদনার কাঠামো নতুন করে ভাবার ডাকও দেয়। বর্তমান আর্থিক র‍্যাংকিংগুলি মানব পুঁজি বিনিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া রাজ্যগুলিকে অবচেতনভাবে শাস্তি দিতে পারে। কেন্দ্র ও আর্থিক কমিশনগুলির উচিত কেবল ঘাটতি কমানো নয়, দক্ষতা ও ফলাফলের ভিত্তিতে পুরস্কার দেওয়া।

উপসংহার

ভারতের উন্নয়নের গল্প শুধুই সংখ্যায় লেখা যায় না। আর্থিক সংযম নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা হতে হবে অর্থপূর্ণ, দায়বদ্ধ ও কৌশলগত বিনিয়োগের সঙ্গে সংযুক্ত বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে। কেরলের মতো রাজ্যগুলি দেখাচ্ছে, মাঝারি এফএইচআই স্কোর থাকলেও যদি জনকল্যাণে সঠিকভাবে ব্যয় করা যায় তাহলে অসাধারণ উন্নয়ন সম্ভব। এখন, যখন আমরা আরও আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের পথে এগোচ্ছি, তখন আমাদের 'সাফল্যের সংজ্ঞা'-ও বিকেন্দ্রীকরণ করা উচিত।

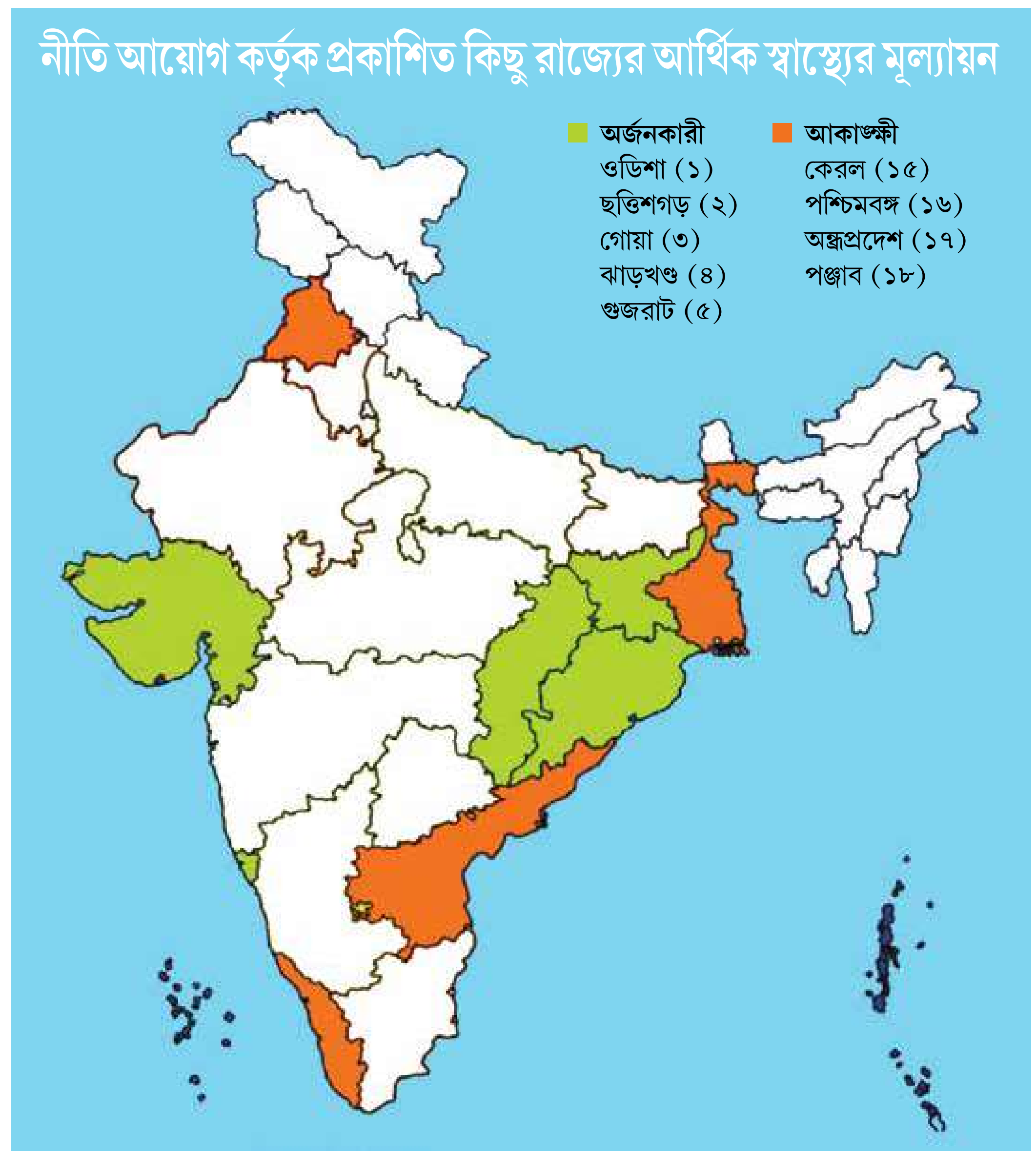

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সপ্তাহ ভর ওঠানামার পর বিগত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য নীচে থিতু হয়েছে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। পাঁচদিনের লেনদেনে সেনসেক্স মোট ৬০৯.৫৯ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ৮১৭১১.০৮ পয়েন্টে। অন্যদিকে নিফটি ১৬৬.৬৫ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ২৪৮৫৩.১৫ পয়েন্টে। সূচক নামলেও এখনও বাজারে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে ফের সর্বোচ্চ উচ্চতার দিকে এগোতে পারে দুই সূচক।

টেকনিক্যালি নিফটি ২৪৭০০ থেকে ২৫০০০-এর মধ্যে ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হতে পারে। ২৫০০০-এর ওপরে থিতু হলে নিফটির পরবর্তী লক্ষ্য ২৫২৫০ থেকে ২৫৩০০ পয়েন্ট। অন্যদিকে ২৫৭০০-র নীচে নামলে নিফটি পৌঁছে যেতে পারে ২৪৫৫০ থেকে ২৪৫০০-এ। একইভাবে ওঠানামা করতে পারে সেনসেক্সও। এই লেভেল বিবেচনা করেই লগ্নিকারীদের লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। গুণগত মানে ভালো শেয়ারে ধাপে ধাপে দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি করলে ভবিষ্যতে বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

শেয়ার বাজারে যে বিষয়গুলি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তার মধ্যে অন্যতম হল মার্কিন অর্থনীতি নিয়ে উদ্বেগ, ভারত-আমেরিকা শুল্ক চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা, বিদেশি লগ্নিকারীদের শেয়ার বিক্রি ইত্যাদি। চলতি সপ্তাহে যে দুই দিন সূচকের বড় পতন হয়েছে সেই দুই দিনই টানা শেয়ার বিক্রি করেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। আবার সপ্তাহের শেষ দিনে সূচকের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি লগ্নিকারীদের বড় অঙ্কের লগ্নি। আগামী দিনেও সূচকের ওঠানামায় মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলিই।

ভারতীয় শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে দেশের অর্থনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যানও। মূল্যবৃদ্ধির হার লাগাতার ৪ শতাংশের নীচে থাকা, পরপর দুই দফায় সুদের হার কমানো, বেশ কয়েকটি সংস্থার প্রত্যাশার থেকে ভালো ফল, দেশে স্বাভাবিক বর্ষার পূর্বাভাস ইত্যাদি তার মধ্যে অন্যতম। মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দাম ঘুরে দাঁড়ানোও শেয়ার বাজারে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। সব মিলিয়ে ঊর্ধ্বমুখী দৌড়ের জন্য প্রায় প্রস্তুত দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়ানোয় ফের বাজারে আসছে একগুচ্ছ আইপিও। সেই তালিকায় রয়েছে বেশ কয়েকটি বড় মাপের সংস্থাও। লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে সেই আইপিও-তে আবেদন করতে পারেন লগ্নিকারীরা।

শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়ানোর পর এবার লগ্নিকারীদের নজর সরতে পারে সোনার থেকে। আগামী দিনে এই মূল্যবান ধাতুর দামে বড় মাপের সংশোধনও হতে পারে।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **সিজি পাওয়ার** : বর্তমান মূল্য-৬৯৬.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৭৫/৫১৮, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৬৬০-৬৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৬৪৮৭, টার্গেট-৮২০।
- **জেএসডব্লিউ স্টিল** : বর্তমান মূল্য-১০০৮.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০৭৫/৮২৪, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৯৮০-১০০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৪৬৬২৪, টার্গেট-১১৭০।
- **মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা** : বর্তমান মূল্য-৩০১২.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩২৭১/২৪২৫, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-২৯০০-৩০০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৭৪৬৩৭, টার্গেট-৩৪৫০।
- **জাইদাস লাইফ** : বর্তমান মূল্য-৯০৮.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩২৪/৭৯৫, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৮৭৫-৯০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯১৪২৬, টার্গেট-১১৪০।
- **প্যানাসনিক কার্বন** : বর্তমান মূল্য-৫১৪.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৩৯/৪৫০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৪৮০-৫০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৪৭, টার্গেট-৬২৫।
- **জিএসএফসি** : বর্তমান মূল্য-২০১.২৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৭৫/১৫৮, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৮৫-২০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮০২০, টার্গেট-২৯২।
- **আইডিয়া ফোর্জ টেক** : বর্তমান মূল্য-৫২৬.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৬৪/৩০৪, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৫০০-৫২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২২৭৪, টার্গেট-৬১০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : এইউ স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক

● **সেক্টর** : ব্যাংক (প্রাইভেট) ● **বর্তমান মূল্য** : ৬৯৬ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ** : ৪৭৮/৭৫৫ ● **মার্কেট ক্যাপ** : ৫১, ৮৫৪ কোটি ● **ফেস ভ্যালু** : ১০ ● **বুক ভ্যালু** : ২৩১ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড** : ০.১৪ ● **ইপিএস** : ২৮.২৭ ● **পিই** : ২৪.৬৩ ● **পিবি** : ৩.২৪ ● **আরওসিই** : ৮.৪০ শতাংশ ● **আরওই** : ১৩.১ শতাংশ ● **সুপারিশ** : কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট** : ৮০০

একনজরে

- ২১টি রাজ্য এবং ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ব্যবসা করে এই বেসরকারি ব্যাংক।
- ২৪০০টি ছোট-বড় শাখা এবং ৬৭৪-এরও বেশি এটিএম পরিচালনা করে এইউ স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক।
- ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশ বাড়িয়েছে এই ব্যাংক। ফলস্বরূপ ২৪X৭ ভিডিও ব্যাংকিং, ক্রেডিট কার্ড, ইউপিআই কিউআরস, হোয়াটসঅ্যাপ ব্যাংকিং ইত্যাদি পরিষেবা চালু করেছে।
- ভারতী আক্সা লাইফ ইনসুরেন্স-এর সঙ্গে লাইফ ইনসুরেন্স ব্যবসায় যুক্ত হয়েছে এই ব্যাংকটি।

- মাস্টার কার্ডের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'এইউ এটারনিটি' নামের লাক্সারি ব্যাংকিং প্রোগ্রাম চালু করেছে ব্যাংকটি।
- বিগত ৫ বছরে ২৫.৫ শতাংশ সিএজিআরে মুনাফা বৃদ্ধি করেছে এই ব্যাংক।
- বিগত ১০ বছরে ৩৮.১ শতাংশ হারে ব্যবসা বাড়িয়েছে এইউ স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক।
- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টারে নিট মুনাফা ৩৬ শতাংশ বেড়ে ৫০৩.৭০ কোটি টাকা হয়েছে।
- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ঋণ দেওয়ার অঙ্ক ২০ শতাংশ হারে বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৭০৪ কোটি টাকা।
- ২০২৪-২৫-এ অনাদায়ি ঋণ কমে ২.২৮ শতাংশ হয়েছে।
- এইউ স্মল ফিন্যান্স ব্যাংকের ৩৫.৫৮ শতাংশ শেয়ার রয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে। প্রোমোটার এবং দেশের আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে ২২.৮৭ শতাংশ এবং ২৭.১৭ শতাংশ শেয়ার।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তার ছায়া পড়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

বিগত সপ্তাহটি ছিল অনিশ্চয়তায় মোড়া। ট্রাম্পের ছায়া যে এখনও বিরাজমান সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন শেয়ার বাজারের মাধ্যমে এবং ভারতীয় শেয়ার বাজারও তার ব্যতিক্রম নয়। এক সময় বিশ্বের ৫০টির বেশি দেশের পণ্যের ওপর বিপুল পরিমাণ শুল্ক বসিয়ে ব্যতিব্যস্ত করেছিল তাদের। তারপর সেখান থেকে কয়েক কদম পিছিয়ে বাণিজ্যিক সমঝোতার কথা বলেন ট্রাম্প। বিশ্ববাসী হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। তবে সেই স্বস্তি যে সাময়িক তা এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে।

মাত্র কয়েকদিন আগে ট্রাম্প নতুন করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর ৫০ শতাংশ ট্যারিফ ঘোষণা করেছেন। হুমকি দিয়েছে, অ্যাপলের অধিকর্তা টিম কুককে যাতে তিনি যেন অ্যাপলের পণ্য কোনওভাবেই ভারতে তৈরি করার কথা না ভাবেন। তাহলে সেটার ওপর ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক বসবে। এছাড়া একটি নতুন বিল নিয়ে এসেছেন নিজের দেশে। যেখানে বিদেশি কোম্পানিগুলি যারা আমেরিকাতে পণ্য উৎপন্ন করে তাদেরকেও অতিরিক্ত কর দিতে হবে। উদাহরণ হিসেবে ওয়ারি এনার্জির কথা ধরা যেতে পারে। যারা আমেরিকাতে রুফটপ সোলার প্যানেল এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে পরিষেবা দিয়ে থাকে। এর ফলে এই কোম্পানির শেয়ারে শুক্রবার প্রায় ৮.০৪ শতাংশ পতন আসে। ওয়ারি এনার্জির অর্ডারবুক এই সময় ৪৭০০০ কোটি টাকার কাছে এবং যার ৫৭ শতাংশই রপ্তানি বাজারের সঙ্গে যুক্ত।

শুধু তাই নয়, ট্রাম্প একটি অর্ডারে সই করেছেন, যেখানে আমেরিকায় সমস্ত প্রেসক্রিপশন ওষুধের দাম বাধ্যতামূলকভাবে কমাতে তিনি বাধ্য করতে চাইছেন। এই অর্ডারের ফলে এই সমস্ত ওষুধের দাম ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ কমাতে বাধ্য হবে সেই দেশের সমস্ত ওষুধ বা ফার্মা কোম্পানি। এরপর থেকেই বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ফার্মা কোম্পানির শেয়ারের দাম হুড়মুড়িয়ে নামতে থাকে। ভারতের বিভিন্ন ফার্মা কোম্পানিগুলির দামও এই গোটা বছর ধরে কমেছে। ২০২৫-এ সানফার্মার শেয়ারের দাম কমেছে ১০.৬৩ শতাংশ।

ট্রাম্পের অদ্ভুত আচরণ দায়ী?

ড. রেড্ডিজ ল্যাবের দাম কমেছে ১০.২৩ শতাংশ, লরাস ল্যাবসের দাম এক মাসে কমেছে ৮.২৯ শতাংশ।

মোদ্দা কথা হল, ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেদের দেশের পণ্য বিশ্বের সব দেশে বিক্রি করবেন কিন্তু অন্য দেশের পণ্য নিজের দেশে ঢুকতে দেবেন না। এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন কোম্পানি যারা আমেরিকাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী, তাদের পণ্য আমেরিকাতে তৈরি হলেও তাতে শুল্ক বসিয়ে ভাতে মারার চেষ্টা করবেন। এই সময়ে আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত দেশ এবং তাদের মাথায় ৩৬.২১ ট্রিলিয়ন ডলারের ঋণ রয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতি বর্তমানে ৪ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি। মানে ভারতীয় অর্থনীতির মোট ৯ গুণ বেশি ঋণ রয়েছে এই দেশটির মাথায়। এবং এদের ডেট টু জিডিপি ১২৩ শতাংশ। অর্থাৎ মাথার ওপর দিয়ে জল বয়ে চলেছে।

ডলারের প্রতি আগ্রহ দিনের পর দিন কমে চলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিগত কয়েক বছর ধরে টনকে টন সোনা কিনে চলেছে। আমেরিকার বন্ড ক্রয়ের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। বিশেষজ্ঞরা এবং অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, এরকমভাবে চললে আমেরিকার বন্ড মার্কেট ডুববে, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, ঋণে দিশেহারা অবস্থা হতে পারে আমেরিকার। ট্রাম্পের এই উদ্ভট আচরণে থিতু হয়ে উঠতে পারছে না ভারতের আইটি এবং ফার্মা সেক্টর। কেবলমাত্র ২০২৫-এ ভারতের আইটি সেক্টর পতন দেখেছে ১৩.৭৬ শতাংশ। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর যে উচ্চতা এবং উচ্ছ্বাস ভারতীয় শেয়ার বাজার দেখেছিল সেটা এখন পুনরায় আশঙ্কায় পরিণত হয়েছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

ছোট্ট তারা

আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন বীরপাড়া এলাকার বাসিন্দা কৃষিতা বৈশ্য নেতাজি প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। নাচে পারদর্শী এই খুদে নানা পুরস্কার পেয়েছে।

সরেনি ট্রাক টার্মিনাস

দশমীরঘাটে যানজট

দশমীরঘাট থেকে ট্রাক টার্মিনাস যে করেই হোক আমাদের অন্যত্র সরাতেই হবে। এর জন্য বাগানবাড়ি ব্রিজের নীচের জমি ছাড়াও আমরা আরও বিকল্প জায়গা দেখছি। বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতাও চাইছি।

– প্রদীপ মুহুরি *চেয়ারম্যান, ফালাকাটা পুরসভা*

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৪ মে : ফালাকাটা শহরের দশমীরঘাটে আছে ট্রাক টার্মিনাস। অভিযোগ, শহরের যানজটের অন্যতম কারণ এই টার্মিনাস। তাই দীর্ঘদিন ধরেই শহর থেকে দশমীরঘাট এলাকা থেকে এই ট্রাক টার্মিনাস সরানোর দাবি উঠেছে। পুরসভাও উদ্যোগী হয়। এর জন্য তারা বাগানবাড়ি বালাতোর্ষা ব্রিজের পাশে জমিও দেখে। কিন্তু জানা গিয়েছে, পুরসভা ট্রাক টার্মিনাসটি সরাতে গিয়ে দেখে জমিটি একটি অন্য সরকারি দপ্তরের জন্য দেওয়া হয়েছে, আর তখনই থমকে যায় সমস্ত পরিকল্পনা।

যদিও আশা ছাড়তে নারাজ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি। তাঁর কথায়, 'দশমীরঘাট থেকে ট্রাক টার্মিনাস যে করেই হোক আমাদের অন্যত্র সরাতেই হবে। এর জন্য বাগানবাড়ি ব্রিজের নীচের জমি ছাড়াও আমরা আরও বিকল্প জায়গা দেখছি। বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতাও চাইছি।'

ফালাকাটা হেভি ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শশাঙ্ক রায় বলেন, 'দশমীরঘাট থেকে ট্রাক টার্মিনাস আমরা অন্যত্র সরাতে রাজি আছি। ট্রাক, মালিক, শ্রমিক সহ প্রায় ৩ হাজার মানুষ এর সঙ্গে জড়িত। তাই এঁদের কথা ভেবে জেলা প্রশাসন বা পুরসভার উচিত জায়গা ঠিক করে দেওয়া।'

প্রশাসন সূত্রে খবর, ২০১৯ সালের মাঝামাঝিতে ফালাকাটা ব্লক প্রশাসনের তরফে মুজনাই নদীর ধারে বাগানবাড়ি সংলগ্ন খলিসামারিতে ট্রাক টার্মিনাসের জন্য ৬ একর খাসজমি চিহ্নিত করা হয়। ওই সময় প্রশাসনিকভাবে ফালাকাটা পুরোপুরি গ্রামীণ এলাকা ছিল। তাই ট্রাক টার্মিনাস তৈরির জন্য প্রশাসনের উপরমহলে যে ফান্ডের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তা অনুমোদন হয়নি। তাছাড়া করোনা পরিস্থিতির কারণেও এই কাজ থমকে যায়। কিন্তু ফালাকাটা পুরসভা হওয়ার পর শহরের যানজট কমাতে দ্রুত ট্রাক টার্মিনাস ওই জায়গায় করার দাবি ওঠে। এমনকি বিষয়টি নিয়ে পুরসভাও পদক্ষেপ করে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে জায়গাটি ট্রাকস্ট্যান্ডের উপযোগী করতে অর্থ চেয়ে প্রস্তাবও পাঠানো হয়। সেইমতো জেলা প্রশাসনও এগিয়ে আসে। তোড়জোড় শুরু হয় ট্রাকস্ট্যান্ড সরানোর।

থমকে পরিকল্পনা

- ফালাকাটা শহরের দশমীরঘাটে ট্রাক টার্মিনাস থাকায় যানজট বাড়ছেই
- দীর্ঘদিন ধরে ট্রাক টার্মিনাসটি সরানোর জন্য দাবি উঠছিল নানা মহল থেকে
- ফালাকাটা পুরসভাও উদ্যোগী হয়
- অন্য একটি জায়গার খোঁজ শুরু করেন পুরসভার চেয়ারম্যান
- কিন্তু যে জায়গাটিতে পরিকল্পনা করা হয়, সেটা পরে জানা যায় হর্টিকালচার বিভাগকে দেওয়া
- তাই এখন সেই পরিকল্পনা থমকে

জায়গাটি নিয়ে পুরসভা এগোতে চাইলেই নতুন তথ্য উঠে আসে। দেখা যায় ওই জায়গাটি হর্টিকালচার দপ্তরের জন্য বহুদিন আগেই বরাদ্দ করা হয়েছিল। বাম আমলে ওই জায়গায় হর্টিকালচারের উপর প্রশিক্ষণকেন্দ্র হওয়ার কথাও ছিল। কিন্তু তা কোনও কারণে আর হয়নি। কিন্তু জমিটি আজও তাদের নামেই আছে। তাই পুরসভা ওই জমিতে ট্রাক টার্মিনাস করতে চেয়েও এখন পিছিয়ে আসছে। বিকল্প হিসেবে তারা ফালাকাটা রেলস্টেশনে ঢোকার বাঁ দিকের জমিটিও দেখে। এমনকি ওই জমিটি মোটর ভেহিকল দপ্তর, বিএলএলআরও এবং পুরসভার প্রতিনিধিরাও ঘুরে দেখেন। তবে জানা গিয়েছে, ওই জমি নিয়েও আদালতে মামলা চলছে। ফলে ফালাকাটায় ট্রাক টার্মিনাস স্থানান্তরের জন্য এখন জমিই পাচ্ছে না পুরসভা। তাই কী করে ট্রাকস্ট্যান্ড হবে? প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

১) দশমীরঘাটে এই ট্রাক টার্মিনাসই সরানোর দাবি উঠেছিল।
২) ফালাকাটার দশমীরঘাট এলাকা, এখান থেকে ট্রাক টার্মিনাস সরলে যানজট সমস্যা মিটতে পারে।

ফালাকাটা শহরের দশমীরঘাটের মাঠজুড়ে ট্রাক সিন্ডিকেট। এখানে রোজ কয়েকশো ট্রাক দাঁড়ায়। টার্মিনাসটিও প্রায় ত্রিশ বছরের পুরোনো। নেতাজি রোড হয়েই ট্রাকগুলির যাতায়াত। তবে এখন দিন-দিন গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। বড়-ছোট মিলিয়ে ৩০০-র উপরে গাড়ি এখান থেকে ভাড়া খাটে। এজন্য এই রোডে যানজট যেন নিত্যদিনের সমস্যা। তাছাড়া ফালাকাটায় এমনিতেই এখন ফাঁকা মাঠের অভাব। তাই ট্রাক টার্মিনাস সরানোর দাবি গোটা শহরবাসীর। এই অবস্থায় জমি পাচ্ছে না পুরসভা। স্বাভাবিকভাবেই এই মুহূর্তে ট্রাক টার্মিনাসটি সরানো বিশবাঁও জলে বলেই নাগরিকরা মনে করছেন।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

শনিবার বিকেল ৫টা অবধি

■ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	-	৩
বি পজিটিভ	-	৪
ও পজিটিভ	-	২২
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	৪
এবি নেগেটিভ	-	০

■ ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	১

■ বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

ব্যাংককর্মীর মৃত্যু

বীরপাড়া, ২৪ মে : বৃহস্পতিবার বীরপাড়া চৌপথি সংলগ্ন চার্চ এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় বিপিন তিরকি নামে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এক কর্মী গুরুতর জখম হন। প্রথমে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও অবস্থা সংকটজনক থাকায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। শুক্রবার রাতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

জল না পেয়ে ভোগান্তি জয়গাঁয়। শনিবার। - সংবাদচিত্র

দু'দিন ধরে নির্জলা ভুলন চৌপথি

বোরিংয়ের যন্ত্র বিকল

জয়গাঁ, ২৪ মে : বোরিংয়ের যন্ত্র খারাপ হয়ে রয়েছে। এর জেরে গত দু'দিন ধরে নির্জলা ভুলন চৌপথি এলাকার বাসিন্দারা। পানীয় জল আনতে ১ কিলোমিটার দূরে গোবরজ্যোতি নদীতে যেতে হচ্ছে তাঁদের। আবার অনেকেই নিকটবর্তী পার্ট থেকে জল আনতে যাচ্ছেন।

জলের অভাবে স্নান করা বন্ধই হয়ে গিয়েছে বাসিন্দাদের। জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত ভুলন চৌপথি এলাকাটি। এই এলাকার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে ভুটানগামী সড়ক। এলাকার সামনে রয়েছে তোর্ষা চা বাগান। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, তোর্ষা চা বাগানের লাইনগুলি থেকে জল আনতে হচ্ছে। বেশিরভাগ সময় জলের লাইনে ভিড়ের কারণে তাঁরা আর তা নিতে পারেন না। অগত্যা গোবরজ্যোতি নদীতেই যেতে হয় জল আনতে। তার ওপর মাঝেমধ্যেই এখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অনেকটা সাবধানতা অবলম্বন করে গোবরজ্যোতি নদী থেকে জল আনতে হয় বাসিন্দাদের। রোজ এক কিলোমিটার গিয়ে নদী থেকে জল ভরে আনা কষ্টসাধ্য মনে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। তাই এবারে বৃষ্টি হলে ড্রামগুলিতে সেই জল ভরে রাখবেন তাঁরা বলে ঠিক করেছেন। কী কারণে গত দু'দিন ধরে বোরিংয়ের যন্ত্র খারাপ হয়েছে তা জানেন না বাসিন্দারা।

পাম্পম্যান শুধু সকালে এসে এলাকাবাসীদের জানান, বোরিংয়ের যন্ত্র বিকল হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা নীতা থাপার কথায়, 'দু'দিন ধরে জলের সমস্যার কারণে আমাদের জীবনধারা পালটে গিয়েছে। জল শেষ হবে দেখে স্নান করতে পারছি না। ভাত রান্না করতে পারছি না। কোনওরকমে শুকনো খাবার খেয়ে থাকছি।'

এই এলাকায় বসবাস ৭০টি পরিবারের। প্রধানমন্ত্রীর হর ঘর জলপ্রকল্পের পাইপলাইন হয়নি এলাকায়। জলের জন্য এলাকায় হাহাকার স্পষ্ট। যাঁদের একটু ভালো অবস্থা, তাঁরা দোকান থেকে জল কিনে ব্যবহার করছেন। এলাকার বাসিন্দা বিশাল ভুজেল বলেন,

> দু'দিন ধরে জলের সমস্যার কারণে আমাদের জীবনধারা পালটে গিয়েছে। জল শেষ হবে দেখে স্নান করতে পারছি না। ভাত রান্না করতে পারছি না। কোনওরকমে শুকনো খাবার খেয়ে থাকছি।
>
> **নীতা থাপা,** *স্থানীয় বাসিন্দা*

'সমস্যা এত বেড়ে গিয়েছে যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। বোরিংয়ের যন্ত্র মেরামত না হলে এলাকায় মানুষ অসুস্থ হতে শুরু করবেন। গরমের দিন, জলের তো প্রয়োজন হয়।'

যদিও বোরিংয়ের যন্ত্র খারাপ হওয়া প্রসঙ্গে জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কমল পাখরিন বলেন, 'এলাকাবাসীরা আমার কাছে এসে অভিযোগ জানালে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।'

কর্মসূচি

ফালাকাটা, ২৪ মে : আবাস যোজনা নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই 'আবাস সত্যাগ্রহ' নামে ফালাকাটা পুর ও গ্রামীণ এলাকায় কর্মসূচি চলছে। পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার করা হয় শনিবার। কংগ্রেসের জেলা সহ সভাপতি মৃন্ময় সরকার বলেন, 'জেলাজুড়ে আমাদের এই কর্মসূচি চলছে। শহর এবং গ্রামে আবাস যোজনা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। তা নিয়ে জনমত গঠন করতেই আমাদের এমন কর্মসূচি।' উপস্থিত ছিলেন ব্লক কংগ্রেস সহ সভাপতি আনওয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শ্যামল সূত্রধর ও কংগ্রেস নেতা সন্দীপ বসু।

রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী

শনিবার সকাল থেকেই নেতাজি রোড দুর্গাবাড়িতে একটি সংস্থার উদ্যোগে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীর অনুষ্ঠান হয়। সবমিলিয়ে ১৬টি সমবেত নৃত্য পরিবেশিত হয় এবং প্রায় ১৫০ জন নৃত্যশিল্পী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল। সেই সংস্থার তরফে দেবজয়া সরকার বলেন, 'ছোটরা যাতে রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল সম্পর্কে জানতে পারে, সেইজন্যই অনুষ্ঠানটিকে একটু অন্যভাবে পরিবেশন করা হল।' তথ্য ও ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

আগাছায় ভর্তি সুকান্ত শিশু উদ্যান

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৪ মে : শিশুদের জন্যই তৈরি হয়েছে উদ্যান। কিন্তু সেটা ব্যবহারই করতে পারে না ওরা। বিভিন্ন জায়গায় শিশুদের উদ্যান যখন 'বড়দের' দখলে যেতে দেখা যায়, আলিপুরদুয়ার শহরের সুকান্ত শিশু উদ্যানে তখন বড়, ছোট কারোরই দেখা পাওয়া যায় না। দীর্ঘদিন ধরে ওই উদ্যান বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। পুরসভাকে কয়েকবার বলা হলেও সেই উদ্যানের সংস্কার করা হয়নি বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের। একদিকে যেমন পুরসভার অবহেলা নিয়ে ক্ষোভ জমেছে তেমনই আবার ওই উদ্যান সংস্কারের দাবিও জোরালো হচ্ছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশু উদ্যানের হাল ফেরানোর চেষ্টা রয়েছে প্রশাসনেরও।

২০১৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের চিত্তরঞ্জনপল্লিতে শিশু উদ্যানটির উদ্বোধন হয়েছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, উদ্বোধনের এক বছর পর থেকেই উদ্যান বেহাল হতে শুরু করে। একদিকে যেমন সেটা পরিষ্কারের দিকে তেমন নজর দেওয়া হয় না, অন্যদিকে শিশুদের বিভিন্ন খেলার সামগ্রী বেহাল হয়ে পড়ে। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ঋত্বিক মিত্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'পাড়ায় একটিমাত্র শিশু উদ্যান সেটাও বেহাল। বাচ্চাদের খেলার জায়গার এমনিতেই অভাব। যদি শিশু উদ্যানটি ঠিক থাকত তাহলে তো বিকালে বাচ্চারা সেখানে গিয়ে সময় কাটাতে পারত। সেটা এখন হয়ে উঠছে না।'

স্থানীয় আরেক গৃহবধূ মেঘা দে এই বিষয়টি নিয়ে জানান, পাড়ার শিশু উদ্যানটি বেহাল হওয়ায় বাচ্চা নিয়ে পার্ক রোডের রবীন্দ্র শিশু উদ্যানে যেতে হয়। সেখানে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। সুকান্ত শিশু উদ্যান যদি সংস্কার করা হত তাহলে এত দূরে যেতে হত না। ওই উদ্যানে গিয়ে দেখা গেল, মূল গেটের দুটো অংশই আংশিক ভেঙেছে। উদ্যানের ভেতরে আগাছা, ঝোপঝাড় ভরে গিয়েছে। কয়েকটি গাছও ভেঙে পড়ে রয়েছে। এছাড়াও বসার জায়গাগুলোও ভেঙেছে। দুটো দোলনার মধ্যে একটি ভাঙা। স্থানীয়দের দাবি, একদিকে শিশু উদ্যানের সংস্কার করা হোক এবং সেখানে বাচ্চাদের খেলার আরও সামগ্রী যুক্ত করা হোক। পুরসভার পরিকল্পনা সম্পর্কে এদিন ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌসুমি বাগচী বলেন, 'ইতিমধ্যেই রাজ্যে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। ১০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে ওই উদ্যান সংস্কার করার জন্য। টাকার অনুমোদন দিলেই কাজ শুরু হবে।'

সুকান্ত শিশু উদ্যানে ভেঙে রয়েছে দোলনা। - সংবাদচিত্র

প্রধানের মহল্লাতেই রাস্তা বেহাল

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৪ মে : বীরপাড়ার শরৎ চ্যাটার্জি কলোনির রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই এবড়োখেবড়ো হয়ে পড়ে রয়েছে। গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে রাস্তাটির অবস্থা আরও খারাপ। গর্তগুলি জলে ভরে থাকায় মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। এনিয়ে ক্ষুব্ধ ভুক্তভোগীরা। অথচ শরৎ চ্যাটার্জি কলোনিটি বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুচিত্রা মল্লিকের নির্বাচনি এলাকায়। রাস্তা পুনর্নির্মাণ নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বহু বছর আগে কালীবাড়ি এলাকায় শরৎ চ্যাটার্জি কলোনির রাস্তাটি পাকা ছিল। একসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় পিচের রাস্তাটি। মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বিগত বোর্ডের উদ্যোগে কয়েক বছর আগে রাস্তাটির একাংশ কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করা হয়। কিন্তু সিংহভাগ কাঁচাই রয়ে গিয়েছে।

কংগ্রেসের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সভাপতি অশোক গুহ বলছেন, 'এর আগে গোটা রাস্তাটি পাকা করার কথা তথ্য সংবলিত বোর্ডে ঘোষণা করা হলেও কিছুটা অংশ শুধু করা হয়েছে। প্রধানের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে তাই। সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবেই তিনি নিজের এলাকার উন্নয়নে সমস্যার মুখে পড়ছেন কি না সেটা বোঝা যাচ্ছে না।' ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধান বিজেপির। উপসমিতির সঞ্চালকরা তৃণমূলের।

শরৎ চ্যাটার্জি কলোনির রাস্তাটি দিনবাজার লাগোয়া এলাকায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ড থেকে রাস্তাটির একটি অংশ কালীবাড়ির সামনে দিয়ে দিনবাজার গিয়েছে। ওই রাস্তাটি দিয়ে বীরপাড়া চা বাগানের পার্ক লাইনের বাসিন্দারাও যাতায়াত করেন। আবার রাস্তাটির একটি অংশ দক্ষিণদিকে ঘুরে মহাত্মা গান্ধি রোডে যুক্ত হয়েছে। বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় যানজট হলে শরৎ চ্যাটার্জি কলোনি হয়ে ঘুরপথে যাতায়াত করে অনেক যানবাহন। অথচ ওই রাস্তাটিই বছরের পর বছর বেহাল।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা তৃণমূলের বুথ সভাপতি দীপক সূত্রধর বলছেন, 'শরৎ চ্যাটার্জি কলোনির রাস্তাটি মহাত্মা গান্ধি রোডের একটি বিকল্প রাস্তা। এ নিয়ে প্রশাসনের পদক্ষেপ করা উচিত।' এলাকার অপূর্ব বিশ্বাস মিত্র বলছেন, 'কয়েক বছর ধরে রাস্তাটি বেহাল। অথচ বারবার এ নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও লাভ হচ্ছে না। রাস্তাটির একটি অংশ পাকা করা হলেও আরেকটি অংশ বেহাল। ওই অংশে মাঝে মাঝে বালি বিছানো হয়। কিন্তু বর্ষা এলেই বেহাল হয়ে পড়ে রাস্তাটি।'

বীরপাড়ার শরৎ চ্যাটার্জি কলোনির বেহাল রাস্তা। - সংবাদচিত্র

প্রতি বছর কালীবাড়ি প্রাঙ্গণ থেকে রথ বের হয়। কালীবাড়ি রোডে বসে মেলা। হাজার হাজার মানুষের ভিড় উপচে পড়ে ওই রাস্তায়। অল্প বৃষ্টিতেই বেহাল হয়ে পড়েছে রাস্তাটি। বর্ষাকালে অবস্থা কী হবে, সেটা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠছে।

মাঝে মাঝে টোটোও উলটে পড়ছে বলে জানান স্থানীয়রা। এ প্রসঙ্গে বীরপাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুচিত্রা মল্লিক বলছেন, 'রাস্তাটির বাকি অংশ পাকা করতে মোটা অঙ্কের টাকা প্রয়োজন। অথচ ওই টাকা খরচের এক্তিয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের থাকে না। তাই এনিয়ে আমরা সাংসদ মনোজ টিগ্গার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।'

পদ্ম শিবিরে যেন ব্রাত্য নগেন

মোদির সভায় আমন্ত্রণ নেই

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৪ মে : বারবার দলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়। আর সেই কারণেই এবার কি তিনি দলের অন্দরেই কোণঠাসা হয়ে পড়লেন? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আলিপুরদুয়ারে আসছেন। তা নিয়ে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে দলের অন্দরে সাজোসাজো রব। মোদির সভায় যাতে বেশি কর্মী-সমর্থক নিয়ে যাওয়া যায় সেজন্য দলের তরফে প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও বৈঠক করা হচ্ছে। নানারকম প্রস্তুতি নিতে দেখা যাচ্ছে বিজেপি নেতাদের। কিন্তু নগেনকে এখন পর্যন্ত দলের তরফে আমন্ত্রণ জানানো তো দূরের কথা, জেলার কোনও বৈঠকেই থাকার জন্য ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ। যা নিয়ে শনিবার ফের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নগেন।

২০১৯ ও ২০২১ সালে কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে মোদির জনসভায় গ্রেটারের কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। গ্রেটারের হলুদ পতাকায় ছেয়ে গিয়েছিল মোদির সভা। তার কৃতিত্ব যে নগেনের সেকথা বেশ ভালোভাবেই জানে রাজনৈতিক মহল। কিন্তু এবার দল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ না করায় ক্ষোভে ফুঁসছেন নগেন। তিনি বলেন, 'আমি বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অথচ প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি সম্পর্কে দলের তরফে আমাকে কিছুই জানানো হয়নি। এর আগের সভাগুলিতে আমাদের (গ্রেটার) প্রচুর কর্মী-সমর্থক ছিলেন। কিন্তু এবার আমরা যাব কি না তা নিশ্চিত নই। যদি ডাকে তবেই যাব।' নগেনের অভিযোগ, কোচবিহার থেকে দলীয় কর্মীদের প্রধানমন্ত্রীর সভায় নিয়ে যাওয়ার জন্য জেলা নেতৃত্ব প্রস্তুতি শুরু করেছে। কিন্তু সেখানেও তাঁকে ডাকা হচ্ছে না।

দলীয় কর্মসূচিগুলিতে দলের সাংসদকে যে ডাকা হয়নি তা স্বীকার করে নিয়েছেন বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন। তাঁর বক্তব্য, 'নগেন রায় আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। নিশ্চয়ই যোগাযোগ করা হবে।'

প্রধানমন্ত্রীর সভায় নগেনকে কি ডাকা হবে? এই প্রশ্নের জবাবে অবশ্য বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচির আহ্বায়ক দীপক বর্মন বলেন, 'এখনও সভার জন্য কাউকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। পদাধিকারীদের নিশ্চয়ই আমন্ত্রণ জানানো হবে। সভায় কর্মী, সমর্থকদের থাকার বিষয় নিয়ে জেলা স্তরে বৈঠক হচ্ছে।'

কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে রাজবংশী ভোট একটি বড় ফ্যাক্টর। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ভোটের অনেকটা অংশই নগেনের হাতে রয়েছে। কয়েকবছর আগে পর্যন্ত কখনও বিজেপি আবার কখনও তৃণমূলের সঙ্গে সখ্য ছিল এই গ্রেটার নেতার। শেষপর্যন্ত তিনি বিজেপির হয়ে রাজ্যসভার সাংসদ হন। তবে তার পরবর্তীতেও কোচবিহার সফরে এসে কোচবিহার-২ ব্লকের বড়গিলায় নগেনের বাড়িতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর নানা সময়ই বিজেপির ওপর প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কোচবিহারকে পৃথক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিক অঞ্চল তৈরি না করা নিয়ে তিনি কেন্দ্রের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বারবার। কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন, উত্তরবঙ্গে বিজেপিকে নাকি দূরবিন দিয়েই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর সভায় নগেন ও তাঁর অনুগামীদের ভূমিকা কী হবে এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

দলে কোণঠাসা

- দলের বিরুদ্ধে বারবার প্রকাশ্যে ক্ষোভ জানিয়ে কোণঠাসা নগেন
- মোদির সভার প্রস্তুতির জন্য দলের কোনও বৈঠকেই ডাক পাননি
- এর আগের সভাগুলিতে প্রচুর গ্রেটার কর্মী-সমর্থক নিয়ে ভিড় জমিয়েছিলেন নগেন

মেডিকেলে প্রসবের সময় পাশে পরিজন

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : প্রসবের আগে গর্ভবতী মহিলাদের মনোবল বাড়াতে পরিবারের একজন মহিলাকে পাশে থাকার সুযোগ দেওয়া হবে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এই নয়া নিয়ম চালু হচ্ছে। চিকিৎসা পরিভাষায় একে বার্থ কম্প্যানিয়ন বলা হচ্ছে। প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেন, 'কোনও গর্ভবতী মহিলা প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার পর পরিবারের সদস্যদের আর ওয়ার্ডে ঢুকতে দেওয়া হত না।

এমনিতেই প্রসবের আগে প্রত্যেক মহিলা কিছুটা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। যার ফলে গর্ভস্থ সন্তানের ওপরেও তার প্রভাব পড়ছিল। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রসব যন্ত্রণা শুরুর সময় থেকে লেবার টেবিলে নেওয়ার আগে পর্যন্ত ওই গর্ভবতী মহিলার পরিবারের একজন মহিলা সদস্যকে তাঁর পাশে থাকতে দেওয়া হবে। সেটা মহিলার মা, দিদি যে কেউ হতে পারেন। এর ফলে ওই মহিলা অনেকটাই মানসিক শক্তি পাবেন। ফলে তাঁর প্রসবের যন্ত্রণাও অনেকটাই লাঘব হবে। তবে বাড়ির সদস্যের কাছে স্মার্টফোন রাখা যাবে না। তিনি কিপ্যাড ফোন ব্যবহার করতে পারবেন। বাড়ির লোক রোগীর সঙ্গে থাকায় পরিবারও অনেকটাই চিন্তামুক্ত থাকবেন। সোমবার থেকে মেডিকেলে এই নয়া নিয়ম চালু হচ্ছে বলে সন্দীপ জানিয়েছেন।

কেদারহাটে প্রতি বর্ষার করুণ কাহিনী

গোপালপুর, ২৪ মে : এমনিতেই কোনওরকমে সাঁকো দিয়ে জলঢাকা নদী পারাপার চলছিল কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের। এবার সেটাও গেল। বর্ষার আগেই নদীর জল বাড়ায় ভেঙে গিয়েছে সাঁকো। যাতায়াতের জন্য ভরসা শুধুই নৌকা। গত কয়েকদিন ধরে ঝুঁকি নিয়ে নৌকাতেই নদী পারাপার করছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা জাকির মিয়াঁ বলেন, 'বর্ষায় নদী ফুলেফেঁপে উঠলে নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয় আমাদের। এ যেন প্রতিবছর বর্ষার কাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে।' দিনের পর দিন যাতায়াতের ক্ষেত্রে এই ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। বারবার স্থানীয় প্রশাসনের কাছে সেতুর দাবি জানিয়েও পূরণ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ তাঁরা। এ ব্যাপারে মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'সেতুর বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।'

জলঢাকা নদীর একপ্রান্তে রয়েছে কেদারহাটের গিলাডাঙ্গা এবং অপরপ্রান্তে ফুলবাড়ি গ্রাম। ওই দুই গ্রামের বহু মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কখনও সাঁকো দিয়ে আবার কখনও নৌকায় যাতায়াত করছেন। সেতুর দাবিতে তাঁরা গিলাডাঙ্গা তপসিতলা জলঢাকা সেতু নির্মাণ উদ্যোগ কমিটি গঠন করেছেন। ওই কমিটির তরফে এলাকার বিধায়ক সহ জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

চাকরির আশা

প্রথম পাতার পর

বৃন্দাবনের ভাষায়, 'আদালতও আমাদের ন্যায়বিচার দেয়নি। এতগুলো মানুষকে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়ার জন্য আদালতও দায়ী।' হাইকোর্টের নির্দেশে বিকাশ ভবনের সামনে থেকে তাঁদের ধর্না সরাতেই হবে।

হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বিধাননগর পুরনিগমকে সেন্ট্রাল পার্কে ধর্নাকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় জল, আলো, শৌচালয় ও ছাউনির ব্যবস্থা করতে চিঠি দিয়েছে পুলিশ। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, সেই ব্যবস্থা যতদিন না হচ্ছে, ততদিন বিকাশ ভবনের সামনেই আন্দোলন চলবে। সাংসদদের চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা তাঁদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে রাজ্যে সর্বদলীয় বৈঠকের দাবি জানাচ্ছেন।

দক্ষিণ চ্যাংমারির হেমাগুড়িতে দেড় দশক ধরে বেহাল পাকা কালভার্ট।

ভগ্ন কালভার্টে চরম হয়রানি চ্যাংমারিতে

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ২৪ মে : দেড় দশক ধরে কালভার্ট বেহাল থাকায় কুমারগ্রাম ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের হেমাগুড়ি, দক্ষিণ চ্যাংমারি, সাহেবপাড়া, বাঘমারা সহ আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা খুবই সমস্যায় রয়েছেন। যদিও তপশিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলির বাসিন্দাদের এতবছর ধরে রোজকার এই যাতায়াত যন্ত্রণা নিয়ে নির্বিকার প্রশাসন। বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে ব্লক প্রশাসন।

কুমারগ্রামের বিডিও রজতকুমার বলিদা বলেন, 'কয়েকদিন আগে দক্ষিণ চ্যাংমারির হেমাগুড়িতে গিয়ে কালভার্টের পরিস্থিতি দেখে এসেছি। আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের তরফে নতুন কালভার্ট এবং উভয় দিকের অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য জেলায় প্রস্তাব পাঠিয়েছি। এছাড়া দেড় কিমি দীর্ঘ আরেকটি রাস্তা তৈরির জন্যও প্রস্তাব দিয়েছি।'

২০১০-'১১ অর্থবর্ষে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে দক্ষিণ চ্যাংমারিতে তৈরি করা হয়েছিল একটি বড় কালভার্ট। কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই বর্ষা শুরু হওয়ায় বন্ধ থাকে নির্মাণকাজ। বর্ষার মরশুমে কুলকুলি এবং ঘোলানি, এই দুই নদীর জলের তোড়ে সেচনালার উপর তৈরি কালভার্টের উত্তর দিকের দুটি উইং ওয়াল হেলে পড়ে। পরের বর্ষায় সে দুটি পুরোপুরি ভেঙে যায়। দক্ষিণ দিকের দুটি উইং ওয়ালে ফাটল ধরলেও সেগুলো দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়, সেতুর উভয় দিকের অ্যাপ্রোচ রোডের মাটি ধসে দক্ষিণ চ্যাংমারির একাধিক এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। দুর্ভোগে রয়েছেন চার হাজার বাসিন্দা।

স্থানীয় কৃষক সুরেশ ভগত বলেন, 'শুখা মরশুমে জল না থাকায় কৃষিজমি দিয়ে সেচনালা হয়ে যাতায়াত করি। বর্ষার মরশুমে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেতুর দক্ষিণ দিকের উইং ওয়াল দিয়ে হেঁটে কৃষিজমির উপর দিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হই আমরা। বহু বছর ধরে এমনটাই চলছে। প্রশাসনের কাছে দ্রুত সমস্যার সমাধানের জন্য জানাচ্ছি।' এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা ভগবতী ওরাওঁ বলেন, 'কালভার্ট সংস্কারে গ্রামবাসীরা চাপ দিচ্ছেন। আমি বহুবার সমস্যার কথা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিডিও অফিসে তুলে ধরেছি। কাজ হয়নি। সম্প্রতি বিডিও গ্রাম ঘুরে গিয়েছেন। আশ্বাস দিয়েছেন। কবে কাজ শুরু হবে আমরা সেই অপেক্ষায় আছি।'

কালভার্টের ওপারে হেমাগুড়িতে কৃষিজমি আছে বাঘমারার বাসিন্দা মুন্না ভগতের। তিনি জানালেন, কালভার্টটির জন্য চাষের কাজে যাতায়াতে কষ্ট হয়। আবার ফসল ঘরে তুলতেও প্রচণ্ড বেগ পেতে হয়। ঘুরপথে পরিবহণ খরচ অনেকটা বেড়ে যায়। সাহেবপাড়ার বিনোদ ভগত বলেন, '২ কিমি রাস্তার পরিবর্তে ৪-৬ কিমি রাস্তা ঘুরপথে চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে দিয়ে হেমাগুড়ি যাতায়াত করতে হচ্ছে আমাদের। কারণ হেমাগুড়িতেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র, শাখা পোস্ট অফিস, ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট (সিএসপি) আছে।' বেহাল কালভার্টের কারণে সাহেবপাড়া জুনিয়ার হাইস্কুল যেতেও সমস্যা হচ্ছে পড়ুয়াদের।

চিনা নামে সাইনবোর্ড

নকশাল দিবসের আগে উত্তেজনা বেঙ্গাইজোতে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৪ মে : নকশাল আন্দোলনের পীঠস্থান বেঙ্গাইজোতকে ঘিরে ফের বিতর্ক। দুই বছর আগে এই বেঙ্গাইজোতের শহিদবেদিতে লেনিনের মূর্তি ভাঙা হয়েছিল। তারপরেই শুরু হয় ক্ষোভ-বিক্ষোভ। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই আবার লেনিনের মূর্তি চুপিসারে বসিয়ে দেওয়া হয়। এনিয়ে কম জলঘোলা হয়নি এলাকায়। নকশাল আন্দোলন দিবসের মুখে এবার শহিদ বেদির সামনে তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ার লেখা বোর্ড নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।

নকশাল আন্দোলনের পীঠস্থান বেঙ্গাইজোতকে একডাকে সকলেই চেনেন। ২৫ মে নকশাল আন্দোলন দিবস উপলক্ষ্যে বেঙ্গাইজোত এলাকাজুড়ে এখন সাজোসাজো রব। শহিদ বেদি সংলগ্ন এলাকা, রাস্তাঘাট চারিদিকে লাল পতাকায় ঢেকেছে। সিপিআই(এমএল)-এর বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্য-কর্মীরা নিজেদের মতো করে সাজিয়ে তুলেছেন এলাকাটি। রবিবার সকাল থেকেই শুরু হবে নানা অনুষ্ঠান।

তার মধ্যে হঠাৎ দেখা যায়, বেঙ্গাইজোতে শহিদ বেদির সামনে লোহার ফ্রেমে আঁটা বোর্ডের একদিকে লেখা তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ার, অন্যদিকে চারু মজুমদার সরণি। শহিদ বেদির সামনে এমন বোর্ড বসানোয় সরব হয়েছেন স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীরা।

স্থানীয়দের প্রশ্ন, যে ১১ জন পুলিশের গুলিতে ১৯৬৭ সালের ২৫ মে বেঙ্গাইজোতে শহিদ হয়েছিলেন, তাঁদের নামে তো কোনও বোর্ড বা রাস্তার নাম এলাকায় নেই। তাহলে চিনে ছাত্র আন্দোলনের পীঠস্থান তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারের নামে বোর্ড এখানে বসাল কারা এবং কেন?

শহিদ বেদির পাশেই ১৯৫৭ সালে স্থাপিত বেঙ্গাইজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম জ্বলজ্বল করছে। জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন আগেই এই বোর্ড বসানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা তথা শ্রমিক কৃষক সংগ্রামী মঞ্চের রাজ্য সম্পাদক রতন দে বলেন, 'মহাদেব গোষ্ঠীর সদস্যরা এই কাণ্ড করেছে, যা আমরা একেবারে সমর্থন করি না। এই ধরনের মানসিকতায় এলাকায় সমস্যা বাড়বে। আমাদের যা শিডিউল রয়েছে সেই অনুযায়ী নকশাল আন্দোলন দিবস পালন করব।' অপরদিকে, সিপিআই(এমএল)-এর আরেক গোষ্ঠীর নেতা নাথুরাম বিশ্বাস বলেন, 'এই নাম দেওয়া সম্পূর্ণ ভুল। তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর অত্যাচার চালিয়ে আন্দোলন বন্ধ করা হয়েছিল। এর আগেও বেঙ্গাইজোতে শহিদ বেদির পাশে অন্যান্য মূর্তি বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনাকে অনেকেই সমর্থন জানাননি। আবার এমন নাম পরিবর্তন।'

বেঙ্গাইজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নৃপেন বর্মন বলেন, 'স্কুলের সামনে এভাবে বোর্ড বসিয়ে দেওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। এর আগেও এমন বোর্ড বসানো হয়েছিল। তা নিয়ে নকশাল নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁরা বোর্ড সরিয়ে নেন। এখন স্কুল বন্ধ থাকাকালীন এমন হয়েছে। স্কুল খুললেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।'

শহিদ বেদি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বাড়ি সিপিএম নেতা রাজু সরকারের।

তিনি বলেন, 'প্রতি বছর ২৫ মে এলেই নকশালপন্থীরা চাঁদা তুলতে ব্যস্ত হয়ে যায়। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এদিন নকশালপন্থীরা বেঙ্গাইজোত শহিদ মিনারে এসে শ্রদ্ধা জানান। অথচ তাঁদের যে পবিত্র স্থান সেই এলাকার উন্নয়নে তাঁদের কাজ করতে দেখা যায় না। এই সময়টায় শহিদ বেদির আশপাশে প্রাচীর করা, নতুন নতুন মূর্তি বসানো, নাম পরিবর্তন করার মতো ঘটনা দেখা যায়। অথচ কৃষক, বর্গাদারদের জন্য জমিদারদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেই আন্দোলনের আদর্শ প্রচারে এঁদের দেখা যায় না।'

শহিদ বেদির সামনে বসেছে তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ার লেখা বোর্ড।

প্রতারণায় ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : অনলাইনে আমেরিকার ভিসা করে দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে মাটিগাড়ার শিবমন্দির থেকে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল সিকিম পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে সিকিম পুলিশ মাটিগাড়া থানার পুলিশের সহযোগিতায় শিবমন্দিরের একটি ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকেই অভিযুক্ত ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর সিকিম পুলিশ অভিযুক্তকে নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ওই তরুণ অনলাইনে বিদেশে ভিসা করে দেওয়ার নাম করে একাধিক প্রতারণার ঘটনা ঘটিয়েছে।

গ্রেপ্তার তিন

শিলিগুড়ি, ২৪ মে : গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে বালি-পাথর তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি ট্রাক, একটি ট্র্যাক্টর ও একটি ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ঘটনায় তিন গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দু'বছরেও জল মেলেনি কামাখ্যাগুড়িতে

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ মে : কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির তরফে কামাখ্যাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০/১৭০ নম্বর বুথে বসানো হয়েছিল জলের কল। তারপর কেটে গিয়েছে দুই বছর। এখনও সেখানে জলের সংযোগ দেওয়া হয়নি। এতদিনেও কেন কলটিতে জলের সংযোগ দেওয়া হয়নি, তা নিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা গিয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলি লামা এতদিন বিষয়টি সম্পর্কে জানতেনই না! তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলেন।

কামাখ্যাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে কামাখ্যাগুড়ি পাওয়ার হাউস সংলগ্ন এলাকায় জলের কলটি বসানো হয়েছিল। এলাকাবাসী নীহার সরকারের অভিযোগ, 'দুই বছর হয়েছে জলপ্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। অথচ এখনও পর্যন্ত জলের বিদ্যুৎ লাইনের কোনওরকম সংযোগ দেওয়া হয়নি। তাই কল থাকলেও জল পড়ে না।' পরিস্রুত জল না পেয়ে বাধ্য হয়ে এলাকাবাসীকে বাড়ির নলকূপের নোংরা জলই খেতে হচ্ছে। পেটের সমস্যা তো লেগেই রয়েছে।

> দুই বছর হয়েছে জলপ্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। অথচ এখনও পর্যন্ত জলের বিদ্যুৎ লাইনের কোনওরকম সংযোগ দেওয়া হয়নি। তাই কল থাকলেও জল পড়ে না।
>
> **নীহার সরকার**
> স্থানীয় বাসিন্দা

দ্রুত এই ভোগান্তির সমাধানের ব্যবস্থা করা হোক, চাইছেন তাঁরা।

স্থানীয়রা জানান, কাজ করার সময় থেকে জলপ্রকল্পে বিদ্যুৎ সংযোগের বিষয়টি একাধিকবার জানানো হয়েছিল বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে। কিন্তু সেই ঠিকাদার এই বিষয়ে কোনও ভ্রূক্ষেপ করেননি। স্থানীয় বাসিন্দা সরস্বতী দাস বললেন, 'যখন কল বসানো হল, তখন আমরা সবাই ভেবেছিলাম, এবার সহজেই জল মিলবে। কিন্তু দু'বছর হয়ে গেল, এখনও জল এল না।'

কামাখ্যাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রসূন দত্ত অবিলম্বে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বস্ত করলেন। একই কথা বললেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলি লামাও। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে এ ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। দু'বছর হয়ে গিয়েছে, অথচ এই বিষয়টি আমাকে কেউ জানায়নি। খুব দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

'নয়া' ভারতের অধিনায়ক

প্রথম পাতার পর

ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, তাঁকে বিরাট কোহলির ছেড়ে যাওয়া চার নম্বর ব্যাটার হিসেবে ভাবা হচ্ছে। শ্রেয়স আইয়ারের নাম নিয়ে আজ আলোচনা হলেও তাঁকে শেষপর্যন্ত সুযোগ দেওয়া হয়নি। টিম ইন্ডিয়ার মিডল অর্ডারে তাঁর জন্য 'জায়গা নেই' বলে জানিয়েছেন নির্বাচক প্রধান আগরকার। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে রাহুলকেই বিলেত সফরে ওপেনার হিসেবে ভাবা হচ্ছে বলে খবর। তাঁদের ব্যাকআপ হিসেবে স্কোয়াডেই রয়েছেন বাংলার অভিমন্যু ও সুদর্শন। ঘরোয়া ক্রিকেটের পর গুজরাটের হয়ে আইপিএলে স্বপ্নের ফর্মে থাকা সুদর্শনকে নিয়েও বিশাল প্রত্যাশা রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। সুদর্শনকে তিন নম্বরে খেলিয়ে অধিনায়ক শুভমান চার নম্বরে ব্যাটিং করলেও অবাক হওয়ার থাকবে না। বিসিসিআইয়ের অন্দরের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, হয়তো অধিনায়ক শুভমানই চার নম্বরে ব্যাটিং করবেন। আর হর্ষিতের বদলে সুযোগ পাওয়া অর্শদীপ দলের বোলিং বৈচিত্র্য বাড়াবেন।

এই ভাঙা ঘরে বাস আরতির।

মেলেনি আবাসের ঘর, বিপাকে প্রৌঢ়া

তুফানগঞ্জ, ২৪ মে : জোড়াতালি দেওয়া চালাঘরে রাত কাটছে বছর পঁয়ষট্টির আরতি দাসের। ১৫-১৬ বছর হল তাঁর স্বামী গত হয়েছেন। একমাত্র মেয়েরও কবে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দেখার মতো কেউ নেই। এলাকায় গুঞ্জন, আবাস যোজনার জন্যে ওই এলাকায় সমীক্ষা হয়েছিল। অবস্থাসম্পন্ন অনেকে পাকা ঘর তৈরির টাকা পেলেও, আরতি টাকা পাননি।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর জায়গীর চিলাখানা এলাকায় বাড়ি আরতির। বেঁচে থাকতে টিনের চালা দিয়ে পোক্ত ঘর বানিয়েছিলেন তাঁর স্বামী। কিন্তু, কালের নিয়মে সেই ঘর আজ ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। টিন ফুটো হয়ে বৃষ্টির জল ঘরে ঢোকে। ঘরের খুঁটিগুলি নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে।

ঝড়ের দাপটে কুঁজোর মতো সেটিও একপ্রকার ঝুঁকে পড়েছে। যে কোনও মুহূর্তে মাথার ওপর টিনের চালা ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দুর্যোগের সময় রান্নাঘরের ভাঙা বেড়া দিয়ে পালিত পশুরা ঘরে ঢুকে পড়ে। বৃষ্টির সময় রান্না বসাতে অসুবিধা হয় তাঁর। চালা বেয়ে অঝোরে বৃষ্টির জল উনুনের ওপর পড়ে। তখন রান্না বন্ধ রাখতে হয়। আরতি বলেন, 'আমার সংসারে তো কেউ নেই। বয়সের কারণে তেমন কাজও করতে পারি না। তবুও মানুষের বাড়িতে কাজ করে যা আয় হয় তা দিয়েই কোনওরকমে একটু চাল, ডাল সেদ্ধ খেয়ে বেঁচে আছি।'

বাসিন্দা জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'ওই মহিলা করুণ অবস্থায় রয়েছেন। যে কোনও সময় ঘর ভেঙে পড়তে পারে। আবাস যোজনা প্রকল্পের আওতায় একটি ঘরের ব্যবস্থা করা উচিত।' গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুভাষিণী রায় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

কংগ্রেস কর্মী খুনে ৬ তৃণমূলির যাবজ্জীবন

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ২৪ মে : ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন এক বাম-কংগ্রেস জোট সমর্থককে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছিল কয়েকজন তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। মুর্শিদাবাদের রানিতলার ওই ঘটনায় শোরগোল পড়েছিল রাজ্যজুড়ে। জোট সমর্থককে খুনের ঘটনায় শুক্রবার ৬ তৃণমূল কর্মীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। শনিবার তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শুনিয়েছেন মুর্শিদাবাদের লালবাগ আদালতের দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা বিচারক জিতেন্দ্র গুপ্তা। সাজাপ্রাপ্তদের নাম লালু শেখ, বিয়ারুল শেখ, মাসু শেখ, কামারুন শেখ, তাহজুল শেখ এবং আবু হেনা। এছাড়া ৩০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ৬ মাস সাজা ভোগ করতে হবে অভিযুক্তদের। সরকার পক্ষের আইনজীবী আব্দুল খালেক ফিটু বলেন, 'এই মামলায় ১৯ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। সমস্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দোষীদের সাজা ঘোষণা করেছেন বিচারক।'

২০১৯ সালের এপ্রিলে তৃতীয় দফার লোকসভা নির্বাচনের দিন তৃণমূল কর্মীদের হাতে খুন হন মুর্শিদাবাদের রানিতলার বাসিন্দা তথা কংগ্রেস কর্মী আবুল কালাম ওরফে টিয়ারুল শেখ। সেদিন সকাল

৩০ হাজার টাকা জরিমানা

সকাল দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে টিয়ারুল বালিপাড়া-সরকারপাড়া ১৮৮ নম্বর বুথে ভোটের লাইনে দাঁড়ান। অভিযোগ, ভোটের লাইনে দাঁড়াতেই তৃণমূল কর্মী লালু শেখ, বিয়ারুল শেখ, মাসু শেখ, কামারুন শেখ, তাহজুল শেখ এবং আবু হেনা নানাভাবে টিয়ারুল ও তাঁর পরিবারকে উত্ত্যক্ত করতে থাকে। এর প্রতিবাদ করলে ভোটের লাইন থেকে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। এরপর টিয়ারুলকে গাছের ডাল দিয়ে বেধড়ক পেটায় তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডাবাহিনী। এখানেই শেষ নয়। কংক্রিটের দেওয়ালে চেপে ধরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় ওই কংগ্রেস কর্মীকে। ছেলে মাহাতাব শেখ কোনওমতে তাঁকে উদ্ধার করে নসিপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে টিয়ারুলকে লালবাগ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু রাস্তাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। পরবর্তীতে এই খুনের ঘটনায় তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক গদাধর ঘোষাল ও সাব-ইনস্পেকটর সাহাবুদ্দিন আদালতে চার্জশিট জমা করেন। মৃতের ছেলে মাহাতাব বলেন, 'আদালতের প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল। এই রায়ের অপেক্ষায় ছিলাম এত বছর।' অন্যদিকে, মৃতের দাদা আইজুদ্দিন শেখের গলায় ঝরে পড়ল আক্ষেপ। তাঁর কথায়, 'সেদিন রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী সক্রিয় হলে ভাইকে নৃশংসভাবে খুন করতে পারত না তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী।'

এবিষয়ে মুর্শিদাবাদের তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের খান জানিয়েছেন, এতে তৃণমূল কোনওভাবেই জড়িত নয়। ব্যক্তিগত আক্রোশের জেরে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

খুনের বদলা

প্রথম পাতার পর

সংবিত ফিরে পেয়ে স্থানীয়রাই খবর দেন জয়গাঁ থানার পুলিশকে। এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, 'আমি চিৎকার শুনে বের হলাম। চোখের সামনে পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে দিল জাহারুল। কিছুক্ষণের জন্য মাথা কাজ করছিল না আমার। এখনও ভাবলে আমার হাত-পা কাঁপছে। ভয়ংকর দৃশ্য।'

খবর পেয়ে পুলিশ এসে ভিড় সরিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। গ্রেপ্তার করা হয় জাহারুল আলমকে। পুলিশ জানিয়েছে, সে নিজেই পুলিশের কাছে খুনের কথা স্বীকার করেছে। জানিয়েছে, দাদাকে খুনের বদলা নিতেই সে এই কাজ করেছে। জয়গাঁর এএসপি মানবেন্দ্র দাস বলেন, 'ঘটনায় আরও কয়েকজন জড়িত রয়েছে। তাদেরও গ্রেপ্তার করা হবে। মৃতকে শুধু পাথর দিয়ে নয়, ধারালো অস্ত্র ও বাঁশ দিয়েও মারা হয়েছে। দুই পরিবারের শত্রুতার কারণে এই খুন হয়েছে বলে আমরা মনে করছি।'

পালটা চাপের ছক

প্রথম পাতার পর

এদিন দুপুরে ১৯ জন উপদেষ্টার রুদ্ধদ্বার আলাপচারিতার পর পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টা আমাদের সঙ্গে থাকছেন। অন্য উপদেষ্টারাও থাকছেন।'

তারপর তাঁর বক্তব্য ছিল, 'আমরা যে কাজ করছি, আমাদের ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই দায়িত্ব পালনে অনেক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে, কিন্তু আমরা সব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে আমাদের দায়িত্ব পালন করব। এটা তো বড় দায়িত্ব, এটার ওপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ, বহু বছরের ভবিষ্যৎ। এ দায়িত্ব আমরা ছেড়ে যেতে পারব না।'

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর চাপ বাড়াচ্ছিল বিএনপি সহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। অন্তর্বর্তী সরকারের দুই ছাত্র উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ও তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের পদত্যাগেরও দাবি করেছিল বিএনপি। এদিকে, নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও চোরাগোপ্তা মিছিল-মিটিং করেই চলেছে আওয়ামী লিগ।

তার মধ্যে সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান সরাসরি অন্তর্বর্তী সরকারের কাজকর্মে অসন্তোষ প্রকাশ করার পর পদত্যাগ জল্পনা উসকে দিয়ে ইউনূস শিবির নিজেদের পায়ের মাটি শক্ত করার চেষ্টা করছে বলে মনে করা হচ্ছে। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী শনিবার ঢাকার 'মার্চ ফর ইউনূস' অভিযান হয় বটে। কিন্তু শাহবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ খালিদ মনসুর বলেন, 'ওখানে অল্প কিছু লোকজন আছে।'

যদিও ওই কর্মসূচিতে সংবিধান সংস্কার, আওয়ামী লিগের বিচার এবং অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ৫ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধির দাবি তোলা হয়। তবে মার্চ ফর ইউনূসে হাতেগোনা মানুষের যোগদান শাসক শিবিরের অস্বস্তি বাড়িয়েছে। অন্যদিকে, জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম সাংবাদিক বৈঠকে সরকারের কাছে জুলাই ঘোষণাপত্র, আওয়ামী লিগের বিচার, সংস্কার ও নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার আবেদন জানান।

মোদির সফরে

প্রথম পাতার পর

প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনার সঙ্গে মাঠের কাজের দিকেও নজর রাখছেন বিজেপির নেতারা। দিল্লির একটি সংস্থা প্রধানমন্ত্রীর জনসভার মঞ্চ তৈরির কাজ করছে। কলকাতা, মালদা ছাড়া বিহার থেকেও তারা শ্রমিক নিয়ে এসেছে কাজের জন্য। ওই সংস্থার মাধ্যমেই আলিপুরদুয়ারের বেশ কিছু ঠিকাদার, ডেকোরেটার মঞ্চ তৈরির কাজ পেয়েছেন।

প্রায় তিন লক্ষ বর্গফুট সীমানায় প্রধানমন্ত্রীর জনসভা হবে। এরমধ্যে ২ লক্ষ ৭০ হাজার বর্গফুট জায়গা থাকবে সাধারণ মানুষের বসার জন্য। অন্যদিকে ৩০ হাজার বর্গফুট জায়গায় মূল মঞ্চ এবং নিরাপত্তার জায়গা থাকবে। মূল মঞ্চ হবে প্রায় ৩ হাজার বর্গফুটের। প্রশাসনিক সভার জন্য যে মঞ্চ হবে সেটাও প্রায় একই মাপের হবে। বৃষ্টিতে জনসভায় কোনও সমস্যা যাতে না হয় সেজন্য মাঠে বালি-পাথর দেওয়া হচ্ছে। সেটাকে সমান করে উপরে দেওয়া হবে কাঠের পাটাতন। সেই পাটাতনের উপরই প্রায় ৩৫ হাজার চেয়ার বসানো হবে। বিজেপির তরফে জনসভা করার জন্য প্যারেড গ্রাউন্ডের উত্তর দিক বেছে নেওয়া হয়েছিল। তবে নিরাপত্তার কারণে জনসভার মঞ্চ দক্ষিণ দিকে করতে হয়েছে। উত্তর দিকে তিনটি হেলিপ্যাড তৈরি হবে কিছুটা দূরত্ব রেখে। সেই কাজও এদিন শুরু হয়েছে। হেলিপ্যাড থেকে মূল মঞ্চ পর্যন্ত একটি ৬০০ মিটার লম্বা এবং ৬ মিটার চওড়া পেভার্স ব্লকের রাস্তাও হবে। হেলিকপ্টার থেকে নেমে ওই রাস্তা ধরেই প্রধানমন্ত্রী জনসভায় যাবেন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এথেলবাড়ি থেকে আনা হয়েছে পেভার্স ব্লক। সেটা দিয়েই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। কাজের সহযোগিতায় নেমেছে জেলা প্রশাসনও। পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ পরিদর্শন করতে দেখা গিয়েছে এদিন। এছাড়াও আলিপুরদুয়ার পুরসভা থেকে জলের ট্যাংক দেওয়া হয়েছে। জনসভার সময় যত এগিয়ে আসবে কাজের ব্যস্ততা ততই বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

সূচি অনুযায়ী আসার আগেই উত্তরবঙ্গে এবার বর্ষা কড়া নাড়ছে। বদলে যাচ্ছে তার চরিত্র, তাকে ঘিরে আমাদের সমস্ত অনুভূতিও। বর্ষার এই বদলে চলা ছবিকে নিয়েই এবারের রংদার রোববারের প্রচ্ছদ কাহিনী।

১৬ ছোটগল্প শুভময় সরকার
১৭ ছোটগল্প জয়দেব সাহা
ফুড ব্লগ : শুভ সরকার
১৮ দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা : মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর সরকার, প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ ঘোষ, বিভা দাস ও ছবি ধর

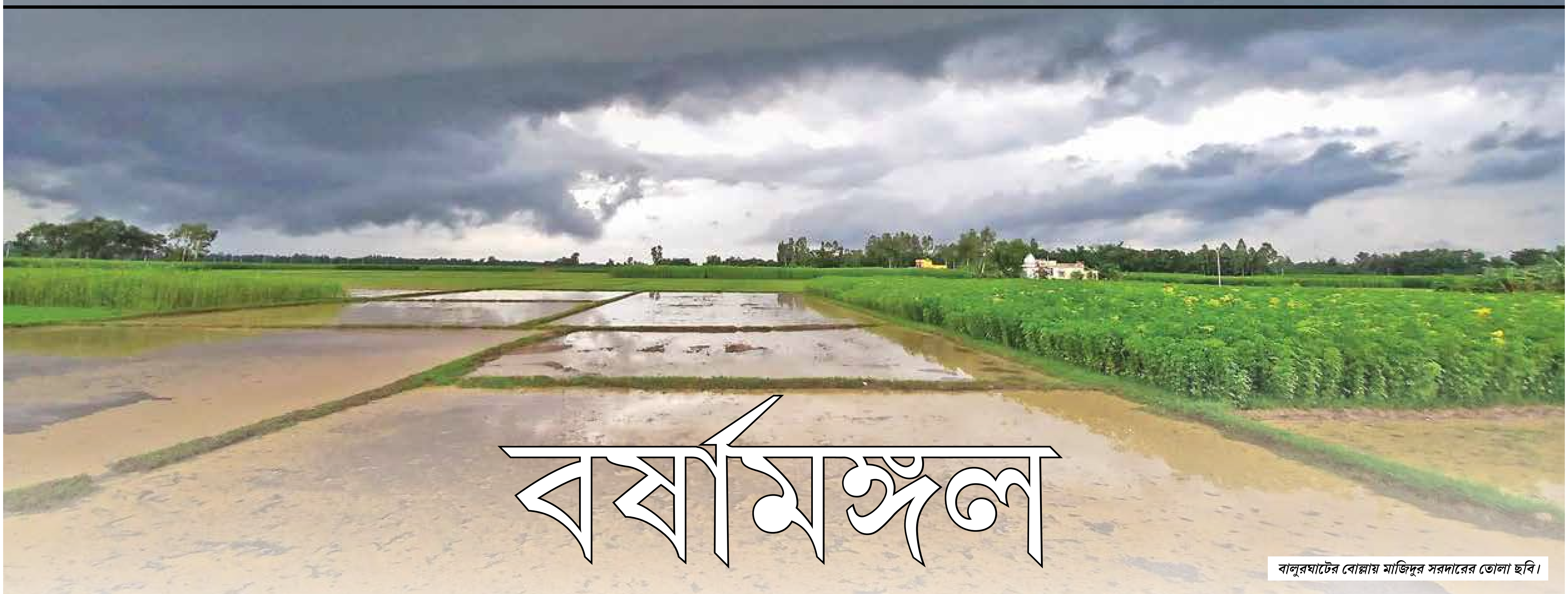

বর্ষামঙ্গল

বালুরঘাটের বোল্লায় মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

মেঘ দাও

বিপুল দাস

মধুর চায়ের দোকানে বসে বেশ আবেগ নিয়েই দেবু গান গাইছিল। অবশ্যই গুনগুন করে। এভাবে জনগণ অধ্যুষিত এলাকায় প্রাণ খুলে গাইতে ইচ্ছে করলেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কিছু গোপন কথা গোপন রাখাই ভালো। অবশ্য গোপন কথা বেশি দিন গোপন থাকে না, একদিন না একদিন বসন্তের মারিগুটিকার মতো ফুটে উঠবেই। কিন্তু দেবু কিছুতেই তার আবেগ কন্ট্রোল করতে পারেনি। বুকের ভেতরের জমাট বাষ্প কথা হয়ে গুনগুনিয়ে উঠেছিল– হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে...। গুনগুন করে গাইলেও তার স্বভাব-কর্কশ ময়ূরের মতো কণ্ঠধ্বনি মধু শুনতে পাচ্ছিল। সন্দেহজনকভাবে দেবুর মুখের দিকে তাকাল মধু। দিনকাল ভালো নয়, জলীয় বাষ্পপূর্ণ মেঘের দল পশ্চিমবঙ্গের দিকে পৌঁছে গিয়েছে। ছাতিমফুল আর কদমফুলের রেণু কালো মেঘের ছায়া মেখে কিছু পাবলিকের মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। অনেকেরই চলনে বলনে খ্যাপামির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কেউ মুড়িতে জল দেবার পর যেমন মুড়ি মিইয়ে যায়, তেমন অবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ একটা পেনসিল আর একটুকরো কাগজ জোগাড় করে প্রাণের বেদন রোধ করতে না পেরে সৃষ্টির উল্লাসে মেতে উঠেছে। কেউ ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। তাদের আশপাশে প্রবল বাত্যাপ্রবাহে খরবায়ু বয় বেগে। চারদিক তো মেঘে ছেয়েই আছে।

একে গোবিন্দদাসে রক্ষে নেই, রবীন্দ্রনাথ দোসর। একজন গেয়ে গেছেন ঝাম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি, ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া। কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খর শর হন্তিয়া। এই রিমিঝিম বরষায় প্রবল প্রিয়মিলনের বাসনা আমাকে শরাহত করে তুলেছে। তার ওপর আর এক কবি ডাক দিচ্ছেন – এসো কর স্নান নবধারা জলে, এসো নীপবনে ছায়া বীথিতলে। চারিদিকে ষড়যন্ত্রের মতো ছাতিমফুলের গন্ধ, কদমকেশরের ফুটে ওঠা, আকাশজুড়ে সজল মেঘের কজ্জলসজ্জা। মনের আর দোষ কী। মেঘ দেখলেই মনে হয় এই সেই মেঘ, যার কাছে গোপন বিরহবেদনা আর মিলনের কামনা জানিয়ে বিরহী যক্ষ প্রেমপত্র পাঠিয়েছে রামগিরি শিখর থেকে দূর অলকাপুরীতে। বুকের ভেতরে ছটফট করে ওঠে কোনও এক না-দেখা রহস্যময়ীর জন্য। মন সত্যিই মেঘের সঙ্গী হয়ে উড়ে যেতে চায় দিগদিগন্তের দিকে। বর্ষা এক ষড়যন্ত্রকারী ঋতু। কাঠখোট্টা মানুষের মন জলভারানত হয়ে রুক্ষ তাপপ্রবাহের দিনগুলোতে আরাম আনে, রস আনে। মধুর চায়ের দোকানে বসে দেবু তাই তার হেড়ে গলাতেও চেষ্টা করছিল হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে...।

দেবুর আজ সকালে ঘুম ভেঙেছিল প্রবল মেঘগর্জনে। তখনই মনে পড়ল আজ পয়লা আষাঢ়। খোলা জানলা দিয়ে উত্তরে তাকিয়ে দেখল ধূসর মেঘে ঢেকে আছে গিরিরাজ। দেবুর মেঘদূত পড়া নেই। থাকলে নির্ঘাত দেখতে পেত পাহাড়ের কোলে যেন হস্তীযূথের খেলা চলছে। কালো মেঘ সাজ মিলিয়েছে নীল অঞ্জন ঘনপুঞ্জ ছায়ায়। পৃথিবীজুড়ে ম্লানছায়া পড়েছে মন খারাপের। এমন দিনে কেন যে মনখারাপের বাতাস এসে শুধু শুধু উদাস করে দেয়। কী যেন একটা কথা বহুযুগের ওপার হ'তে ছুঁয়ে দিয়ে যায় দৈনন্দিন রুক্ষদিনের না-পাওয়াগুলোকে। কে যেন বলেছিল-- দেখা হবে। তার নাম মনে পড়ে না। কে যেন বলেছিল– কথা আছে। কে বলেছিল। সূক্ষ্ম জলকণার ভেতর দিয়ে ভেজা বাতাসে সওয়ার হয়ে সেই স্বপ্নে পাওয়ার মতো কথাগুলো এলোমেলো করে দেয় নিয়মের বেঁচে থাকাকে। বর্ষা বড় স্মৃতিমেদুর করে তোলে, বর্ষা বড় ফিসফিস করে কথা বলে, বর্ষা বড় বিশ্বাসঘাতক।

এরপর ষোলোর পাতায়

ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে 'ভাগ্য' বাঁধা

দেবদূত ঘোষঠাকুর

চশমাটা কিছুটা নাকের উপরে নামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আকাশ চেনেন?' যাঁর ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছি তিনি আমার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়ায় রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছি। আমতা-আমতা করে বললাম, 'কালপুরুষ, লুব্ধক, শুকতারা- এ সব বলছেন তো!' এখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে রিপোর্ট করতে এসেছেন, নাকি আবহাওয়া নিয়ে- টেবিলের ওপাশ থেকে ছুটে এল বাউন্সার। উত্তরের অপেক্ষা না করে বললেন, 'বাইরের আকাশ দেখে কি মনে হচ্ছে এটা আষাঢ় মাস?' তারপর বিড়বিড় করে নিজে দু'কলি আবৃত্তি করলেন, 'নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।' বর্ষার আকাশ হবে ঠিক এই রকম।

সালটা ১৯৯৮-'৯৯ হবে। মূল প্রশ্নের জবাবে যাওয়ার আগে বর্ষার মেঘ, কালবৈশাখীর মেঘ, শরতের মেঘ, ঘূর্ণিঝড়ের মেঘ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গেঁথে দিলেন মাথায়। সেই সময় নিয়ম মেনে চৈত্র-বৈশাখে তিন-চারটে কালবৈশাখী হত। আষাঢ় মাসে ঘন মেঘ ছেয়ে যেত আকাশে। তিলধারণের জায়গা থাকত না আকাশে। জলে টইটুম্বুর মেঘ ভেঙে অঝোর ধারায় নামত বৃষ্টি। আষাঢ় মাসের সেই মেঘও এখন আকাশ ছেয়ে থাকে না। বৃষ্টির জন্য শ্রাবণের তৃতীয় সপ্তাহের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। তবুও চৈত্র মাস থেকেই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। কালবৈশাখীর উল্লম্ব মেঘ খুঁজি। আষাঢ়ে খুঁজি ঘন কালো মেঘ। পেঁজা তুলোর মতো মেঘ খুঁজি ভাদ্র-আশ্বিনে। দেখা মেলে না। আর মনে পড়ে সেই নাকের উপরে চশমা নামানো আবহবিদের কথা। রাজেন্দ্রনাথ গোলদার। ১৯৯৮-'৯৯-তে তিনি তখন আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা। কোন প্রাকৃতিক কারণে কেবলমাত্র দুই বাংলা এবং ভারতের ছোটনাগপুর এলাকাতেই একমাত্র কালবৈশাখী তৈরি হয়, মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের গতিপ্রকৃতি কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঘূর্ণিঝড় তৈরির মালমশলা কী কী তার 'সহজপাঠ' ছিলেন ওই অঙ্কের পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথবাবু। বর্ষার নির্ঘণ্ট তৈরি হত আগের বছরগুলির দেওয়া পরিসংখ্যান, বায়ুপ্রবাহের গতিপ্রবাহ, বাতাসের তাপমাত্রাকে অঙ্কের ফর্মুলায় গেঁথে। ওই মানুষটির কাছে এই অঙ্ক ছিল জলভাত। তখন উপগ্রহ চিত্রের রমরমা অবশ্য শুরু হয়নি।

সীমিত জ্ঞান আর দৈনিক সকাল-বিকেল আকাশ দেখার অভ্যাসের উপরে ভর করে আবহাওয়া নিয়ে লেখালেখি করতে গিয়ে হোঁচট খেতে হল। বেশিরভাগ সময়েই দেখা যাচ্ছে উত্তরবঙ্গে মাঠ-ঘাট যখন ভেসে যাচ্ছে, তখনও পুড়ছে দক্ষিণ। সেখানে বৃষ্টি নেই। রাজ্য একটাই। বৃষ্টির কারণ দুটি ক্ষেত্রেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। তাহলে বর্ষার নির্ঘণ্টে এই তারতম্য কেন? পরে জেনেছি, ভারতীয় উপকূলে বর্ষা কখন, কীভাবে ঢুকবে তার একটা নিয়ম আছে। কয়েকটি ঘটনা পরপর সঠিক ছন্দে ঘটলে তবেই বর্ষা তার নির্দিষ্ট গতিপথ বজায় রাখে।

আষাঢ়ে খুঁজি ঘন কালো মেঘ। পেঁজা তুলোর মতো মেঘ খুঁজি ভাদ্র-আশ্বিনে। দেখা মেলে না। আর মনে পড়ে সেই নাকের উপরে চশমা নামানো আবহবিদের কথা।

এরপর ষোলোর পাতায়

কাদা নেই, খেলাও নেই, তবু বৃষ্টি আছে...

রঙ্গন রায়

লুই আর্মস্ট্রংয়ের 'হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ল্ড' গানের কথা মনে পড়ছে। পৃথিবী বদলে যায়, যুদ্ধ হয়, মহামারি হয়, হয় বিশ্বায়ন। কিন্তু মানুষের আশা ও বিশ্বাস বদলায় না। বদলায় না ভালোবাসা। তা ওয়ার্ল্ড ছাড়ুন। জীবনানন্দ দাশ বলেছেন, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর'। বাংলারও সমগ্র মুখমণ্ডলের দিকে তাকাতে হবে না। ভ্রূপল্লবের সেই অপার্থিব বাঁকেই দৃষ্টি স্থির করুন, হে পাঠক। মনে হবে, ডুয়ার্সের রূপ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর! আসলে এই উত্তরবাংলার জল জঙ্গল জনসত্তা, প্রস্তর পাহাড় পর্যটন আপনাকে নিয়ে যাবেই সুকোমল সৌন্দর্যের কাছে। আর এই সৌন্দর্যের প্রতিটি রোমকূপে যদি নেমে আসে বৃষ্টি!

যাঁরা ডুয়ার্সে এসেছেন, এখানকার বর্ষাকাল দেখেছেন, তাঁরা জানেন, পাহাড় ও জঙ্গলের সঙ্গে জলের এক অপূর্ব যোগাযোগ। বৃষ্টির কুয়াশা জড়ানো মিস্টিক আবহাওয়ায় আচমকা দেখে ফেলা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা! কিংবা, ঘন জঙ্গলের ভেতর বৃষ্টি মাথায় আসতে আসতে দেখলেন, অরণ্য সেজে আছে অলৌকিক বাগানে। এই তো সেদিনই, এক বন্ধুর সঙ্গে স্কুটারে ফিরছিলাম চালসা থেকে। তখনও বর্ষাকাল আনুষ্ঠানিকভাবে আসেনি। সামনেই প্রিয় রাস্তা– লাটাগুড়ি জঙ্গল। তার বেশ কিছুটা আগেই যে একপশলা অরণ্য, তার নাম টিয়াবন। যিনি এই নামকরণ করেছেন, তিনি নিঃসন্দেহেই কবি। জীবনে একটিও কবিতা না লিখলেও, মানুষ কবি হতে পারে, যদি তার সৌন্দর্যপিপাসু মন থাকে। যদি সে বিস্মিত হতে জানে। তো সেই বিপুল বনরাজির অন্তরে অন্তরে সদ্য বৃষ্টি থামা আলো এসে পড়েছে, যেন স্প্রে করে দেওয়া কুয়াশা। হাতছানি দিচ্ছে তার চেতনায় ঢুকে পড়বার জন্য। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুভব করার চেষ্টা করলাম আরণ্যক আমিকে। গাছ থেকে টুপটুপ করে জল পড়ছে, নীচের মৃত পাতায়। পাখিরা বৃষ্টি থামার আনন্দে ডেকে উঠছে মৃদুমৃদু। পতঙ্গের উড়ন্ত শব্দ মনে জমাটি ভালোলাগা ছড়িয়ে দিচ্ছে। এমন সময় সুরেলা পিতলের ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠল। গরুমারা জঙ্গলে এক ধরনের ঝিঁঝিপোকা আছে, যারা ডেকে উঠলে, মনে হয় ঘণ্টাই বাজছে। এই ঘণ্টাধ্বনিই মনে করিয়ে দিল, ছুটির কথা। বর্ষাদিনের প্রকৃত আনন্দ।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে 'রেইনি ডে'র কথা! বৃষ্টির জন্য ছুটির কথা! আমরা যারা ডুয়ার্সবঙ্গের চা বাগানের আশপাশের ছোট ছোট গ্রাম বা শহরে বড় হয়েছি, তারা জানি– বর্ষা মানেই শুধু বৃষ্টি নয়। বর্ষা মানে কাদা পায়ে স্কুল থেকে বাড়ি, বর্ষা মানে ছাতা হারিয়ে ফেলা, খাতার পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নৌকা ভাসানো, জলকাদা ভর্তি মাঠে ফুটবল নিয়ে উস্তমকুস্তম, সপাসপ আছাড় খাওয়া, পড়া ভুলে জানলার ধারে হাঁ করে বসে বৃষ্টি আর মায়ের গলায় চিৎকার– 'তুই ফের বই বাদ দিয়ে...' এসবই ছিল নির্মল ছোটবেলার স্থায়ী ছবি। বর্ষাকালের রচনায় লেখা সত্যিকারের পয়েন্ট।

কিন্তু বৃষ্টি শব্দটা কি আর আগের মতো করে আপনাকে নাড়া দিয়ে যায় এখন? একসময় এপ্রিল মাস থেকেই কালবৈশাখী, শিলাবৃষ্টি দিয়ে আমাদের এখানে নেমে আসত বর্ষা। এই স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে, ছিল না প্যাচপেচে গরমের চিহ্ন মাত্র। কিছুদিন আগে অবধি দেখেছি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে টানা তিনদিন যদি কাঠফাটা গরম পড়ে, তবে চারদিনের দিন বৃষ্টি অবধারিত। আর বৃষ্টি নামলে উঠোনে জল না দাঁড় করিয়ে তা থামে না। কিন্তু আজ! টানা পনেরো-কুড়িদিন গরম থাকছে, বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। আগে মে-জুন-জুলাই-অগাস্ট, চার মাসই বর্ষাকাল ছিল। কিন্তু আজ চাতক পাখি আর আমাদের কোনও পার্থক্য নেই। যে বৃষ্টি মানে ছিল জলের ছপছপ, মাঠের সোঁদাসোঁদা আর বাচ্চাদের কাদামাখা হাঁটুর গন্ধ– বর্ষার সেই চরিত্রই হারিয়ে গেছে!

আজকাল চারদিকে ভীষণ উন্নয়ন। পিচঢালা রাস্তা, আর কংক্রিটের পুকুরপাড়। জলই দাঁড়ায় না। শিশুরাও দাঁড়ায় শুধু কোচিং-সেন্টারে, ভিডিও গেমে আর কম্পিউটারে। খেলা কোথায়? কাদার গন্ধটাই তো ভুলে গেছে ওরা। আগের মতো পায়ের আঙুল গুঁজে জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় নেই কারও!

সেই যে ছোটবেলায় গাছতলায় বসে বৃষ্টির গল্প শুনতাম, থালার মতো মাঠ আর ওলটানো কড়াইয়ের মতো আকাশ– এখন সেই গাছ নেই, মাঠ নেই, আকাশ নেই। সমানে কাটা হতে থাকে গাছ। শুধু জায়গাগুলোর নামেই রয়ে গেছে তারা। কেমন যেন বৃষ্টিও পালটে গিয়েছে। আগে হত দিনভর ঝিরঝিরে বৃষ্টি, হাওয়া বইত গন্ধ নিয়ে- চা বাগানের কচি পাতার, ভেজা মাটির, মায়ের আলুর চপ, বাবার ঘেমো বৃষ্টিভেজা জামার গন্ধ। এখন হঠাৎ হুট করে নামে বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ঝলকে যেন প্রকৃতিও আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। চা বাগানে এখন আর ছেলেমেয়েরা ছাতা মাথায় পাতা তুলতে যায় না। এখন মেশিন, এখন শিফট, এখন গার্ডের বাঁশি। আর আমরা, যারা শহরে বাস করছি, তারা বর্ষাকেও হিসেব করে দেখি- কত ট্রাফিক হবে, ছাতা নেব কি না, সন্তানের স্কুল খোলা থাকবে তো?

যাঁরা ডুয়ার্সে এসেছেন, এখানকার বর্ষাকাল দেখেছেন, তাঁরা জানেন, পাহাড় ও জঙ্গলের সঙ্গে জলের এক অপূর্ব যোগাযোগ। বৃষ্টির কুয়াশা জড়ানো মিস্টিক আবহাওয়ায় আচমকা দেখে ফেলা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা!

এরপর ষোলোর পাতায়

জয়ন্তীতে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কালো জল ও একটি পরিযায়ী আখ্যান

শুভময় সরকার

কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করবি না এই শহরে। সব শালা তোকে লেঙ্গি মেরে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। কথাটা বললাম, মনে রাখিস। এখানে ক'দিন থাকলে নিজেও বুঝে যাবি।

কথাগুলো বলতে বলতে বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে ভগীরথ। ভগীরথ সম্পর্কে সুরথের মামা, যদিও রক্তের সম্পর্ক বলতে যা বোঝায় সেসব কিছু নেই, গ্রামতুতো সম্পর্ক। এ শহরে ভগীরথের আসা প্রায় পনেরো বছর আগে, কাজের খোঁজে। শহরটাও তখন অন্যরকম। কাজের জায়গায় এত লেঙ্গি ছিল না, তবে হ্যাঁ, ছিল না যে একেবারেই তা নয় তবু যেন কোথাও আপনত্ব ছিল। ভগীরথ রিকশায় বসে দূরের পাহাড়টার দিকে তাকায়। বয়েস বাড়ছে, চুলে পাক ধরেছে। পাশে সুরথ। অনেকদিন পর গ্রামটার জন্য মনটা কেমন করে ওঠে,

– বড় পুকুরচালাটা একইরকম আছে রে...! নদীটা...

প্রশ্নটা আনমনেই করে ভগীরথ, পাহাড়ের আলোগুলো দেখতে দেখতে...

– হ্যাঁ মামা, একইরকম, শুধু একটা ছোট অফিসঘর হইসে, মঙ্গল আর বৃহস্পতিবার খোলে, খাজনা আর ট্যাক্স নেয়। বাকিদিন তালা মারা থাকে।

ভগীরথ আজ অন্য মুডে, কথাগুলো কানে যায় কি না বোঝে না সুরথ। অনেকদিন পর ভগীরথ যেন ওর ফেলে আসা আস্ত গ্রামটাকে ফিরে পেয়েছে। এই শহর থেকে ওর গ্রামে যাওয়া সাকুল্যে ঘণ্টা পাঁচেক কিন্তু গত পনেরো বছরে যতবারই ফিরে যাবার জন্য আকুল হয়েছে মন, ভারী হয়েছে বুক। নিজের ইচ্ছেটাকে আটকেছে। আজ অনেকদিন পর সুরথকে পাশে নিয়ে রাতের শহরে রিকশায় বসে কেমন হালকা লাগে ভগীরথের।

শহরের তিনটে স্টেশনের মধ্যে এটাই হালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশ দরজা। সময়ের সঙ্গে পাহাড়তলির এই শহর বড় হতে হতে এ অঞ্চলের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীর আপ্তবাক্যেই শহরের রমরমা। প্রতিবেশী জেলাগুলো ছাড়িয়ে রাজধানী শহর, এমনকি পড়শি রাজ্যগুলো থেকেও কাজের সন্ধানে ছুটে আসে মানুষ। কাজের সূত্রেই তো সুরথেরও এ শহরে আসা। মাসখানেক আগে লক্ষ্মীদির ফোনটা আসে রাতের দিকে। সারাদিনের কাজের পর ক্লান্ত শরীরটা সবে বিছানায় এলিয়ে দিয়েছে, ফোন বেজে উঠতেই খানিকটা বিরক্ত হয়ে ধরেছিল,

– ঘুমায় পড়চিস নাকি রে ...!

ওপাশের গলাটা প্রথমটায় বুঝে উঠতে পারেনি ভগীরথ তবে মুহূর্তেই চেনা কণ্ঠ আর উচ্চারণে চিনে ফেলেছিল লক্ষ্মীদিকে। গ্রাম ছেড়ে আসার পর একমাত্র লক্ষ্মীদির সঙ্গেই যোগাযোগ রয়ে গিয়েছে। অনিয়মিত হলেও ফোনে কথাবার্তা হয়।

– না না, কাজের থেকে ফিরলাম একটু আগে, শুয়েছিলাম। এইটা তোমার কোন নম্বর, নাম উঠল না তো...!

– নতুন নম্বর রে...!

সুরথের ব্যাপারে সে'দিনই কথা হয়। লক্ষ্মীদির সেই অর্থে কোনও পিছুটান নেই একমাত্র সুরথ ছাড়া। বেশ কিছুটা সময় কথা হয় সেদিন, লক্ষ্মীদির কথা শুনে কোনও দ্বিধা না করেই সুরথকে চলে আসতে বলেছিল ভগীরথ,

– অত চিন্তা করতে হইব না, পাঠায় দ্যাও, আমি তো একলা মানুষ, আমার সঙ্গেই থাইকে যাবে।

সে রাতে লক্ষ্মীদিও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে গিয়েছিল। এ শহরে আসার পর নিজেদের গ্রামের চিরকালীন কথার টান আস্তে আস্তে পালটে ফেলেছিল ভগীরথ, রপ্ত করেছিল এই শহরের টান। অদ্ভুত এক মিশেল ভাষা চলে এখানে। পাশের অঞ্চল, জেলার ভাষার সঙ্গে এখানে ঠিক মেলে না। কাজের তাগিদে যারা এই শহরে পা রাখে, আস্তে আস্তে তাদের ভাষায় এখানকার নিজস্ব টান চলে আসে, ভগীরথেরও এসেছে। তবে লক্ষ্মীদি বা কচিৎ-কদাচিৎ ওদের অঞ্চলের কারও সঙ্গে শহরে দেখা হয়ে গেলে বা ফোনে কথা হলে, পুরোনো টানটা ফিরে আসে। মাঝে প্রায় মাসখানেক, সুরথ চলে আসে, ভগীরথও যেন অপেক্ষায় ছিল, সুরথ আসার পর সেটা বেশ ভালোমতো অনুভব করে। সারাদিন কাজের পর বাড়ি ফিরে বড় একা লাগত এতদিন। কথা বলার কেউ নেই। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়া তাড়াতাড়ি। সুরথ এখানে আসার পর থেকে ক'দিন ধরে ঘুম আর আসতে চায় না। ভাড়াবাড়ির বারান্দায় খাওয়াদাওয়ার পর মোড়া নিয়ে বসে গল্প করে দুজন, বহু রাত অবধি। কত কথা হয় দুজনের। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গ্রামের সব খবর জানতে চায় ভগীরথ। কথার মাঝেই সুরথ জানতে চায় - মামা, তুমি গ্রামে আসো না ক্যান...! উত্তর দেয় না, চুপ করে থাকে ভগীরথ, ও ভগীরথের চোখ পড়তে পারে, চোখের কোনায় চিকচিক দেখতে পায়। কথা আর বাড়ায় না, অন্য কথা পাড়ে, তারপর দুজন শুয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ে সুরথ। ঘুম আসে না ভগীরথের। রাত বাড়ে, কত কথা মনে পড়ে যায়, তারপর একসময় দু'চোখের পাতা লেগে আসে। শেষরাতে অজানা কোনও পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেলে নিশ্চুপে দরজা খুলে বাইরে বেরোয়, শরতের ভোরের এই হালকা হাওয়ায় শিরশির করে শরীর। স্টেশন এখান থেকে কাছেই, ট্রেনের হুইসল ভেসে আসে। অদ্ভুত লাগে এই নিঃস্তব্ধ রাতে শব্দটা। দিনের কোলাহলে এত স্পষ্টভাবে হুইসল শোনা যায় না, সব চেনা শব্দগুলোই রাতে অন্যরকম। এই ভাড়া বাড়ির উঠোনে একটা শেফালি গাছ, শেষরাতে সাদা ফুলগুলো পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্বলজ্বল করে। ভোরের আগেই মাটিতে ঝরে পড়ে টুপটাপ...!

ছোটগল্প

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীর আপ্তবাক্যেই শহরের রমরমা। প্রতিবেশী জেলাগুলো ছাড়িয়ে রাজধানী শহর, এমনকি পড়শি রাজ্যগুলো থেকেও কাজের সন্ধানে ছুটে আসে মানুষ। কাজের সূত্রেই তো সুরথেরও এ শহরে আসা।

(২)

স্টেশন ঘিরে দালালি একটা বড় পেশা। শহরটা ট্যুরিস্ট স্পট আর ব্যবসার কেন্দ্র, ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই দালালির ডালপালা ছড়িয়েছে অনেকদূর। এই কয়েক বছরে সেই দালালির পেশায় থেকে এর অলিগলি পথ হাতের রেখার মতো চেনা ভগীরথের। কলকাতা থেকে সকালের ট্রেনগুলো প্রায় পরপরই সব ঢোকে। দিনেরবেলায় দালালির কাজ দ্বিমুখী সাধারণত– গাড়ি এবং হোটেল। ভগীরথ এই দুটোর মধ্যে 'যখন যা লাগবে'-তেই থাকে, হোটেলের ব্যবস্থা থেকে গাড়ি বুকিং সবরকম কাজই শিখে নিয়েছে ক'বছরে। অলিগলি পথের এই দালালির ব্যবসায় সময় একটা বড় ব্যাপার, সেটা বুঝতে হয়। দিনের আলো ফুরোলে চাহিদার ডালপালা নড়ে, দীর্ঘ হয় পেশার পরিধি। কাস্টমারের চাহিদা মুখ-চোখ দেখলেই বোঝা যায়। সময় যত এগিয়েছে, ভগীরথ কাস্টমারের চোখের ভাষা চিনতে শিখেছে। ও জানে রাত বাড়লে চাহিদার চোখ অনেকটাই পালটে যায়। তখন হোটেলের ঘর ঘণ্টা হিসেবে রেট হয়, আনাচে-কানাচেতে রুগ্ন, কালো হয়ে যাওয়া মেয়েগুলো অপেক্ষায় থাকে। এসব দেখতে দেখতে ভগীরথ কবে যেন গ্রামের কথা ভুলে গিয়েছে, ভুলে যেতে চেয়েছে, তবে মনে পড়লেই বুকের ভেতরে গুমরে ওঠে, গলার কাছে দলা পাকায়। সেসব গুমরে ওঠা দিনে কাজের শেষে জোর আড্ডা মারে ভগীরথ, ইউনিয়ন অফিসে যায়, ক্যারম খেলে, কোনওদিন তাস। বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে জলদি। ঘুম আসে না। কত কথা মনে হয়, বুকের ভেতরটা ফের মোচড় দেয়, তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে...! ভোরে উঠে দেখে উঠোনজুড়ে সাদা শিউলি। ফুলগুলো আলতো করে কুড়িয়ে ছোট্ট চিনেমাটির প্লেটে ঘরের টেবিলে রেখে দেয় অল্প জল দিয়ে। গন্ধে ভরে ওঠে ঘর।

গত ক'দিন বাড়ি ফিরে সুরথের সঙ্গে ছোট্ট বারান্দায় বসে গল্প হচ্ছে না। দিনকয়েকের জন্য বাড়ি গেছে সুরথ, ক'দিন পর ফিরবে। গিয়ে ফোন করেছিল– মামা, ঠিকঠাক পৌঁছাইসি। সুরথের এখনও এই শহরের মিশেল ভাষাটা রপ্ত হয়নি পুরোপুরি। ছেলেটা বড় মায়ায় জড়িয়েছে। পনেরো বছরের একা থাকার অভ্যেসটা পুরোপুরি বদলে গিয়েছে ক'দিনেই। সারাদিন কাজের শেষে বাড়ি ফিরে দুজন ছোট্ট বারান্দায়, কোনওদিন উঠোনে শিউলি গাছটার তলায় বসে গল্প করে। কত কথা। সুরথ চুপ করে মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে একের পর এক গল্প শুনে যায় ভগীরথের। ওদের গ্রামের পুরোনো দিনের গল্প, এই শহরের গল্প, কাজের রাস্তার নানা মজার সব গল্প। সুরথও অপেক্ষায় থাকে কাজ থেকে ফিরে। ও ভগীরথের অনেকটা আগেই ফিরে আসে। রাস্তাঘাটও সব চিনে গিয়েছে এই মাস দেড়েকে। ভগীরথ সুরথকে স্টেশন এলাকারই একটা চেনাজানা মিষ্টির দোকানে কর্মচারীর কাজে লাগিয়েছে। মাইনে তেমন কিছু নয়, তবে দুপুরের খাওয়া ওখানেই। কাজও বেশি নয়, রাতে আটটার মধ্যে ওকে ছেড়ে দেয় মালিক। দোকানের মালিক বিশু ঘোষের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ভগীরথের। সুরথও বেশ মানিয়ে নিয়েছে কাজের সঙ্গে।

(৩)

অনেকদিন পর নদীটার কাছে গিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয় সুরথ। ওদের গ্রাম ঘেঁষে বয়ে যাওয়া নদীটা বড় শান্ত। সারাবছর টলটলে জল, গ্রামেরই এক সদস্য যেন, তবে বর্ষার সময় রূপ একদম অন্য। এতদিন পর গ্রামে এসে সবকিছুই নতুন করে ভালো লাগে সুরথের। সব চেনা জায়গাগুলো নতুন লাগে। শহরে যে দোকানে কাজ করে তার ঠিক পেছনে, একদম লাগোয়া এক নদী। দোকানের পাশেই কংক্রিটের ছোট্ট ব্রিজ পেরিয়ে সে নদী গিয়ে মিশেছে বড় নদীতে। দুপুরে কাস্টমার প্রায় থাকে না, দোকানের পেছনের ছোট্ট ঘরটায় বসে খেতে খেতে কালচে নোংরা জলের নদীটাকে দেখে আর এই নদীর কথা মনে পড়ে। আজ সকালে ভগীরথের সঙ্গে কথা হওয়ার পর থেকেই মনটা ভার হয়ে আছে। ভগীরথই ফোন করেছিল,

– কবে আসবি রে সুরথ

– দেখি, সামনের সপ্তাহে মামা, কতদিন পর আসচি

– বল তালে আমি কতদিন যাই না, আমার মন কেমন লাগে। তুইও নাই, বাড়িটা ফাঁকা।

ভগীরথের ফোন আজ সুরথকে কেমন অস্থির করে তোলে, নইলে তো বেশ ভালোই কাটছিল এসে। কত গল্প সবার সঙ্গে। কেন যে মামাটা গ্রামে আসে না কে জানে, মাকেও জিজ্ঞেস করেছে, সে'রকম কোনও উত্তর পায়নি। তবে সুরথ এটুকু বোঝে, মানুষটা বড় একা আর মনের যত দুঃখ সব রাতে গুমরে ওঠে। একেকদিন রাতে গল্প করতে করতে বোঝে কী যেন একটা কথা, দুঃখ বলতে গিয়েও আটকে যায় ভগীরথের গলায়। এই গ্রামের সঙ্গে যতটুকু যোগাযোগ সেটা সুরথের মায়ের সঙ্গেই। মায়ের গ্রামতুতো ভাই আর সেই সূত্রেই ভগীরথকে মামা হিসেবেই চেনে। তবে লতায়পাতায় একটা আত্মীয়তাও নাকি আছে। এই গ্রামের কমবয়সিরা ভগীরথকে সেভাবে চেনে না, ওদের বাড়িটাও আর নেই। বিক্রি হয়ে গিয়েছে, অন্য লোক কিনে পাকা বাড়ি তুলেছে। তবে ভগীরথ যে খুব ডাকসাইটে মানুষ ছিল সে কথা মায়ের কাছেই শোনা। কত গল্প শুনেছে মায়ের কাছে। ফোনে যখন কথা হত, মাঝে মাঝে সুরথের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিত মা। ছোট বয়েসে কয়েকবার দেখেছে কিন্তু নতুন করে দেখা বলতে বহুদিন পর কাজে গিয়েই। বছর কুড়ির আজকের সুরথ এখন ভাবে ভগীরথের জন্য। বড় আপন করে নিয়েছে মানুষটা ক'দিনেই। অনেকদিন পর নদীপাড়ে বসে বুক ভরে হাওয়া টানে, তারপর শান্ত ঘরোয়া নদীটার দিকে তাকায় সুরথ আর কষ্ট হয় ওই দোকানের পাশের কালচে নদীটার জন্য। যে নদীকে প্রতিদিন কুৎসিত আর নোংরা লাগে, আজ গ্রামের এই নদীটার দিকে তাকিয়ে কেমন মায়া হয় ওই কালো জলের নোংরা নদীটার জন্য।

(৪)

সুরথ দেশের বাড়িতে যাবার পর থেকেই বাড়ি ফিরে আর বেশি রাত করে না ভগীরথ, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে, তবে গতকাল থেকেই ভোররাতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে আর তারপর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না, দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায় শিউলি গাছটার তলায়। আজও ঘুমোচ্ছিল, অদ্ভুত একটা স্বপ্নে ঘুমটা ভেঙে যায় ভগীরথের। গ্রামের সেই পাকড়াশিদের বাগান লাগোয়া পুকুরপাড়টা ভেসে উঠেছিল স্বপ্নে। পাকড়াশিদের মেজ-বৌ এসেছিল চুপিসাড়েই সেদিন। জ্যৈষ্ঠের ঝিমধরা দুপুরে নির্জন বাগানটাই নিরাপদ ছিল। সেদিন মেজ-বৌয়ের চোখে আগুন মেশানো বিষণ্নতা ছিল, খেয়াল করেছিল ভগীরথ। সে চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারেনি, ভগীরথের হাতদুটো চেপে ধরেছিল মেজ-বৌ, আস্তে আস্তে উষ্ণ হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ফিরে এসেছিল ভগীরথ। ফিরে গিয়েছিল মেজ-বৌ। ছোটবেলার বন্ধু ও বাড়ির মেজো ছেলের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গের কাজটা করতে পারেনি। খানিক দূর দিয়ে বয়ে চলা শান্ত, স্নিগ্ধ নদীটার চলমান জীবনের ছন্দটাকে নষ্ট করে দিতে পারেনি, নিজের অসহায়ত্বকে শাস্তি দিতে নিজের জীবনের ছন্দটাকেই ভেঙে দিয়েছিল ভগীরথ। গ্রাম ছেড়েছিল, ভাসিয়ে দিয়েছিল নিজেকে, তারপর এই শহরের কালো জলের নোংরা নদীটার পাশেই চলে আসা, বেঁধে যাওয়া আবর্জনার মতো।

এ শহরকে, নতুন পেশাকে, এই ধান্দাজীবনকে ভালোবাসতে পারেনি। তবে আজ প্রথমবার এই শেষরাতে ট্রেনের হুইসল শুনতে শুনতে কালো জলের নদীটা আর স্টেশন চত্বরে কয়েকঘণ্টার জন্য বেসাতি হওয়া লিপস্টিক ঠোঁটের রুগ্ন মেয়েগুলোর জন্য বড় কষ্ট হয় ভগীরথের। শহরটাকে কি তবে ভালোবাসছে ভগীরথ...!

মেঘ দাও

পনেরোর পাতার পর

গত বর্ষার প্রিয়মুখ জলে ভিজে অস্পষ্ট হয়ে যায়। সবই মনে হয় জীবনের জলছবি। যে দৃশ্য ছিল চির আনন্দদায়ক, বর্ষা ফুরোলে সেই বিম্ব বোঝা যায় আসলে ছিল জলের বুদ্বুদ। ক্ষণকালের মায়ামাত্র।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেবু দেখল সবুজ আরও কত সবুজ হয়ে উঠেছে। যে দীর্ঘ খর দিনগুলো গেল জীবনকে দগ্ধ করে, মাঠের মানুষ বারে বারে আকাশে হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে দেখতে চেয়েছে কোথাও একটু মেঘের ইশারা। নইলে শুকিয়ে যায় প্রাণ। প্রেম কোথা থেকে আসবে আকাশে মেঘের ছায়া না ঘনালে। পত্রপুটে জল নিয়ে আরও সবুজ হয়ে উঠবে বলে উদ্ভিদ অপেক্ষা করে আছে। নইলে ফুল ফুটবে কেমন করে, ফল আসবে না বৃক্ষে। পাখি গান গাইবে না। সেও কি জীবনের সঙ্গে প্রেম নয়। আর যেই আকাশজুড়ে কালো খ্যাপা হাতির মতো মেঘপুঞ্জ ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠল, অমনি যেন চরাচরজুড়ে জীবন জেগে উঠল। গান এল প্রাণে। প্রাণ এল সব শীর্ণ দীর্ণ জরাজীর্ণ স্বরলিপিতে। বসন্তের জেগে ওঠা আর বর্ষায় জেগে ওঠা আলাদা। বসন্তে আবিরে গুলালে কিছুটা শরীরী বাসনাব্যাকুলতা আকুল করে তোলে। বাতাস বড় প্ররোচনামূলক হয়ে ওঠে। বর্ষার জেগে ওঠা খয়েরি বর্ণ থেকে সবুজে ফিরে আসা। জীবনের গোপন স্পন্দনের কথা।

প্রেম কোথায় থাকে? থাকে আমাদের বেঁচে থাকার সরসতায়। আমাদের শিকড়ের জল সন্ধানে। সব ধূসরতার বিরুদ্ধে জলীয় আগ্রাসনে। হে মৃত্তিকা, মৃদুল হও। গাগরি বারি ঢালি করি পিছল চলতহি অঙ্গুলী চাপি। জীবনের মাধবসখার সঙ্গে অভিসার কী অতই সোজা। পায়ে যদি কাঁটাই না ফুটল, তবে যা পেলাম তার মূল্য বোঝা যায় না। বর্ষা যেমন পথ পিছল করে দেয়, তেমনি স্নিগ্ধ করে রুক্ষ দিনযাপনের গ্লানি।

দেবুর মতোই আমাদের প্রাণে গান আসে। কোনও রহস্যময়ীর জন্য অজানা বেদনায় বলতে ইচ্ছে করে– যাও মেঘ, বোলো তারে। হৃদয়ের গভীরে চিরকালীন এক বিরহী আত্মার কান্না বর্ষার জলবিন্দু হয়ে প্রেম তৈরি করে। আরও থাকে মায়ামেঘ। আপাত জলসম্ভব, আসলে বাতাস এলে উড়ে যায় দূর সাগরের দিকে। তবু মানুষ ও পাখি মল্লারে গান গায়। ভিজে ওঠে দাহের দিন। আমাদের প্রেম পায়।

বালুরঘাট শহর ও চকভৃগুতে ছবিগুলি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে 'ভাগ্য'

পনেরোর পাতার পর

ক) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আসে দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে। মে মাসে তার যাত্রা শুরু হয়। বিষুবরেখা পেরিয়ে সে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে ঢোকে।

খ) সূর্য কিছুটা উত্তর দিকে সরতে থাকায় এপ্রিল-মে মাসে দিল্লি, রাজস্থানে তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে যায়। তাপমাত্রা প্রায় ৫০ ডিগ্রি ছুঁয়ে যায়। সমতল এবং সমুদ্রের মধ্যে তাপমাত্রার ফারাকটা যত বাড়ে, মৌসুমি বায়ু তত দ্রুত ভারতীয় ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে যায়।

গ) ভারত মহাসাগর থেকে উৎপন্ন এই বায়ুপ্রবাহের মূল শাখা দুটি। একটি বঙ্গোপসাগরের পথ। যার প্রবেশপথ আন্দামান। অন্যটি আরব সাগরের পথ। যার প্রবেশপথ কেরল।

ঘ) প্রথম পথটি দ্রুতগামী। সাধারণত আন্দামানে ঢোকে ১৫ মে নাগাদ। সেখানে ঘূর্ণাবর্ত থাকলে ওই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বর্ষা আন্দামানে পৌঁছে যায়। ওই শাখাটি অতি দ্রুত আন্দামান হয়ে বঙ্গোপসাগরের পথ ধরে এগিয়ে যায় মায়ানমারের দিকে। ১ জুন নাগাদ মায়ানমার-উত্তর পূর্বাঞ্চল হয়ে তা পৌঁছে যায় উত্তরবঙ্গের দরজায়।

ঙ) দক্ষিণবঙ্গ তাকিয়ে থাকে মৌসুমি বায়ুর অন্য পথটির (কেরল পথ) দিকে। শুধু দক্ষিণবঙ্গ কেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল আর উত্তরবঙ্গ ছাড়া গোটা দেশের বর্ষা নির্ভর করে মৌসুমি বায়ুর কেরল পথটির উপরে। আরব সাগর হয়ে ওই পথটির কেরল ঢোকার কথা ১ জুন। তখন অন্য পথটি পৌঁছে যাওয়ার কথা উত্তরবঙ্গের দরজায়। কেরল পথটি এরপর ধীরে ধীরে উঠে আসে উপরের দিকে। সাতদিনে তার পৌঁছে যাওয়ার কথা দক্ষিণবঙ্গে।

চ) কোনও ঘূর্ণিঝড় কিংবা শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্তের সাহায্য পেলে কিন্তু কেরল পথের গতি আন্দামান পথকে ওভারটেক করে এগিয়ে যেতে পারে। ২০০৯ সালে আয়লা, ২০২০ সালে আমপানের সময় এমনটা হয়েছিল।

ছ) বর্ষায় কোথায় কতটা বৃষ্টি হবে সেটাও নির্ভর করে ঘূর্ণাবর্ত বা নিম্নচাপের উপরে। ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে ঘনঘন ঘূর্ণাবর্ত বেশি হলে দক্ষিণবঙ্গ বেশি বৃষ্টি পাবে। মায়ানমার উপকূলের ঘূর্ণাবর্ত উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বাড়াবে। আরব সাগরের ঘূর্ণাবর্ত দেশের পশ্চিমের রাজ্যে বৃষ্টি বাড়াবে।

এ বছর বর্ষার গতিপ্রকৃতি কেমন? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্যোগ মোকাবিলা পরামর্শদাতা তথা কেন্দ্রীয় সরকারের আবহবিজ্ঞানমন্ত্রকের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল গোকুলচন্দ্র দেবনাথের পর্যবেক্ষণ, আরব সাগরে মহারাষ্ট্র উপকূলে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে তার কেন্দ্রে যে শক্তি রয়েছে তার নিরিখে মনে করা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের চারদিন আগে অর্থাৎ ২৭ মে নাগাদ কেরল উপকূলে বর্ষা ঢুকে পড়তে পারে। তার পরে সে কত দ্রুত বাকি পথ অতিক্রম করবে তা নির্ভর করছে মহারাষ্ট্র উপকূলে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের ভবিষ্যতের উপরে। অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গে আগাম বর্ষা পৌঁছানোর কোনও বার্তা এখন নেই। তবে আন্দামান পথটি তার নিজস্ব ছন্দেই মায়ানমারের দিকে এগোচ্ছে বলে জানিয়েছেন গোকুলবাবু। তবে আবহবিদরা চিন্তিত বর্ষার ছন্দ হারিয়ে ফেলায়।

এক কৃষি বিজ্ঞানীর কথায়, আগে মূল বর্ষণটা হত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে। বর্ষা থাকত বড়জোর ভাদ্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত। আশ্বিন মাসে কদাচিৎ ভারী বৃষ্টি হত। এখন নতুন নির্ঘণ্ট অনুযায়ী কৃষি বিজ্ঞানীরা বলছেন, শেষ ভাদ্র ও প্রথম আশ্বিনের ভারী বর্ষণ ভাদ্র মাসে রোয়া ধানের বৃদ্ধি অনেকটাই ত্বরান্বিত করবে। বরং কোনও কোনও দিক থেকে ফলন আরও ভালো হওয়ার সম্ভাবনা। কৃষি বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যায়, শরতের হিম ধানের শিসের পরিপুষ্টতা নষ্ট করে দিত। এখন বর্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় আকাশ সব সময় মেঘে ঢাকা থাকবে।

ছোটবেলা থেকে যা জেনে এসেছি সেটাই ভুলে যাওয়ার সময় এসে গিয়েছে। 'আষাঢ়-শ্রাবণ দুয়ে মিলে বর্ষাকাল' এমনটা এখনও পাঠ্যবইয়ে লেখা আছে। কিন্তু বাস্তবে আষাঢ়-শ্রাবণ নয়, ভাদ্র মাসই এখন মূল বর্ষার মাস হয়ে গিয়েছে।

পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে বেশ কয়েক বছর ধরেই বর্ষা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছিল অক্টোবরের শেষে। কিন্তু দেশের অন্য প্রান্তে বর্ষার নির্ঘণ্টে তেমন বদল না হওয়ায় মৌসম ভবন পূর্ব ভারতের এই আবহাওয়া পরিবর্তন নিয়ে তেমন মাথা ঘামাচ্ছিল না। ইদানীং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোথাও কোথাও সেপ্টেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহ পর্যন্ত বর্ষা থেকে যাওয়ায় বাস্তবটা অনেকাংশে স্বীকার করে নিয়েছে তারা।

মৌসম ভবনের বর্তমান নির্ঘণ্ট অনুযায়ী দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢোকার কথা ৮ জুন। বিদায় নেওয়ার কথা ৮ অক্টোবর। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বর্ষা ঢোকার কথা ১৫ জুলাই। ১ সেপ্টেম্বর তার বিদায় নেওয়ার কথা। কেন্দ্রীয় আবহবিজ্ঞানমন্ত্রকের এক আবহবিদের কথায়, বর্ষার এই নির্ঘণ্ট তৈরি হয়েছিল প্রায় ৫০ বছর আগে। সেই ক্যালেন্ডার বদলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বর্ষা ঢোকার দিনক্ষণ স্বাভাবিক নির্ঘণ্টের আশপাশে থাকলেও বিদায় নেওয়ার পর্ব লাগাতার পিছিয়েই যাচ্ছে। মৌসম ভবনের আবহবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ, গত ১০ বছর ধরে দেশের ওই অঞ্চলে বর্ষা বিদায় নেওয়ার সময় পিছোচ্ছে।

কেন? কারণ, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বর্ষা ঢোকার দিনক্ষণ স্বাভাবিক নির্ঘণ্টের আশপাশে থাকলেও বিদায় নেওয়ার পর্ব লাগাতার পিছিয়েই যাচ্ছে। মৌসম ভবনের আবহবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ, গত ১০ বছর ধরে দেশের ওই অঞ্চলে বর্ষা বিদায় নেওয়ার সময় পিছোচ্ছে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বর্ষা-বিদায়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের ২৪ দিন পর থেকে। গোটা উত্তর ভারত থেকে বর্ষা বিদায় নিতে সেপ্টেম্বর মাস পেরিয়ে যাবে। অর্থাৎ বর্ষা অতিরিক্ত এক মাস থেকে যাবে।

বৃষ্টির ছন্দ পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে যাওয়ায় সারা দেশেই কৃষকরা ভুগছেন। পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। ২০০৯ এবং ২০২০ সালে ঘূর্ণিঝড় বর্ষাকে আগে ঘাড় ধরে স্থলভূমিতে ঢুকিয়ে দিলেও, ওই দুই বছরেই পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি ছিল। অর্থাৎ মৌসুমি বায়ু সময়ের আগেই, প্রবল শক্তি নিয়ে ঢুকলেও, তার মতিগতি কিন্তু বদলে যেতে পারে যখন তখন। আবহাওয়ার কিছু অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন যেমন, ক) হঠাৎ করে বৃষ্টি থেমে যাওয়া বা আবার শুরু হওয়া। খ) হঠাৎ করে বাতাসের দিক পরিবর্তন এবং গ) তাপমাত্রা, আর্দ্রতা বা মেঘের ঘনত্বের মতো আবহাওয়ার উপাদানগুলির অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন। আবহবিদরা বলছেন, এই হঠাৎ পরিবর্তনগুলি ২০-২৫ বছর আগে ঘটত কচিৎ কদাচিৎ। কিন্তু এখন প্রায় প্রতি বর্ষাতেই ঘটছে। এর জন্য কাঠগড়ায় সেই বিশ্ব উষ্ণায়ন। যার জন্য দায়ী আমি, আপনি সবাই।

বৃষ্টি আছে...

পনেরোর পাতার পর

মন আর বৃষ্টির মধ্যে সে আত্মিক যোগাযোগ নেই।

আমার বান্ধবী বলে- 'তুই কি জানিস, এখনকার শিশুরা জানেই না জল জমে গেলে তাতে নৌকা ভাসাতে হয়!' অবাক হই না। বিশ্বায়নের দৌলতে ওরা কাদা মানে বোঝে গুগল-এ সার্চ করে। 'Mud Games' বললে PUBG-র মতো কিছু খুঁজে পায়। অথচ আমরা একটুকরো থার্মোকল পেলেই দৌড়ে যেতাম রাস্তায়।

একটা সময় ছিল যখন গলির ভিতরেই ছিল খেলার মাঠ। এখন সেই জায়গায় বহুতল ফ্ল্যাট উঠেছে। আগে যেখানে পা ফসকে পড়ে যেতাম কাদায়, এখন সেখানে পা ফসকালে সোজা গাড়ির হর্ন। শিশুরা এখন স্যাঁতসেঁতে নয়, এসি রুমে বড় হয়। বর্ষার কুয়াশা নয়, মোবাইলের ব্লু লাইটে ঘুম ভাঙে।

তবে কি বর্ষা হারিয়ে যাচ্ছে? না, বর্ষা এখনও আসে। ঝমঝমিয়েই নদী ফুলে ওঠে, পাহাড়ি রাস্তা ধসে পড়ে, ট্রেন বন্ধ হয়। কিন্তু বর্ষা আমাদের অন্তর আর ভিজিয়ে দেয় না। আমাদেরই শৈশবের মতো সে-ও কোণে বসে থাকে, একা।

তবু আশা রাখি, পাতলা চাদরে মোড়ানো বৃষ্টিভেজা বিকেলে ভূতের বই হাতে যদি কেউ শিহরিত হয়ে ওঠে! দুর্লভ কোনও কাঁচা রাস্তাতেও যদি ক'জন শিশু ভিজে যায়- জল ছিটিয়ে হাসে, তবে সেই হাসির শব্দই তো বর্ষাকে ফিরিয়ে আনে!

জল জমে না তাই কাদা নেই। কাদা নেই তাই খেলাও নেই- তবু মন চায় একটুখানি পুরোনো দিন ফিরুক। প্যাচপেচে গরমের ভিতরেও হঠাৎ যদি বৃষ্টি নামে, আমি আজও জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকি। দেখি বড় বড় কচু পাতার ওপরে থাকা জল কীভাবে কচি কচু পাতায় সুড়ুৎ করে স্লিপ খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। শুনি আজও ব্যাঙেদের মাধ্যমিক পরীক্ষা-প্রস্তুতি। ভিজতে পারি না, তবু মনে হয়, লুই আর্মস্ট্রঙের সেই গান– 'অ্যান্ড আই থিংক টু মাইসেল্ফ, হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ল্ড!'

পত্রিকাকাকু

জয়দেব সাহা
আঁকা : অভি

ছোটগল্প

সন্ধ্যা সবে ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে। শীতের দিন তো, বিকেল পাঁচটা বাজতেই সূর্যমামা বিদায় জানাতে তড়িঘড়ি শুরু করে দেয়। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলোতে আলো জ্বলছে। একটা লাল সাইকেল নিয়ে অনন্যা বড় রাস্তার বাঁক পেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডে ঢুকল। এই শহর বহুদিন ধরেই এই বাসস্ট্যান্ডকে ঘিরে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। যদিও শহরের যানজট কমানোর জন্য, এখানে এখন আর বাস আসে না, তবু এই জায়গাটাকে ঘিরে ব্যস্ততা আজও এই শহরের বাস্তব। দোকানপাটগুলো এখনও আছে, মানুষ কেনাকাটা করতে আসেন।

নতুন স্ট্যান্ড শহর ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে। বাসগুলো সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করে শহরের বাইপাসের মোড়ে এসে দাঁড়ায়। সেখানে যাত্রী তুলে রওনা দেয় যে যার গন্তব্যের পথে। সে যাই হোক, অনন্যা সাইকেল নিয়ে পুরোনো বাসস্ট্যান্ডের মুখে পত্রিকার দোকানে গিয়ে দাঁড়াল। ঘড়িতে সময় এই সাড়ে পাঁচটা হবে হয়তো। অঙ্কের টিউশন থেকে ফেরার পথে মাসে দু'তিনবার ও এই পথে আসে। যদিও এর জন্য ওকে খানিকটা পথ ঘুরে হস্টেলে পৌঁছোতে হয়। তাতে অবশ্য কী-ই বা যায় আসে! শহরের বুকে এই একটা পত্রিকার দোকান, যেখানে নানান লিটল ম্যাগাজিন থেকে শুরু করে কমার্সিয়াল পত্রিকা, দৈনিক খবরের কাগজ থেকে শুরু করে পুজো সংখ্যা, বিশেষ ক্রোড়পত্র- সবই পাওয়া যায়। অবশ্য অনন্যার বিশেষ আকর্ষণ হল পত্রিকাকাকুর সঙ্গে গল্প করা।

ওঁর ভালো নাম আছে একটা, তবে অনন্যার কাছে উনি হলেন গিয়ে পত্রিকাকাকু। কাকু প্রায় কুড়ি বছর ধরে এই দোকানে কাজ করছেন। একসময় তো এই মস্ত শহরের বুকে একমাত্র পত্রিকার দোকান ছিল এটি। এখন অবশ্য আরও কয়েকটা দোকান গজিয়ে উঠেছে, কিছু কিছু বইয়ের দোকানও এখন পত্রিকা বিক্রি করে। তবে যদি পত্রিকার এক বিশাল সম্ভার পেতে হয়, তবে আজও এই শহরের একমাত্র ঠিকানা পুরোনো বাসস্ট্যান্ড। অনন্যা এগারো ক্লাসের ছাত্রী, গ্রাম থেকে এসে আস্তানা পেতেছে এই শহরেরই এক হস্টেলে। সাহিত্যের নেশাটা ওর ছোটবেলা থেকেই। ওদের গ্রামে সামান্য কিছু পত্রপত্রিকা ছাড়া আর সেরকম কিছু পাওয়া যেত না। এখানে এসে এই দোকানের সজ্জা দেখে তো ওর খুশির অন্ত নেই। নিয়মিত আসতে আসতে পত্রিকাকাকুর সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়েছে। সন্ধ্যাবেলার এই সময়টাতে এখানে খুব বেশি ভিড় হয় না। কাকুর সঙ্গে দিব্যি গল্প করা যায় তখন। ঘণ্টাখানেক বা তারও বেশি সময় অনায়াসেই কেটে যায় গল্পের তালে তালে।

পত্রিকাকাকুর সাহিত্যের জ্ঞান দেখে অবাক হয়ে যায় অনন্যা। "একজন মানুষ এত কিছু জানতে পারেন?", প্রশ্নটা নিজেকেই করে ও। সত্যিই তো, কী জানেন না উনি? কোন পত্রিকার সম্পাদক কে, কোন লেখক-লেখিকাকে কোন সম্পাদক সুযোগ দিয়েছেন। কোন জেলায় সাহিত্যের আড্ডা বসে, কোন সাহিত্যিকের বাড়িতে বসে, কোন লেখাটা প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল- সবই তাঁর নখদর্পণে।

সন্ধেরা যখন হাতছানি দেয়, পত্রিকাকাকুর কাছে বায়না করে অনন্যা- আবোল তাবোল থেকে ছড়া শোনাতে হবে। কাকু যখন সুর করে একুশে আইন পড়ে শোনান, মুগ্ধতার সঙ্গে তাকিয়ে থাকে ও। কখনও বা রামগরুড়ের ছানা শুনতে শুনতে ও যেন সত্যিই কোন এক অদ্ভুত দেশে হারিয়ে যায়। সেখানে কেউ হাসছে না, অথচ হাসিটা যেন বাতাসের সুরসুরির মধ্যেও ভেসে বেড়াচ্ছে। অনন্যা বিচরণ করতে থাকে কোন এক ভাবনার দেশে। টুকটাক কবিতা লেখার চেষ্টা করে অনন্যা। বেশ কয়েকবার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পাঠিয়েছেও, কিন্তু কোথাও ছাপানো হয়নি। এ নিয়ে খুব মন খারাপ করলে, কাকু বলেন, "কবিতা তো শব্দের সমষ্টি না রে, কবিতা তো ভাবনার নাম। তুই আরও ভাবতে থাক, ভাবতে ভাবতেই দেখবি একদিন তোর ভাবনা নিজেরাই ডানা মেলতে শুরু করবে, তখন আর শব্দের বন্ধনীতে তোকে উপস্থিতি খুঁজতে হবে না। তোর কবিতাগুলোও দেখবি ছাপা হবে বড় বড় পত্রিকায়। যদিও সেদিন তুই আর ছাপার অক্ষরে আনন্দ খুঁজে পাবি না, সেদিনের আনন্দ শুধু কবিতার এলোমেলো হাতছানির মধ্যে লুকিয়ে থাকবে।'' এত কঠিন কঠিন কথাগুলোর সবটা অনন্যা বুঝতে পারত না, তবে বোঝার চেষ্টা করত। হস্টেলে ফিরে কাকুর কথাগুলো ভাবত আর সত্যিই একটা কবিতার মায়াজাল তৈরির চেষ্টা করত।

> কিছুক্ষণ বাদে একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে। কেমন যেন আলো-আঁধারির ছমছমে উপস্থিতি এখানে। ঠান্ডাটা একটু বেশিই মনে হচ্ছে। বাড়ির ওপরের তলায় আলো জ্বলছে। নীচের তলাটা পুরো অন্ধকার। বোধহয় নীচে কেউ থাকে না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল ওরা। একজন বৃদ্ধ একাই বসে আছেন। এই শহর এলোমেলো কবিতা আর মানুষের ভিড়ের মধ্যেই প্রাণ খুঁজে বেড়ায়। কখনও হট্টগোল, আবার কখনও নিঝুম রাত্তিরে সুর তৈরি করে এই শহর, এই ছোট্ট শহর।

একদিন শীতের সন্ধ্যা কুয়াশাদের নিয়ে খেলা করতে শুরু করেছে, ল্যাম্পপোস্টগুলো আলো আর আঁধারির গল্প বুনবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছে। শহরটা সেদিন বড্ড ছমছমে। শীত বেড়েছে, ঠান্ডা হাওয়া কাঁপুনি দিচ্ছে বারবার। আজ টিউশন নেই, হস্টেলে বসে বসে অনন্যা ভাবল একটু হাঁটা যাক। শীতল বাতাসের ছোঁয়া যেন কোনও প্রেমের গল্প শোনাচ্ছে। এই বাতাসের সঙ্গেই গল্প করতে করতে ও পৌঁছে গেল ওর প্রিয় কাকুর দোকানে। কিন্তু এ কী! কাকু যে দোকান বন্ধ করতে শুরু করেছে। অনন্যাকে দেখে বলে ওঠেন, "এসেছিস! আরেকটু পরে এলে তো বন্ধই করে দিচ্ছিলাম। কী করব বসে বসে? যা ঠান্ডা পড়েছে, লোক নাই একদমই।'' দু'খানা ছোটদের কাগজ কিনল অনন্যা। তারপর কাকু দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে বললেন, "আইসক্রিম খাবি?" শীতকালে আইসক্রিম খেতে খুব ভালোবাসে এই বছর পনেরোর বাচ্চা মেয়েটা।

"কিন্তু আজ তো দেখছি সব দোকানপাট প্রায় বন্ধ! আইসক্রিম কোথায় পাব?", কৌতূহলী চোখে জিজ্ঞেস করল ও।

"সুকান্ত মোড়ে একটা নতুন আইসক্রিমের দোকান খুলেছে। আমি তো রোজ ওদিক দিয়েই বাড়ি ফিরি, অনেক রাত অবধি খোলা থাকে।'', বলতে বলতে কাকু মোটর সাইকেলটা টেনে রাস্তায় নিয়ে এলেন।

"সুকান্ত মোড় তো অনেক দূর গো। স্টেশন যাওয়ার রাস্তায় পড়ে।''

"হ্যাঁ, তো কী হয়েছে? বসে পর আমার বাইকে। দুজনে আইসক্রিম খেয়ে তারপর তোকে হস্টেলে ছেড়ে আসব।''

পত্রিকা দুটো ব্যাগে ভরে উঠে পড়ল অনন্যা। আকাশের চাঁদটা ঠিক ওলটানো নৌকার মতো মনে হচ্ছে আজ। ঠান্ডা হাওয়া মুখের মধ্যে এসে ঝাপটা মারছে। এই শহর আজ বড্ড নিঝুম, যেন কোনও কবি শব্দের জাদুকাঠি দিয়ে এঁকে দিয়েছেন আজকের দিনটা। মাফলারটা ভালো করে জড়িয়ে নিল অনন্যা। এ যেন এক অসম লড়াই, ঠান্ডা হাওয়া বদ্ধপরিকর যে ওর কানের কাছে গুনগুন গান শোনাবেই। আর মাফলার যথাসম্ভব চেষ্টা করছে তাকে আটকানোর, কিন্তু পারছে না। সবকিছু তো আর বাঁধন মেনে হয় না। এই যেমন আজ প্রতিদিনের নিয়মের বাইরে একটু অন্যরকম ঘটনা ঘটে যাচ্ছে অনন্যার জীবনে। বছর পনেরোর বাচ্চা মেয়েটার ভাবনাতেও আসেনি ওর জীবন আজ কোন দিকে বাঁক নেবে।

মিনিট দশেক বাদে আইসক্রিমের দোকানে পৌঁছাল ওরা। চকোলেট আইসক্রিম খুব পছন্দ ওর। সুতরাং, এই ব্যস্ত শহরের থেমে যাওয়া এক সন্ধ্যা ওদের দুজনের চকোলেট আইসক্রিমের ছবিটাও এঁকে রাখল ইতিহাসের এক অনামী পাতার মধ্যে। এই পাতা হয়তো কেউ কোনওদিন খুলেও দেখবে না। এই শহর তো কত গল্পই লিখে রাখে, কত ছবিই তো এঁকে রাখে কখনও অচেনা, কখনও বা চেনা ক্যানভাসে।

"চল, আজ তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাব।'', আইসক্রিম শেষ করে কাকু বলে উঠল।

"কোথায় গো?"

"চল, গেলেই দেখতে পারবি।''

আবারও শুরু হল মাফলার আর হাওয়ার লড়াই লড়াই খেলা। একটা অন্ধকার গলি দিয়ে ওদের বাইক এগিয়ে যাচ্ছে।

"কাকু, এদিকে কি তোমার বাড়ি?", জিজ্ঞেস করেছিল অনন্যা।

"না রে। চল না গিয়েই বুঝতে পারবি।''

কিছুক্ষণ বাদে একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে। কেমন যেন আলো-আঁধারির ছমছমে উপস্থিতি এখানে। ঠান্ডাটা একটু বেশিই মনে হচ্ছে। বাড়ির ওপরের তলায় আলো জ্বলছে। নীচের তলাটা পুরো অন্ধকার। বোধহয় নীচে কেউ থাকে না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল ওরা। একজন বৃদ্ধ একাই বসে আছেন।

এই শহর এলোমেলো কবিতা আর মানুষের ভিড়ের মধ্যেই প্রাণ খুঁজে বেড়ায়। কখনও হট্টগোল, আবার কখনও নিঝুম রাত্তিরে সুর তৈরি করে এই শহর, এই ছোট্ট শহর। যেমনভাবে আজ থেকে দশ বছর আগে তৈরি করত। রাস্তায় অনেক বেশি আলো এখন, মানুষজনও বেড়েছে, দোকানপাটও সব বদলে গিয়েছে অনেক। পুরোনো বলতে শুধু এই রাস্তাগুলো, আর এতগুলো বছর বাদে ফিরে আসা অনন্যা। দশটা বছর তো আর কম নয়। বড় রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ও, আরেকটু বাদে একটা বাঁক আসবে, ওখানেই পুরোনো বাসস্ট্যান্ড। লোকে বোধহয় ভুলতেই বসেছে যে এখানে এককালে বাস আসত। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তো জানেই না। অনন্যা ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে। পুরোনো আর নতুনকে মেলানোর চেষ্টা করছে হয়তো। কতদিন হয়ে গেল সেই আইসক্রিম খাওয়ার দিনটা। তারপর পত্রিকাকাকু নিয়ে গেলেন অবনী দাদুর বাড়িতে। অবনী দাদুর লেখা অনেক পত্রপত্রিকাই পড়েছিল ও। মানুষটাকে চোখের সামনে দেখে চমকে উঠল। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে অনেক গল্প চলেছিল সেখানে। বাড়ির ভেতর এত বই দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনও স্বর্গে এসে দাঁড়িয়েছে। অনন্যার লেখা কবিতা শুনে দাদু বললেন, "কী দারুণ ভাবনা রে তোর লেখার মধ্যে। এই লেখা একদিন আগুন লাগিয়ে দেবে। তুই লেখাটা ছাড়িস না কোনওদিন।'' দাদু একটা ছোট পত্রিকা চালাতেন তখন, অনন্যার কবিতাও নিয়েছিলেন সেদিন, মাসখানেক বাদে প্রকাশিতও হয়েছিল সেটা। পত্রিকাকাকু এনে দিয়েছিল পত্রিকাটি। সেদিন ফেরার সময় দাদু বলেছিলেন, "আমার এখানে প্রতি রবিবার করে একটা সাহিত্যের আড্ডা হয়। যদিও তোর হস্টেল থেকে অনেক দূর হয়ে যাবে, তবু সুযোগ হলে আসিস কখনও।'' না, অনন্যার আর যাওয়া হয়নি সেই আড্ডায়। সময়ের সঙ্গে সবকিছুই আজ কত আবছা হয়ে এসেছে। একটা সময় অনন্যা এই শহরকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল অনেক দূরে, আবারও একটা নতুন শহরে, নতুন গল্প আর নতুন সুরের খোঁজে। পেছনে এই শহর শুধু অপেক্ষায় থাকল। সময়ের সঙ্গে পত্রিকাকাকুও স্মৃতির পাতায় ঠিকানা খুঁজে নিয়েছে। নতুন শহরে নতুন পত্রিকাকাকুদের ভিড়ে, এই ছোট্ট শহর, এই পুরোনো বাসস্ট্যান্ড আর পুরোনো পত্রিকাকাকু শুধু অতীত। অবনী দাদু আর বেঁচে নেই, খবরের কাগজে ওঁর মৃত্যুর খবরটা ছোট্ট করে বেরিয়েছিল বছর তিনেক আগে। দাদুর সেই কথাটা খুব মনে পড়ে অনন্যার, "এই লেখা একদিন আগুন লাগিয়ে দেবে..."। না, আগুন হয়তো লাগায়নি, কিন্তু ওর লেখা এখন অনেক বড় কাগজে প্রকাশ পায়। কবিতার বই প্রকাশের ব্যাপারেও ভাবছে ও। কখনো-কখনো মনে হয়, দাদু বেঁচে থাকলে প্রথম বইটা দাদুর হাতে দিয়ে আসত।

বড় রাস্তা থেকে এবার বাঁক নিল অনন্যা, কিন্তু পত্রিকার দোকানটা কোথায়? বেশ খোঁজাখুঁজির পরে মনে হল একটা খাতা-কলমের দোকানে কিছু পত্রিকা ঝুলছে।

"দাদা, এখানে একটা পত্রিকার দোকান ছিল না?", দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করল অনন্যা।

"হ্যাঁ, এটাই তো।''

কেমন যেন একটা ধাক্কা খেল ও। মনটা মুষড়ে গেছে। কিছু পুজো সংখ্যা, কয়েকটা সাহিত্যের পত্রিকা আর খবরের কাগজ রাখা আছে দোকানটাতে। অথচ এই দোকানেই এক সময়...। না আর ভাবতে পারছে না ও, "দাদা, এখানে তো আগে অনেক পত্রিকা থাকত।''

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দোকানের দাদা উত্তর দিল, "হ্যাঁ, এখন আর থাকে না। শহরের বাইপাসের রাস্তায় একটা দোকান আছে, ওখানে অনেক পত্রিকা পাওয়া যায়। এদিকটায় তো লোকজনও আর আগের মতো আসে না।''

খুব কষ্ট হতে লাগল অনন্যার। হ্যাঁ, সত্যিই তো শহরের কেন্দ্রবিন্দু পালটেছে। এই শহর এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। "দাদা, এখানে একজন কাকু থাকতেন তো। উনি কখন আসবেন?"

"ও তো আর থাকে না গো। ও তো কর্মচারী ছিলেন দোকানের। মালিক তো দোকান বেচে দিয়েছে। আমি কিনেছি।''

"কাকু এখন কোথায় গো?"

"ও এখন টোটো লাইনে আছে। টোটো চালিয়ে রোজগার আছে বেশ, পেট চালাতে হবে তো!''

গরমের ছুটিতে মামাবাড়ির সেই খাওয়াদাওয়া

শুভ সরকার

আমি শ্রীশ্রী ভজহরি মান্না

যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।

যখন ছোট ছিলাম, বাবার কাছ থেকে শিক্ষার শেষ ছিল না। এখন শিখছি ছেলের কাছ থেকে। তার প্লে স্কুলে এখন গরমের ছুটি। থুড়ি, সামার ভ্যাকেশন। তবে ছুটি মানে তো কেবল ছুটি নয়, আসলে অ্যাক্টিভিটি। সপ্তাহ দুয়েক ছুটির মধ্যেই চলছে সামার ক্যাম্প। সেখানে রাবারের টিউব ফুলিয়ে সুইমিং পুল বানানো হচ্ছে। আগুন ছাড়া রান্না শেখানো হচ্ছে। খেলাধুলোর ব্যবস্থা আরও না জানি কত কী! ঝট করে মনে পড়ে গেল আমাদের ছোটবেলাকার কথা। গরম তখনও ছিল। ছিল গরমের ছুটিও। তবে গরমের ছুটিতে আমাদের সামার ক্যাম্প ছিল না, মামার ক্যাম্প ছিল। মানে মামাবাড়ি ঘুরতে যাওয়ার মওকা আর কী। মামার বাড়ি মানেই তো আর কেবল দুধ-ভাত খাওয়া নয়, আরও অনেক কিছু। আম, কাঁঠাল, প্রাণভরে লুচি, দিদার হাতের চিনির পায়েস, ঘুঘনি, আরও না জানি কত কী!

একটা জিনিস কখনও খেয়াল করে দেখেছেন কি না জানি না, একটা জেনারেশন অবধি আমাদের সবার মামার বাড়ি হত দূরে দূরে। নিজের নিজের শহরে নয়, অন্য মফসসলে। কেন? উত্তরটা জানা নেই। কিন্তু গরমের ছুটি শুরু হওয়ার আগের দিন যেই না স্কুলে লাস্ট পিরিয়ডের ঘণ্টাটা বেজে উঠত, হইহই করে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে আসা আমরা সকলেই তখন চেনা পাড়া ছেড়ে মামার বাড়ির দিকে রওনা দিয়ে দিয়েছি মনে মনে। বাকিদের বাড়িতে কী হত জানি না, তবে আমাকে নিয়ে বাবা-মায়ের একটা শর্ত ছিল। ছুটির প্রথম কয়েকদিনের মধ্যে সব হোমটাস্ক শেষ করে ফেলতে হবে। আমিও রাজি হয়ে যেতাম। কারণ মামাবাড়িতে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে মোটা সরপড়া দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে বই খুলে বসার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। লেখাপড়ার সমস্ত ল্যাঠা চুকিয়ে চেপে বসতাম ট্রেনে। আর খাওয়াদাওয়ার শুরুটা হয়ে যেত সেই ট্রেন থেকেই। তখন ট্রেন হুড়মুড় করে চলত না। লেট হবে ধরে নিয়েই আমরা আমাদের মতো টাইম টেবিল বানিয়ে নিতাম। যেসব স্টেশনে দাঁড়াবার কথা থাকত না কস্মিনকালেও, সেখানে হঠাৎ সিটি মেরে থমকে যেত চাকা। আর ঠিক যেন সেই মওকা তাক করেই নাম না জানা কোনও গ্রামগঞ্জের আবছা হয়ে যাওয়া স্টেশনের নাম লেখা বোর্ডের সামনে থেকে কামরায় উঠে পড়তেন জাদুকর ম্যানড্রেক। তাঁর হাতে বালতি ভর্তি ছোলামাখা। অথবা, টক-ঝাল-মিষ্টি কুল মাখা। আর কিছু না হলে বড় বড় পেয়ারা তো থাকবেই। 'চায়ে চায়ে' করতে করতে একটা ঝুলকালো ইয়াব্বড় কেটলি নিয়ে পাশের কামরা থেকে হাজির হতেন অরণ্যদেব। বাবার দিকে কাতর চোখে তাকালে গোঁফের ফাঁক গলে একটু হাসি বেরিয়ে আসত। ব্যাস, বড়দের চায়ে তখন আমাদেরও সমানাধিকার। কেন যে ট্রেনটা চলছে না, কখন আবার ছাড়বে, মাথা ঘামাতাম না আমরা কেউই। ওদিকে আলোর জায়গায় লাল-নীল যা-ই থাক না কেন, গরমের ছুটিতে নিয়ম ভাঙার খাওয়াদাওয়ায় আমাদের তখন থেকেই সিগন্যাল গ্রিন। সেটাও আবার মামাবাড়ি পৌঁছানোর আগেই।

এই যে মামাবাড়ি যাওয়া আর দুধ-ভাত খাওয়া নিয়ে আমাদের আজন্ম রোম্যান্টিসিজম, তার শিকড়টা ঠিক কোথায়? সে কি কেবলই চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়তে? না বোধহয়। মামাবাড়ির খাওয়াদাওয়ার আসল চার্মটা লুকিয়ে রয়েছে অনিয়মে, অশাসনে। মানে আদতে সেই নিয়ম ভাঙার আনন্দই। তখন আমরা কেউই বুঝতাম না, এখন খেয়াল করবেন, সেই ঝাঁঝাঁ গরমের দুপুরে রান্নাঘর থেকে ইচ্ছামতো আম তুলে নিয়ে রোদের মধ্যে আঁটি চুষে চুষে খাওয়ার স্বাদটা এখনও মুখে লেগে আছে না? অথচ, ইচ্ছামতো হিমসাগর বা ল্যাংড়া কিনে

খাওয়ার সুযোগটা তো এখনই আপনার কাছে অনেক বেশি। এই যে মামি বা দিদার কাছে আবদার করলেই ফরমায়েশ মতো জলখাবারে লুচি কিংবা পরোটা, অথবা 'আমি আজ রাতে মাংস খাব' বলতে না বলতেই মামার বাজারের ব্যাগ হাতে রওনা দেওয়ার মধ্যে যে অদ্ভুদ আহ্লাদিপনা ছিল, সুইগি-জোম্যাটোতে মনপসন্দ খানা অর্ডার করে বাড়িতে বসে হাতে পাওয়ার মধ্যে সেই ধকধকে উল্লাস খোঁজার চেষ্টাটাই বৃথা।

আমার মামার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই একটা আম গাছ ছিল। মোটা আঁটি, মোটা খোসার সেই দেশি আম এখন কেউ মুখের কাছে প্লেটে ধরে সাধলেও খাব না। অথচ, তখন কী ভালোটাই না লাগত! মামার বাড়ির পাড়ার বন্ধুবান্ধবরাও হত একটু আলাদা। ঠিক নিজের পাড়ার বন্ধুদের মতো নয়। তারাও জানত, মাসখানেকের ছুটি ফুরিয়ে গেলে আবার দেখা হবে সামনের বছর। তাই তাদের দলে থেকেও দলে নেই, একটু আলাদা খাতির, একটু দূর-দূর ভাব লেগেই থাকত। তার মধ্যেই আবার কেউ কেউ হয়ে উঠত জিগরি দোস্ত। হোক না সেই দোস্তির মেয়াদ বারো মাসের মধ্যে এক মাসই। পড়ন্ত বেলায় খেলতে খেলতে ঝড় উঠলে সেই বন্ধুরাই তো চিনিয়ে দিত, কোন বাড়ির কোন গাছ থেকে ঝড়ে পড়বে আম বা লিচু। সেসব কুড়িয়ে আবার গুণে দেখা হত কার ভাগে বেশি। স্বাদে যেমন তেমন হোক না কেন, যার হাত ভর্তি থাকত ঝরে পড়া ফলে, সে-ই তখন শাহানশা। মাঝে মাঝে লম্বা একটা লাঠির গায়ে গোলাপি-সাদা বুড়ির চুল ঝুলিয়ে খেলার মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে যেত এক নুয়ে পড়া বুড়ো। সেই লাঠির আগায় বাঁধা ঘণ্টাটা ঝুনঝুন করে বাজত। আর সব বন্ধুরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পকেট ঝেড়ে দেখতাম, কার কাছে কী আছে। তখন আমাদের বাড়তি খাতির। বাপের বাড়িতে এসেছে বলে মায়ের মেজাজ থাকত অত্যধিক নরম। চাইলেই এক টাকা তো বটেই, এমনকি দু'টাকাও পাওয়া যেত। মিলেমিশে খেতাম সেই কিটকিটে মিষ্টি চিনির গোলা।

এই অ্যাত্তোবড় বুড়ির চুল যেমন একটু চাপলেই ফুস করে অ্যাত্তোটুকুনি, আমাদের লম্বা গরমের ছুটিটাও হুঁস করে ফুরিয়ে যেত সেভাবেই। বাবা নিতে আসত আবার। ফেরার পথে সেই ট্রেন আবার দাঁড়িয়ে পড়ত আটঘাঁট না বাঁধা কোনও স্টেশনে। জাদুকর ম্যানড্রেক আর অরণ্যদেব তখনও উঠে আসতেন হাতে বালতি আর কেটলি নিয়ে ঠিকই, তবে আমাদের তো ঘনঘোর মনখারাপ। এদিকে ট্রেন লেট। বাড়ি পৌঁছাতে দেরি হবে বলে বাবা ঝালমুড়িওয়ালাকে ডাকত। ট্রেনের জানলায় মুড়ির ঠোঙা ব্যালেন্স করে রেখে একটু একটু করে খেতাম। একসময় ঘুমঘুম চোখে বাড়ি। মাথার মধ্যে সেই আম, কাঁঠাল, প্রাণভরে লুচি, দিদার হাতের চিনির পায়েস, ঘুঘনি, আরও না জানি কত কী, আর দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকত ঝালমুড়ির মধ্যে থাকা নারকেলের কুচি।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

শরৎচন্দ্রের গৃহদেবতা

পূর্বা সেনগুপ্ত

উনবিংশ শতাব্দীর নারীদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে যিনি উপন্যাস রচনা কিরেছিলেন। যাঁর কলমে অভাগীর স্বর্গলাভের ইচ্ছা যে একটা কেবল ফ্যান্টাসি তা মানুষ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিল সেই মানুষটি অবশ্যই কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ন্যায় আর অন্যায়ের সূক্ষ্ম ফারাক যাঁর জীবনবোধের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর গৃহে কোন দেবতা পূজিত হতেন তা আমাদের জানার ইচ্ছা স্বাভাবিক। সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা গৃহদেবতার খোঁজে এই কথাসাহিত্যিকের জীবনে প্রবেশ করতে চেষ্টা করব।

হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অবস্থাপন্ন পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেননি। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তবে, এই পরিবারের আদি বাসস্থান হুগলিতে ছিল না, তাঁরা উত্তর চব্বিশ পরগনার কাঁচড়াপাড়া অঞ্চলে মামুদপুর নামে একটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় চাকরিসূত্রে দেবানন্দপুরে কিছুদিন বাস করেছিলেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে চট্টোপাধ্যায় পরিবার বাংলা ত্যাগ করে চলে যান বিহারের ভাগলপুরে। পাঁচজন ভাইবোনের বিরাট সংসার। পিতা মতিলাল সেই সংসার চালাতে অপারগ, কারণ তাঁর জীবিকা খুব স্থায়ী ছিল না। তাই মাতা ভুবনমোহিনী দেবী পিতৃগৃহ ভাগলপুরেই বসবাস করতেন। শরৎচন্দ্রের শিক্ষা শুরু হয়েছিল দেবানন্দপুরেই। কিন্তু সেখানে তিনি বেশিদিন স্কুলে যেতে পারেননি। ভাগলপুরেই তাঁর শিক্ষাজীবনের বেশিরভাগ সময় অতিক্রান্ত হয়। তবে এন্ট্রাস দেওয়ার আগে তিনি আবার দেবানন্দপুরে ফিরে এসেছিলেন।

তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ে, যখন তিনি জন্মস্থান দেবানন্দপুরে ছিলেন বা ভাগলপুরে বাস করেছেন তখন তাঁর জীবনে এতটা অনিশ্চয়তা ছিল যে সেই পরিবারে কোনও গৃহদেবতার অধিষ্ঠানের কথা চিন্তা করা যায় না। কারণ, পরগৃহে যাঁদের বাস তাঁদের নিজস্ব গৃহদেবতার পূজার্চনা করা বিলাসিতা মাত্র। মাতুল গৃহে কোনও দেবতা পূজিত হতেন কি না আমরা তা খোঁজ করিনি।

শরৎচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে বোহেমিয়ান শব্দটি যেন একেবারে মানানসই। জীবন তাঁকে এত জায়গায় ঘুরিয়েছে, এত অভিজ্ঞতা প্রদান করেছে যা বর্ণনা করলে আরেকটি সাহিত্যেকর্মের সৃষ্টি হবে। তিনি রেঙ্গুন থেকে বাংলায় যখন ফিরে এলেন তখন শেষ জীবনটি অতিবাহিত করার জন্য তিনি কিন্তু দেবানন্দপুরে গেলেন না। তিনি প্রথমে কিছুদিন হাওড়ার বাজে শিবপুরে ভাড়াবাড়িতে বসবাস করলেন, তারপর ব্যাতাইতলা অঞ্চলে একটা বাড়ি কিনেছিলেন। সম্ভবত শিবপুরের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারগুলি তাঁকে একঘরে করেছিলেন। এই মনঃকষ্টের সময় তিনি একবার তাঁর বোনের শ্বশুরবাড়ি পানিত্রাসে যান, অঞ্চলটি তাঁর পছন্দ হয়। পানিত্রাস অঞ্চলের দেউলটি স্টেশন থেকে আরও চার-পাঁচ কিলোমিটার গেলে সামতাবেড়ে নামে এক গ্রাম আছে। সেখানে একেবারে রূপনারায়ণ নদীর কূলে একটি জমি কিনে বাড়ি তৈরি করলেন। জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন স্থানে, এই বাড়িতেই তিনি জীবনের শেষ বারোটা বছর বসবাস করেছেন। গ্রামটির নাম সামতাবেড়ে হলেও আমরা সাধারণের মতো দেউলটি বলেই চিহ্নিত করব। আমাদের গৃহদেবতার আলোচনায় এই দেউলটির বাড়িটিই গুরুত্বপূর্ণ।

পর্ব - ৪৭

বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ তখন উত্তপ্ত। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় চিত্তরঞ্জন দাশকে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এমন একটা আঁচ তিনি পেয়েছিলেন। পরে তিনি জেলে গিয়েছিলেনও। ঠিক সেই অবস্থায় তিনি একটি শ্বেতপাথরের রাধা আর কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহকে দিয়ে গেলেন শরৎচন্দ্রের কাছে। সেই থেকে সাহিত্যিকের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হলেন গৃহদেবতা।

শরৎচন্দ্র যখন এই সামতাবেড়ের বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন তখন তিনি সাহিত্যিক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। শুধু তাই নয়, বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি গভীরভাবে যুক্ত হয়ে যান। তাঁর সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশের পরিচয়ের পর তা কংগ্রেস গঠন ও পরিচালনা বিষয়ে গভীর নির্ভরতার সম্বন্ধে পরিণত হয়। শরৎচন্দ্র যে জেলায় বাস করতেন সেই হাওড়া জেলার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদটি অলংকৃত করেছিলেন। এরই সঙ্গে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে গরিব মানুষের চিকিৎসা করাও শুরু করেন। দেউলটির এই বাড়িতে বিপ্লবী চিত্তরঞ্জন দাশ তো এসেছিলেনই সঙ্গে তার ভাবশিষ্য সুভাসচন্দ্র বসুও বেশ কয়েকবার এই গৃহে এসেছিলেন। এছাড়া রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন, বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় রাতের অন্ধকারে নৌকাযোগে এই বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই বাড়িতে নাকি বসত গোপন বৈঠক। বোঝা যায় নবগঠিত কংগ্রেসের যেন একটি কেন্দ্রালয়ে পরিণত হয়েছিল এই গৃহ। তার সঙ্গে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আনাগোনা। বাড়িতে তাদের পালিয়ে যাওয়ার জন্য পৃথক দরজাও দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ তখন উত্তপ্ত। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় চিত্তরঞ্জন দাশকে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এমন একটা আঁচ তিনি পেয়েছিলেন। পরে তিনি জেলে গিয়েছিলেনও। ঠিক সেই অবস্থায় তিনি একটি শ্বেতপাথরের রাধা আর কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহকে দিয়ে গেলেন শরৎচন্দ্রের কাছে। সেই থেকে সাহিত্যিকের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হলেন গৃহদেবতা।

এখানে কিছু প্রশ্ন মনে দেখা দেয়, প্রথমত, এই রাধাকৃষ্ণ মূর্তি কি দেশবন্ধুর গৃহে পূজিত হতেন? তার সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না বললেই চলে। কেন ছিল না সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের প্রবেশ করতে হবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনকাহিনীতে। দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রের থেকে মাত্র ছয় বছরের বড় ছিলেন। তাঁর জন্ম, ১৮৭০ সালে। খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। পিতা ভুবনমোহন দাশ ছিলেন আইন ব্যবসায়ী, সলিসিটর। কাকা দুর্গামোহন দাশ ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত নেতা ও সমাজ সংস্কারক। দেশবন্ধু ব্রাহ্ম পরিবারভুক্ত ছিলেন- কেবল একথা বললে ভুল হবে তিনি তৎকালীন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে যাঁরা হোতা ছিলেন সেইরকম একটি পরিবারভুক্ত সদস্য ছিলেন। তাঁর জ্যাঠতুতো ও খুড়তুতো ভাই-বোনদের মধ্যে আমরা অতুলপ্রসাদ সেন ও লেডি অবলা বসুর নাম উল্লেখ করতেই পারি। পিতা আইনজীবী ছিলেন বলে দেশবন্ধুকেও তিনি লন্ডনে আইন অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করেন। সেখানে দেশবন্ধু অরবিন্দ বসু ও সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে পরিচিত হন। সেই পরিচয় এমন গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয় যে আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দ বসুকে তিনি প্রাণপাত পরিশ্রমের মাধ্যমে রক্ষা করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি আইনজীবীর পেশা ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক কার্যকলাপে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে (১৯১৯-১৯২২) যোগদান একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

এছাড়া অনুশীলন সমিতি ও আলিপুর বোমা মামলার সঙ্গে যুক্ত হওয়াও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধ গঠনের জন্য তিনি 'ফরওয়ার্ড' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে তার নাম হয় 'লিবার্টি'। এছাড়াও তাঁর সম্পাদিত 'নারায়ণ' নামে বাংলা পত্রিকায় শরৎচন্দ্র নিয়মিত লেখক ছিলেন। আমরা আগেই জানিয়েছি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রকাশিত পত্রিকার নামটি দেবতার নামে কেন? আর সেই পত্রিকার লেখক কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র! যাকে তিনি নারায়ণের অবতার শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রদান করছেন। সব ব্যাপারটা দেখে মনে হয় ব্রাহ্ম হলেও কৃষ্ণ চরিত্রের ওপর একটা দুর্বলতা দেশবন্ধুর ছিল। তাই তিনি মূর্তিটি শরৎচন্দ্রকে প্রদান করেছিলেন।

কিন্তু কবে তা করেছিলেন? অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য তাঁকে ১৯২১ সালে ব্রিটিশ সরকার কারাগারে নিক্ষেপ করে। এই সময় তিনি মূর্তিটি শরৎচন্দ্রকে দিয়ে যান। কারণ পরিবারের সকলেই মূর্তিপুজোতে অনভ্যস্ত ও অবিশ্বাসী। এখানে মনে রাখা দরকার, ১৯২১ সালে কিন্তু শরৎচন্দ্র দেউলটির বাড়িতে আসেননি। ১৯২৪ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি দেউলটিতে বাস করেছিলেন। অর্থাৎ শিবপুরের বাড়িতে এই মূর্তি প্রথম পূজিত হন। ১৯২৪ সালে শরৎচন্দ্র যখন দেউলটিতে আসেন তখন দেশবন্ধু হয়তো এসেছিলেন কিন্তু তখন তিনি খুবই অসুস্থ থাকার কথা। ১৯২৫ সালেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই রাধাকৃষ্ণ মূর্তি দেশবন্ধুর কাছে কেমনভাবে পূজিত হতেন সে সম্বন্ধে কিছু জানা না গেলেও শরৎচন্দ্র বিগ্রহকে ঠাকুরঘরে রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে পুরোহিত নিয়োগ করে প্রত্যহ পুজোর ব্যবস্থা করেছিলেন। যা আজও সমান নিষ্ঠায় পূজিত হচ্ছে। তবে তাঁর গৃহদেবতা রূপে ঠাকুরঘরে একটি মা লক্ষ্মীর হাঁড়িও রক্ষিত আছে। যা বারো মাসের লক্ষ্মীপুজোর ইঙ্গিত বহন করে। এই দেবীই হলেন আদি। হয়তো শরৎচন্দ্রের মা, দারিদ্র্যের সঙ্গে যিনি রীতিমতো লড়াই করেছেন তিনি এইভাবে লক্ষ্মীপুজো করতেন, সমৃদ্ধি কামনায়। কারণ স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী মুঙ্গেরের মেয়ে। তিনি বাংলার বারো মাসের পূজনীয় মা লক্ষ্মীর হাঁড়ির সম্বন্ধে ততটা কি জানবেন? যাই হোক, গৃহে মা লক্ষ্মী আগে, পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণের আগমন। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, আচ্ছা এই রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ কি শরৎচন্দ্রের মানসিক জীবনে পরিবর্তন এনেছিল? তাঁর সাহিত্যকর্মে কি কোনও প্রভাব ফেলেছিল? সঠিক না জানা গেলেও শরৎচন্দ্রের 'কমললতা' উপন্যাস এই সময়েরই রচনা বলে জানা যায়।

১৯৭১-এর বিধ্বংসী বন্যায় শরৎচন্দ্রের দেউলটির বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তা ভেঙে পড়েনি। ২০১৭-তে ঐতিহ্যবাহী গৃহের তকমা নিয়ে আজ সুগঠিত এবং বহু ভ্রমণপ্রেমী মানুষকে আকর্ষণ করছে। এখন প্রতিবছর ২১ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি 'শরৎমেলা' নামে এক সাংস্কৃতিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আগে শরৎচন্দ্রের গৃহের একধারেই ছিল রূপনারায়ণ নদীর ঘাট। এখন নদী তার প্রবাহ নিয়ে বেশ কিছুটা সরে গিয়েছে। তবে বাড়ির এক অংশ থেকে তা আজও দৃশ্যমান। এই গৃহে শরৎচন্দ্র লিখেছেন পথের দাবী, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, রামের সুমতি, বিপ্রদাস, কমললতা, পল্লীসমাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। এরমধ্যে 'পথের দাবী' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে করা হয়। রামের সুমতি উপন্যাসে উল্লেখিত পেয়ারা গাছটি, কার্তিক আর গণেশ নামে বিরাট মাছের পুকুরটিও দেখা যাবে। দেউলটিতে শতাব্দীপ্রাচীন বেশ কিছু মন্দিরের অবস্থান হলেও আমরা কেবল শরৎচন্দ্রের গৃহে আরাধ্য দেবতার কথা আলোচনা করলাম।

সপ্তাহের সেরা ছবি

অতন্দ্র।। কাশ্মীরে ভারত-পাক সীমান্তরেখার কাছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর টহলদারি। -এএফপি

কবিতা

মিরুজেন নদীর তীরে
মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া

নিশাত খড়্গের মতন দেখায় তোমাকে
শান্ত ও আনমনা ঘুমিয়ে পড়েছ
কোন মিথের ওপরে
চাঁদের গায়ে হালকা মোম লেগে আছে
মধু আর মোম হাতে
ফেরার কথা তিসি খেতের দেশে
বিভোর রয়েছে তাও অন্ধকার সাঁকো
ডুবে গেছে শুক্ল তিথিরেশে
যাবে বলেই তো ব্রিজ বানায় মানুষ
আপ্রাণ ঘণ্টি বাজায় এই কলকাতা শহর
খুব তাড়া থাকে যেন তারার তিমির থেকে
শেষ ট্রামে ফেরার তোড়জোড়
শুধু মিরুজেন নদীর তীরে ফিরেও দেখোনি
পড়ে আছে ক্ষয়ে আসা আলো
মরা নক্ষত্রের হাড়গোড়...

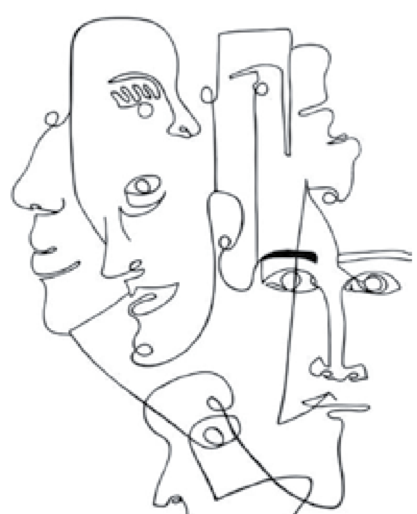

দু'হাজার পঁচিশ
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

পড়েছি ফ্যান্টাসি, দুয়োরানীর হাসি, হ্যামেলিনের বাঁশি... সম্মোহন
অনেক ঠেকে-ঠেকে গিয়েছে চোখ পেকে, ব্রেইলে বই লেখে অন্ধজন
বাইরে ছায়া গাঢ়, যতটা জোরে পারো আছড়ে মারো, ভাঙো এ-সাইলেন্স-
রসুইঘরে রোজ রাঁধছি ভূরিভোজ- বাড়িয়ে দিয়ে ডোজ মেশাই দ্বেষ-
ফলত প্রয়োজনে খাদ্য-পয়জনে ছ্যাতলা-ধরা মনে পচননীল...
কোথাও 'লিপ লক' কোথাও বিপ্লব, ঘড়ির টিকটক... বচনশীল...
সময় সঙ্গিন, রূপকথার মীন ভাসছে প্রাণহীন পুকুরময়...
স্টিমার ছেড়ে চলে কমতে-থাকা জলে... বন্ধ-চটকলে দুপুর হয়...
বেকার রেঁধে খায় ট্রেকার বেগে ধায় পেপার ছেপে যায় 'রেপ ও খুন'
ভাঙছে পাকা বিয়ে, ডালডা মেশে গিয়ে, হিসেব কষে নিয়ে স্টেপ ফেলুন!

গল্প
সুবীর সরকার

এই শহরের মাঝখানে, এই গোলশহরের ভূগোলে
বিপুল অন্ধত্ব নিয়ে হেঁটে যাই
মুঠোয় মেঘ।
আকাশের মায়ায় ভোজসভার টেবিল।
গিটার বাজানো রাতে জমে ওঠে
সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের গল্প।
আলো কমে আসে। আর শহরজুড়ে সাইরেন।

চক্ষুষ্মান
পঙ্কজ ঘোষ

আলো দাও,
শহর ভিজিয়ে দাও আলোয় আলোয়
দ্যাখো রাত্রি বাড়ছে কেমন সুনিপুণ প্রতিনায়কের মতো

প্রহরের প্রতিটা মুহূর্ত কেমন শরীর দিচ্ছে ছেড়ে,
যেন একে একে দাহ করা হবে
এমন থমথমে হয়ে আছে সময়
অথচ অজুহাতে খোয়া যাচ্ছে ভোরের ইশারা
অন্ধের শহরে কেমন সব পুড়ে যাচ্ছে পাতাদের ঘর

আপাতত জোছনা লেখা স্থগিত রেখে
এসো, শহর করে তুলি ভীষণ চক্ষুষ্মান

ঋষভের প্রেম হেতু
প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

অথচ নিপুণ ছিল চর্চাগত শব্দ তাঁর রাগের আলাপ
আমার বুকের মধ্যে হেরে থাকা চাঁদ অংশ সমস্যা জর্জর
অতিকায় চক্রবর্তী রাজাজ্ঞা দাসানুদাসে পাতার নিষ্পাপ
নভস্বান বেগে ক্ষিপ্ত দুনিয়াদারির নেশা পেশায় নির্ভর!

অচ্যুতবিলাসী বর্ণে সাজসজ্জাকারীদের এই যে কথন
বোধের অগম্য বলে ফেলেছে উদ্ভট পাত্রে যাদের ব্যাখ্যান
অহিংস হাঁসের পায়ে ভক্তি বেশে সমর্পিত তেমন দর্শন
রাজ চক্রবর্তী নয়, আদান-প্রদানে ব্যস্ত প্রেরণা আখ্যান

তবুও নিখুঁততম তীব্র কিছু ভাষা যা এ সময় অতীত
বোধগম্য হতে পারে প্রেরণা অতীত হলে ধৈবত মায়াতে
ঋষভের প্রেম হেতু নামের মায়ায় যার থাকে না সম্বিত
সে নয় কবির যোগ্য, যার থাকা পুতুলের ছায়া ও ছবিতে

অথচ নিপুণ ছিল চর্চিত সে দেহভঙ্গি মুদ্রার প্রকার
যাঁর জন্য অনর্থক বাগাড়ম্বরপূর্ণ এ কলম প্রহার

মাটি
বিভা দাস

মাটির একটা নিজস্ব ঘ্রাণ আছে -
অনেকেই সেটা চেনে।
আমি সেই ঘ্রাণ শুঁকতে শুঁকতে অনেক দিন
ধরে খুঁজে পাই একটি ভূমিখণ্ড।
আমি আর আমার মতো অনেকেই
যাদের শৈশব, কৈশোর যৌবনকে বুকে আগলে রেখেছিল সে।
বিকেলের পড়ন্ত রোদে সেই জমিতে সকলের পায়ের ঘসায় যে গন্ধ বেরোত
সেই মিষ্টি গন্ধকে বর্ণনা করার মতো কোনও শব্দ খুঁজে পাইনি আজও -
ঘাসের কচি শিকড় দাঁতে কাটতে কাটতে
কত স্বপ্নের জাল বুনেছে কিশোরের দল।
এক খণ্ড সবুজের বুকে সদ্য নামা সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশে গেছে কত মান অভিমান।
কত ভেঙে যাওয়া ভালোবাসার গল্প।
আস্তে আস্তে ঘাস ঢাকা পড়তে লাগল রোজ একটু একটু করে -
শৈশব, কৈশোর যৌবন ছিটকে গেল আপন
কক্ষপথে,
এখন গন্ধের রেখা ধরে খুঁজে পাওয়া ঠিকানায়
ঘেঁষাঘেঁষি কংক্রিটের স্থবিরতা।

স্বপ্ন রে তুই
ছবি ধর

লাখ যত্ন করে তোকে বসাই আসনে
বাঁধন খুলে পালিয়ে যাস এক লহমায়?
স্বপ্ন যদি সত্যি হত একটি বারের মতো
গেঁথে রাখতাম সব স্বপ্ন এক ফরমায়।

কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নপূরণ করতে বেপরোয়া,
সুখপাখির মতো করি মননে লালন।
চোরাগলি ধরে নিমেষে হোস উধাও?
সুখের ঘোরে তোর সইব আস্ফালন।

নেপথ্যে কার ইঙ্গিত শুনে চলিস তুই?
খুঁজি আতিপাতি আঁকবই স্বপ্নসুখ।
আবছায়া ধূসরতা কাটিয়ে কাছে আয়
স্বপ্নগুলো সত্যি হলে কাটবে এই অসুখ।

ভারত আমার... পৃথিবী আমার

অরণ্যসুন্দরী

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া...প্রথমবার মুথুভান ঘরের কোনও মেয়ে র‍্যাম্প মাতিয়ে দিলেন। মেয়ের নাম শুভলক্ষ্মী। 'মিস কেরল ফরেস্ট গডেস' ফ্যাশন এবং ফিটনেস প্রতিযোগিতার ফাইনালে পৌঁছেছেন ২৯ বছর বয়সি এই আদিবাসী কন্যা। দক্ষিণ ভারতের মুথুভান সম্প্রদায়ে পুরুষতান্ত্রিকতা আজও বিরাজমান। শুভলক্ষ্মী সেখানেই ব্যতিক্রম। তাঁর শিরায় আদিবাসী রক্ত, মাথায় নারী স্বাধীনতার মুকুট।

কূর্ম অবতার

সতীশ ভাস্কর ওরফে 'কচ্ছপ মানব'। কচ্ছপ নিয়ে সতীশের লেখা বিভিন্ন প্রতিবেদন ও গবেষণাপত্র জীববিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীটিকে বাঁচাতে নিজের জীবন পর্যন্ত বাজি রাখতে পিছপা হতেন না তিনি। ১৯৭০ সালে উপকূল ধরে একা চার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। কচ্ছপের গতিবিধি ও জীবনধারণ বুঝতে ১৯৮২ সালে টানা পাঁচ মাস কাটান জনমানবহীন সুহেলি দ্বীপে। সতীশের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি তথ্যচিত্রও বানিয়েছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা তাইরা মালানি।

কুংফুর টানে

কুংফু বলতে প্রথমেই মাথায় আসে জ্যাকি চ্যানের সিনেমার কথা। চিনে এই মার্শাল আর্টের জন্ম। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বিশ্বের অন্য গোলার্ধে কুংফুকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন মাস্টার দেগবো। এই মুহূর্তে পশ্চিম আফ্রিকার দরিদ্র দেশ বেনিনে প্রায় সাড়ে তিনশো ছেলেমেয়েকে কুংফু ও ধ্যান শেখান তিনি। চিনা ভাষাতেও দেগবো সমান পারদর্শী। সংস্কৃতির এই আদানপ্রদানই সভ্যতার মূল মন্ত্র।

কেন অধিনায়ক করা হল না বুমরাহকে

প্রশ্ন মঞ্জরেকারের

নেতৃত্বের দৌড়ে আমার তিন পছন্দই ছিল-বুমরাহ, বুমরাহ এবং বুমরাহই। তিন ফরম্যাটে ভারতীয় দলের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আলাদা করে টেস্ট দলের কথা বললে তো টিমে একটাই গ্রেট ক্রিকেটার- তার নাম হল জসপ্রীত বুমরাহ।

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য নয়। আগামীর দল গঠনের ভাবনায় লম্বা সময়ের জন্য নতুন এবং তরুণ অধিনায়ক গুরুত্ব পেয়েছে। বছর পঁচিশের শুভমান গিলকে টেস্ট অধিনায়ক বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে মূল কারণ সেটা। ফিটনেস, ওয়ার্কলোড, টানা টেস্ট খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা বিপক্ষে গিয়েছে জসপ্রীত বুমরাহর। অধিনায়কের নাম ঘোষণা করতে গিয়ে যা পরিষ্কার করে দিয়েছেন নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার।

যদিও ইংল্যান্ডগামী টেস্ট দলের অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। সমর্থকদের মতে, পারফরমেন্স নয় (বুমরাহ), পিআর (শুভমান) অগ্রাধিকার পেয়েছে। সঞ্জয় মঞ্জরেকার অভিযোগ তুলেছেন, বুমরাহর প্রতি অন্যায় হয়েছে। পালাবদলের পর্ব চলছে ভারতীয় ক্রিকেটে। বুমরাহকে লিডারশিপ গ্রুপে না রাখাই শুধু নয়, ইংল্যান্ডগামী দল নিয়ে তিনি অবাক। তরুণ ব্রিগেডকে শুভেচ্ছা জানালেও কতটা কী করে উঠবে, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশও করতে দেখা গেল প্রাক্তন টেস্ট ব্যাটারকে।

সমাজমাধ্যমে মঞ্জরেকার লিখেছেন, 'সবমিলিয়ে অবাক করা দল। তবে আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে ভারতের হারানোর কিছু নেই। ভারতীয় ক্রিকেট পালাবদলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ওদেরকে শুধু শুভেচ্ছা জানাতেই পারি মাত্র। ধৈর্য ধরতে হবে।' নেতৃত্ব প্রসঙ্গে অবশ্য কাঠগড়ায় তুললেন নির্বাচকদের। প্রাক্তন টপ অর্ডার ব্যাটার বলেছেন, 'নেতৃত্বের দৌড়ে আমার তিন পছন্দই ছিল—বুমরাহ, বুমরাহ এবং বুমরাহই। তিন ফর্ম্যাটে ভারতীয় দলের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আলাদা করে টেস্ট দলের কথা বললে তো টিমে একটাই গ্রেট ক্রিকেটার—তার নাম হল জসপ্রীত বুমরাহ।'

ফিটনেস তত্ত্বে বুমরাহকে খারিজ করার যুক্তিও মানতে নারাজ মঞ্জরেকার। দাবি অযথা ফিটনেস, ফিটনেস করে মাথা খারাপ করা হচ্ছে। তাহলে কি ফর্ম, সাফল্যের কোনও গুরুত্ব নেই? সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে ফর্মে থাকা জরুরি। বুমরাহ পারফেক্ট চয়েস ছিল। আকাশ চোপড়াও মনে করেন, টেস্ট দলে নিজের জায়গা এখনও নড়বড়ে শুভমানের। টেস্ট দলের লিডারশিপ গ্রুপেও ছিল না। সেখান থেকে অধিনায়ক, নিশ্চিতভাবে বাড়তি চাপ।

ইরফান পাঠান, পার্থিব প্যাটেলরা অবশ্য মনে করেন, শুভমানকে অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া সঠিক পদক্ষেপ। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সঠিক কাঁধেই নেতৃত্বের গুরুভার দিয়েছে। প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার পার্থিব প্যাটেল বলেছেন, 'টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে সঠিক নির্বাচন। গুজরাট টাইটান্সের সঙ্গে থাকার ফলে খুব কাছ থেকে দেখছি ওকে। ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একেবারে ঠিকঠাক মানসিকতা রয়েছে শুভমানের।' ইরফান পাঠান লিখেছেন, 'ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক হওয়ায় শুভেচ্ছা শুভমান গিলকে। তবে ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দল মহম্মদ সামিকে মিস করবে। ইংলিশ কন্ডিশনে সামি অত্যন্ত কার্যকর হত।'

শুভমানকে শুভেচ্ছা প্রাক্তনদের

সঞ্জয় বাঙ্গার

লম্বা সময়ের জন্য অধিনায়ক বাছাইয়ের রাস্তায় হেঁটেছেন নির্বাচকরা। অনভিজ্ঞ কাউকে টেস্ট অধিনায়ক করার চল নেই ভারতে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার বিরল সুযোগ শুভমানের জন্য।

নাসের হুসেন

রোহিত শর্মার অবসরে নতুন অধিনায়ক দরকার ছিল। শুভমান সেই দায়িত্বে। ভারতীয় দলের নেতৃত্ব পাওয়া বড় সম্মান ওর জন্য। দুর্দান্ত ক্রিকেটার। আইপিএলে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ভালো সিদ্ধান্ত।

ইয়োন মরগ্যান

কেকেআরে শুভমানের সঙ্গে খেলেছিলাম কয়েক বছর আগে। ও সহজাত নেতা। দায়িত্ব নিতে জানে।

বাদ সামির ভাবনায় টেস্ট থেকে অবসর?

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ মে : মহম্মদ সামি নাকি আনফিট!

তাঁর নাকি ফিটনেসের সমস্যা রয়েছে। অথচ, ২০২৩ সালে আহমেদাবাদে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালের পর চোটের কারণে ক্রিকেট থেকে ছিটকে যাওয়া সামি এক বছর পর ঘরোয়া ক্রিকেটের মাধ্যমে ভারতীয় ক্রিকেটের মূলস্রোতে ফিরেছেন। বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলেছিলেন সামি। পরে বিজয় হাজারে ট্রফিও খেলেন। পরে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম সদস্য সামি। প্রায় শেষ পর্বে পৌঁছে যাওয়া অষ্টাদশ আইপিএলের আসরে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে মোট ৯টি ম্যাচ খেলেছেন সামি। উইকেট সংখ্যা ছয়। তাঁকে দারুণ ছন্দে পাওয়া যায়নি। একইসঙ্গে সামির ফিটনেস নিয়ে সমস্যার কথাও জানানো হয়নি।

কিন্তু তারপরও মনে করা হয়েছিল, টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের স্কোয়াডে সামি থাকবেন। বিলেতে সামির অভিজ্ঞতা ভারতীয় দলের কাজে লাগতে পারে। আজ দুপুরে মুম্বইয়ে দল ঘোষণার পরই স্পষ্ট হয়ে যায়, সামি 'বাদ'। যদিও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'সামি পুরো ফিট নয়। আমরা ওকে ইংল্যান্ড সফরের জন্য ভেবেছিলাম। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। দ্রুত সামি ফিট হয়ে যাক, এমনটাই চাই আমরা। প্রয়োজনে ইংল্যান্ড সিরিজে পরের দিকে ওকে পাঠানো যেতেই পারে।' ঠিক একই কাণ্ড হয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়। সামি ঘরোয়া ক্রিকেট খেললেই উড়ে যাবেন স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে। সেদিনও বিস্তর জল্পনার পর টিম ইন্ডিয়ার বাইরেই থেকে গিয়েছিলেন সামি। বিলেত সফরেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল।

৩৪ বছরের সামির ফিটনেস সমস্যা নতুন নয়। ২০২৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে হাঁটুর চোট তাঁকে বিশাল সমস্যায় ফেলেছিল। পরবর্তী সময়ে সেই হাঁটুর চোটের সঙ্গে কোমরের সমস্যাও সামনে আসে। বাংলার হয়ে রনজি খেলার সময় লম্বা স্পেল করলেই সামির হাঁটু ফুলে যাচ্ছিল। জমছিল ফ্লুইড। ইনজেকশনের মাদ্যমে সেই ফ্লুইড বার করতে হচ্ছিল। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, ফের সেই সমস্যা ফিরে এসেছে সামির। তাই সানরাইজার্স হায়দরাবাদ তাঁকে সব ম্যাচে খেলানোর ঝুঁকি নিতে পারেনি। রবিবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে সানরাইজার্সের শেষ ম্যাচের পর সামিকে ফের বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে। আর এখানেই সামনে আসছে সেই প্রত্যাশিত প্রশ্ন, সামি কি টেস্ট থেকে অবসরের ভাবনা শুরু করে দিয়েছেন?

স্পষ্ট জবাব এখনও কোথাও নেই। মিশন ইংল্যান্ডের দল ঘোষণার পর থেকে সামির সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা হয়েছিল। তিনি ফোন ধরেননি। মেসেজেরও জবাব দেননি। সামির ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, টেস্ট থেকে অবসরের ভাবনা শুরু করে দিয়েছেন তিনি। ঠিক কবে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবেন সামি, সেটা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। তবে রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির পর খুব দ্রুত টেস্ট থেকে অসবরের তালিকায় সামির নাম যুক্ত হতে চলেছে বলে খবর।

> সামি পুরো ফিট নয়। আমরা ওকে ইংল্যান্ড সফরের জন্য ভেবেছিলাম। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। দ্রুত সামি ফিট হয়ে যাক, এমনটাই চাই আমরা। প্রয়োজনে ইংল্যান্ড সিরিজে পরের দিকে ওকে পাঠানো যেতেই পারে।
> -অজিত আগরকার

'প্রিয় ক্রিকেট আর একটা সুযোগ দাও'

৩০০০ দিন পর টেস্ট দলে ডাক করুণের

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : 'প্রিয় ক্রিকেট, প্লিজ আর একটা সুযোগ দাও।'

বীরেন্দ্র শেহবাগের পর দ্বিতীয় ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে ত্রিশতরান করেও বাদ পড়েছিলেন পরের টেস্টেই! পরে ফিরে এসে সেই ছন্দটা খুঁজে পাননি করুণ নায়ার। ক্রমে হারিয়ে যান নতুনদের ভিড়ে। গত কয়েক বছরে ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা ছোটালেও নির্বাচকদের 'ধীরে চলো নীতি'-তে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছিল। সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, 'প্লিজ আর একটা সুযোগ দাও।'

অবশেষে সুযোগ। ৩০০০ দিনের লম্বা প্রতীক্ষার অবসান। ২০১৭-র (অস্ট্রেলিয়া, ধরমশালা) পর আবারও জাতীয় দলের জার্সিতে। একেবারে বিলেত সফরে। আজ পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সফরের জন্য ঘোষিত ১৮ সদস্যের যে দলে ঠাঁই মিলেছে করুণের। ধৈর্য, অপেক্ষা, হার না মানা মানসিকতার পুরস্কার। ইংলিশ কন্ডিশনে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাহীন ব্যাটিংকে ভরসা জোগানোর পরীক্ষা।

দল ঘোষণার পর স্বভাবতই করুণকে নিয়ে উচ্ছ্বাস ঘনিষ্ঠমহলে। কয়েক বছর আগে করা 'প্রিয় ক্রিকেট, প্লিজ আর একটা সুযোগ দাও' ফের ভাইরাল। ২০২৪-'২৫ মরশুমে দুই হাত ভরা সাফল্য। রনজি ট্রফিতে ৯টি ম্যাচে চারটি শতরান সহ ৮৬৩ রান। বিজয় হাজারে ট্রফিতে ৭৭৯। করুণের যে দাপট আর অস্বীকার করতে পারেননি নির্বাচকরা। ২৫ বছর বয়সে টেস্ট অভিষেক। ঠিক ৮ বছর ২ মাস পর ৩৩-এ ফের টেস্ট টিমে ডাক।

খুশিতে ভাসছেন নায়ারের ছোটবেলার কোচ বি শিবানন্দ। বলেছেন, 'যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখতে জানে। সবসময় বলত, স্যর ক্রিকেট আমাকে আরও একটা সুযোগ ঠিক দেবে। কখনও ওকে জিজ্ঞাসা করিনি, কেন টেস্ট থেকে বাদ পড়ল। ও হল ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভা। অনেকেই আছে, তার মধ্যে ও অন্যতম। জানতাম, ঈশ্বর ওর সঙ্গে আছে, সুযোগ পাবে। আমি নিশ্চিত, এবার আরও ভালো খেলবে।'

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মোহালিতে অভিষেক টেস্টে ৪ করেছিলেন। পরের ম্যাচে ৩০৩! শেহবাগের পর দ্বিতীয় ভারতীয়। যাকে স্বাগত জানিয়ে বীরু লিখেছিলেন, 'ত্রিশতরানের ক্লাবে বড্ড একা একা লাগছিল। তোমাকে পেয়ে ভালো লাগছে। স্বাগত করুণ নায়ার।' তারপরও কেন ছিটকে যাওয়া, আজও উত্তর নেই বি শিবানন্দের কাছে।

> যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখতে জানে। সবসময় বলত, স্যর ক্রিকেট আমাকে আরও একটা সুযোগ ঠিক দেবে। কখনও ওকে জিজ্ঞাসা করিনি, কেন টেস্ট থেকে বাদ পড়ল। জানতাম, ঈশ্বর ওর সঙ্গে আছে, সুযোগ পাবে। আমি নিশ্চিত, এবার আরও ভালো খেলবে।
> **বি শিবানন্দ**
> করুণের ছোটবেলার কোচ

নায়ারের কোচ বলেছেন, 'সঠিক কারণ জানি না। শেহবাগের পর দ্বিতীয় ভারতীয় ত্রিশতরানকারী। এই রকম প্রতিভাকে ধরে রাখার বদলে ছাঁটাই! সঠিক পদক্ষেপ ছিল না। প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সঙ্গে টিস্যু পেপারের মতো ব্যবহার অনুচিত। অনেকে ভেবেছিল ও হয়তো খেলাই ছেড়ে দেবে। কিন্তু খিদেটা মরতে দেয়নি। সুফল আজকের ডাক।'

করুণের মতো দীর্ঘ না হলেও টেস্ট দলে ডাক পাওয়ার জন্য চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকতে হয়েছে অর্শদীপ সিংকেও। ২০২২-এ টি২০ অভিষেক। প্রথমবার ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপিয়েই সাড়া ফেলে দেন। ক্রমে ভারতীয় টি২০ দলে পেস ব্রিগেডের মুখ হয়ে ওঠা। গত টি২০ বিশ্বকাপ জয়েও জসপ্রীত বুমরাহ সমৃদ্ধ ভারতীয় পেস ব্রিগেডে সবচেয়ে সফল ছিলেন অর্শদীপ।

যুযবেন্দ্র চাহালকে টপকে টি২০-তে ভারতের সর্বাধিক উইকেটশিকারিও। বাঁহাতি বোলার, তারপর দুইদিকে সুইং করানোর মুনশিয়ানা। গত অজি সফরে অর্শদীপের ডাক না পাওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। অবশেষে বিতর্কের অবসান। পেস ব্রিগেডের বৈচিত্র্য আনতে অর্শদীপে ভরসা। প্রথমবার টেস্ট দলে ডাক। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে শুরু থেকেই অর্শদীপ খেলবে। অজিত ওয়াদেকারও বলেছেন, 'অত্যন্ত দক্ষ বোলার। গত ২ বছর ধরে ওর পারফরমেন্সের ওপর আমাদের নজর ছিল। তারই ভিত্তিতে ইংল্যান্ডগামী টেস্ট দলে ডাক।'

চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রস্তুতির মাঝে মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে আলোচনায় বি সাই সুদর্শন। শনিবার।

সবে শুরু হল, বলছেন সুদর্শন

আহমেদাবাদ, ২৪ মে : প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে জাতীয় দলে ডাক। জুনের ইংল্যান্ডগামী দলে জায়গা পাওয়ার খবর শোনার পর থেকে আবেগে ভাসছেন। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে আগামীকালের ম্যাচের প্রস্তুতির মাঝে গুজরাট টাইটান্সের বি সাই সুদর্শনের গলায় সেই সুর। বলেছেন, 'দেশের হয়ে খেলা বিশাল সম্মান। অন্যরকম অনুভূতি। ভেরি ভেরি স্পেশাল। যে কোনও খেলোয়াড় ক্রিকেট যখন শুরু করে, দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখে। আমিও দেখেছিলাম। তবে এটা সবে শুরু। অনেকটা পথ পেরোতে হবে। আমার এই সফরে আরও অনেক গল্প যোগ করতে চাই।'

ভারতীয় টেস্ট দলের নবাগত সুদর্শন আরও বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত, বাবা-মা আজ খুব খুশি হবেন। ওঁদের খুশি করতে পেরে ভালো লাগছে। একইভাবে আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, যারা সবসময় আমার পাশে থেকেছে সবাই আমার এই প্রাপ্তিতে খুশি। ওদের সঙ্গে খুশিটা ভাগ করে নেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি। আপাতত লক্ষ্য আইপিএল। ভালোভাবে শেষ করতে চাই। তারপর ইংল্যান্ড সফরের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ব।'

গিলে আস্থা সানির

এদিকে, তরুণ টেস্ট ব্রিগেড, শুভমান গিলের অধিনায়ক নির্বাচনকে স্বাগত জানালেন সুনীল গাভাসকার। বিশ্ব ক্রিকেটের প্রথম দশ হাজার টেস্ট রানের মালিক বলেছেন, 'ভালো দল হয়েছে। ভবিষ্যতের কথা গুরুত্ব পেয়েছে। শুভমান এখন অনেক অভিজ্ঞ। হয়তো গোটা তিরিশেক টেস্ট খেলেছে। তবে ওর থেকে কম টেস্ট খেলে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হওয়ার নজির রয়েছে। বয়স অল্প হলেও ওর ঠান্ডা মাথায় নিজেকে মেলে ধরার মানসিকতা প্রশংসার দাবি রাখে। ভারতের অন্যতম সফল অধিনায়ক হয়ে উঠবে শুভমান, এই আশা রাখি।'

তিনদিনেই হার জিম্বাবোয়ের

ট্রেন্ট ব্রিজ, ২৪ মে : চারদিনের টেস্ট শেষ তিনদিনেই। ৪৫ রান ও ইনিংসে জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে দিল ইংল্যান্ড।

প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৫৬৫ রান তুলে ডিক্লেয়ার করেছিল ইংল্যান্ড। জবাবে প্রথম ইনিংসে জিম্বাবোয়ের লড়াই শেষ হয় ২৬৫ রানে। ফলো-অন করে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসে নিজেদের গড়া রানের গণ্ডিটাও পার করতে পারেনি তারা। তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার আগেই ২৫৫ রানে অল আউট হয় জিম্বাবোয়ে। ইংল্যান্ডের হয়ে এই ইনিংসে শোয়েব বশির একাই ৬ উইকেট নেন।

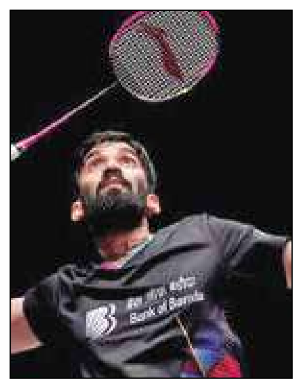

৬ বছর পর ফাইনালে শ্রীকান্ত

কুয়ালা লামপুর, ২৪ মে : মালয়েশিয়া মাস্টার্স জয় থেকে একধাপ দূরে ভারতের তারকা শাটলার কিদাম্বি শ্রীকান্ত। শনিবার পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে তিনি ২১-১৮, ২৪-২২ পয়েন্টে হারিয়েছেন জাপানের উসি তানাকাকে। দীর্ঘ ছয় বছর পর কোনও বিডব্লিউএফ ইভেন্টের ফাইনালে উঠলেন শ্রীকান্ত।

সেমিফাইনালে জেতার পর শ্রীকান্ত বলেছেন, 'এই মুহূর্তে শারীরিকভাবে আমি যথেষ্ট ফিট রয়েছি। গতবছর খুব বেশি ম্যাচ না খেলার জন্য নিজের ছন্দটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। তবে গত এক মাস বেশ কঠোর পরিশ্রম করেছি। অনেকদিন পর এতগুলো ম্যাচ একটানা জিততে পেরে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি।'

শেষবার ২০১৯ সালে কোনও বিডব্লিউএফ ইভেন্টের ফাইনালে উঠেছিলেন শ্রীকান্ত। সেবার ইন্ডিয়ান ওপেনে ভিক্টর অ্যাক্সেলসেনের কাছে পরাজিত হন তিনি। রবিবার মালয়েশিয়া মাস্টার্সের ফাইনালে শ্রীকান্ত খেলবেন চিনের লি শাই ফেংয়ের বিরুদ্ধে।

ইংল্যান্ডে বৈভবদের সঙ্গী ট্রাকচালকের ছেলে

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : বাবা ট্রাক ড্রাইভার। জীবিকার তাগিদে বাবা কানাডা গেলেও যাননি তিনি। নিজের স্বপ্নপূরণের জন্য দেশে থেকে গিয়েছেন। এবার কানাডার পরিবর্তে ইংল্যান্ডের বিমানে উঠতে চলেছেন ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার হরবংশ সিং।

আগামী মাসেই ইংল্যান্ড সফরে যাচ্ছে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দল। সেই দলে রয়েছেন হরবংশ। এটাই তাঁর প্রথম ইংল্যান্ড সফর হতে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে সৌরাষ্ট্রের হয়ে জুনিয়ার পর্যায়ে ভালো খেলেছেন হরবংশ। শুধু তাই নয়, ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যুব টেস্টে শতরান করেছিলেন তিনি।

হরবংশ সিং

কয়েক বছর আগে হরবংশের বাবা দামনদীপ সিং কানাডা যান। তাঁর সামনেও সুযোগ ছিল কানাডা যাওয়ার। কিন্তু ক্রিকেটের টানে মায়ের সঙ্গে দেশে থেকে যান। দামনদীপ বলেছেন, 'হরবংশ আমার সঙ্গে কানাডা যেতে চায়নি। ও দেশে থেকে নিজের স্বপ্নপূরণ করতে চেয়েছিল। ইংল্যান্ড সফরে হরবংশ সুযোগ পাওয়া খুব ভালো লাগছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি এবং আমার ভাই দুজনেই ক্রিকেটের জন্য পাগল ছিলাম। বিভিন্ন জায়গায় খেলতে যেতাম। হরবংশ আমাকে দেখেই উইকেটকিপিং শুরু করে। মাত্র ছয় বছর বয়সে ওকে ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করে দিই। যুবরাজ সিং হরবংশের আদর্শ।'

আগামী মাসে ভারতীয় দল, ভারতীয় 'এ' দল ও অনূর্ধ্ব-১৯ দল ইংল্যান্ড সফরে যাচ্ছে। প্রতিটি দলের দিকে নির্বাচকরা বিশেষভাবে তাকিয়ে থাকবেন। আয়ুষ মাত্রে, বৈভব সূর্যবংশীদের মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের ভিড়ে নিজের জাত চেনানোই বড় চ্যালেঞ্জ হরবংশের।

রিৎজকে নিচ্ছে লিভারপুল

লিভারপুল, ২৪ মে : জার্মান তারকা ফ্লোরিয়ান রিৎজকে দলে নিতে চলেছে লিভারপুল। দুই পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত বলেই শোনা যাচ্ছে। এই জার্মান তারকার জন্য ১০০ মিলিয়ন ইউরো খরচ করতে চলেছে 'দ্য রেডস'। আসন্ন মরশুমে বায়ার্ন মিউনিখের মূল লক্ষ্য ছিল ফ্লোরিয়ান রিৎজ। লেভারকুসেন থেকে তাঁকে আলিয়াঞ্জ এরিনাতে নিয়ে আসার জন্য মরিয়া ছিল তারা। কিন্তু শেষমুহূর্তে লিভারপুল ফ্লোরিয়ানকে চূড়ান্ত করে ফেলায় অন্য খেলোয়াড়ের দিকে নজর দিয়েছে বায়ার্ন।

রোকো উত্তর ভারতীয় টেস্ট দল

শুভমান গিল (অধিনায়ক), ঋষভ পন্থ (সহ অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, বি সাই সুদর্শন, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, করুণ নায়ার, নীতীশ কুমার রেড্ডি, রবীন্দ্র জাদেজা, ধ্রুব জুরেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, শার্দূল ঠাকুর, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপ, অর্শদীপ সিং ও কুলদীপ যাদব (উপরে বাঁদিক থেকে)।

এপ্রিলে টেস্ট ছাড়ার সিদ্ধান্ত বিরাটের : আগরকার

মুম্বই, ২৪ মে : তিনি তাঁর টেস্ট অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন ১২ মে। তাঁর সিদ্ধান্তে হতবাক হয়ে গিয়েছিল ক্রিকেট দুনিয়া। কেন তিনি আচমকা টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছিলেন, তা নিয়ে জল্পনা এখনও চলছে।

আর তার মধ্যেই আজ বিরাট কোহলির আচমকা টেস্ট অবসর নিয়ে নয়া তথ্য সামনে এসেছে। এপ্রিল মাসের শুরুতেই টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন বিরাট। শুধু সরকারিভাবে তাঁর সিদ্ধান্তটা জানিয়েছিলেন ১২ মে, মুম্বইয়ে মিশন ইংল্যান্ডের লক্ষ্যে ১৮ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে এমন চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার। তাঁর কথায়, 'বিরাট এপ্রিল মাসের শুরুতেই আমাদের জানিয়েছিল টেস্ট থেকে ওর অবসরের ভাবনার কথা। বোর্ড ওর সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছে।' ক্রিকেটমহলের দাবি, বিরাটের যা ফিটনেস রয়েছে, অনায়াসে আরও দুই বছর টেস্ট খেলতে পারতেন তিনি। বাস্তবে সেটা হয়নি। কেন? জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধানের কথায়, 'মাঠে ব্যাটিং হোক বা ফিল্ডিং, বিরাট যখন যা করেছে নিজের ২০০ শতাংশ উজাড় করে দিয়েছে। ওর হয়তো এখন মনে হয়েছে টেস্ট ক্রিকেটে নতুনভাবে সেরাটা দিয়ে ফেলেছে। খেলা চালিয়ে গেলে নতুনভাবে ওর কিছু দেওয়ার থাকবে না। বিরাটের মতো কিংবদন্তির সিদ্ধান্তকে আমাদের সম্মান জানাতেই হবে।'

গত ডিসেম্বরে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির মাঝেই আচমকা টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। পরে সেই তালিকায় নাম জুড়েছে রোহিত শর্মা ও কোহলির। ভারতীয় ক্রিকেটে পালাবদলের সূচনা হয়ে গিয়েছে। রোহিত-কোহলি-অশ্বীনদের শূন্যস্থানপূরণ যে সম্ভব নয়, আগরকারও মেনে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'রোহিত, বিরাট, অশ্বীনদের মতো ক্রিকেটাররা অবসর নিলে নিশ্চিতভাবেই শূন্যস্থান তৈরি হবে। সহজে এই শূন্যস্থানপূরণ হওয়ার নয়। ওরা তিনজনই ক্রিকেটের বড় নাম, কিংবদন্তিও। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি কোহলিদের অনুপস্থিতি বাকিদের জন্য বড় সুযোগ।' সেই সুযোগের অঙ্গ হিসেবেই আট বছর পর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন করুণ নায়ার। শুভমান গিল হয়েছেন নয়া ভারত অধিনায়ক। ঋষভ পন্থ হয়েছেন নয়া টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক। কেন ঋষভ? জবাবে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান বলছেন, 'পন্থ দুর্দান্ত ক্রিকেটার। ম্যাচ উইনার। আমরা এমন ক্রিকেটারদেরই দায়িত্ব দিতে চেয়েছি, যাঁরা অনেকদিন ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।' আইপিএলে লখনউ সুপার জায়েন্টস দলের অধিনায়ক তথা প্রধান ক্রিকেটার হিসেবে ঋষভ এবার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কিন্তু তারপরও জাতীয় নির্বাচক কমিটির আস্থা প্রমাণ করে দিল, আইপিএলের পারফরমেন্স দিয়ে ঋষভের বিচার হয়নি।

শুভমানের ‘নয়া’ সফরে মাহি-বিদায়ের সুর

আহমেদাবাদ, ২৪ মে : মুকুটে নয়া পালক।

টেস্ট দলের অধিনায়কের মর্যাদা। রোহিত শর্মার শূন্য জুতোয় পা রেখে ইংল্যান্ডগামী বিমানে উঠবেন শুভমান গিল। বিরাট সম্মান। ততোধিক বড় দায়িত্বও। জুনের ইংল্যান্ড সফরে ক্রিকেট বিশ্বের চোখ থাকবে শুভমান গিল এবং তরুণ ভারতীয় ব্রিগেডের দিকে।

কয়েকদিন আগেই ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। আজ সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর। ১৮ সদস্যের ইংল্যান্ডগামী দলে অধিনায়ক হিসেবে শুভমানের নাম ঘোষণা। আগামীকাল নতুন তকমার খুশি নিয়ে প্রথমবার মাঠে নামছেন। গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে শুভমানের নেতৃত্বাধীন গুজরাট টাইটান্সের প্রতিপক্ষ চেন্নাই সুপার কিংস।

শুভমানের নয়া সফরের যে মঞ্চে আবার বিদায়ের সুর মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ঘিরে। অবসর নিয়ে এখনও পরিষ্কার কিছু বলেননি। ধোঁয়াশা রেখেছেন। যদিও চলতি লিগে দল এবং ধোনির ব্যক্তিগত পারফরমেন্স যা, ২০২৬-এর আইপিএলে ফের ক্যাপ্টেন কুলকে দেখার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ভবিষ্যতে চেন্নাইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও আগামীকালই হয়তো হলুদ জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলতে চলেছেন। নিট ফল, মাহি-আবেগের চোরাস্রোত গুজরাট-চেন্নাই দ্বৈরথে।

দলগতভাবে চেন্নাইয়ের কাছে লাস্ট বয়ের লজ্জা ঘোচানোর ম্যাচও। গত ১৩ ম্যাচে মাত্র তিনটি জয়ে পয়েন্ট টেবিলে সবার শেষে। রবিবার জিতে একধাপ এগোনোর সুযোগ থাকবে। গুজরাটের সামনে সেখানে প্রথম দুইয়ে থাকার লক্ষ্য। বর্তমান পারফরমেন্সে এগিয়ে গুজরাট। অবশ্য আত্মতুষ্টির জায়গা নেই।

অস্বস্তিতে রাখছে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ঠিক আগের ম্যাচেই দলের হতশ্রী পারফরমেন্স। অধিনায়ক শুভমানও স্বীকার করে নেন, প্লে-অফের আগে দ্রুত ছন্দ খুঁজে নিতে হবে। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে সেই তাগিদ থাকবে আশিস নেহেরার দলের। অক্সিজেন জোগাচ্ছে শনিবার ঘোষিত ভারতীয় টেস্ট দল। গুজরাটের পাঁচ-পাঁচজন ক্রিকেটার ডাক পেয়েছেন। অধিনায়ক শুভমানের সঙ্গী বি সাই সুদর্শন, মহম্মদ সিরাজ, ওয়াশিংটন সুন্দর ও প্রসিধ কৃষ্ণা। চেন্নাই-চ্যালেঞ্জে বাড়তি অনুপ্রেরণা সুদর্শনদের জন্য।

রশিদ খানের অফফর্ম চিন্তার জায়গা। প্লে-অফের গুরুত্বপূর্ণ পর্বে রশিদের স্পিন-ভেলকি কাজ না করলে চাপ বাড়বে। সিএসকে-র প্রাক্তন রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর দলকে ভরসা জোগালেও আফগান-স্পিন তারকার ছন্দে ফেরা জরুরি। অপরদিকে নতুন করে কিছু পাওয়ার নেই চেন্নাইয়ের। আগামীর ভাবনায় তরুণ ব্রিগেডকে তৈরি রাখা অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, আয়ুষ মাত্রে, নুর আহমদ, অংশুল কম্বোজদের পারফরমেন্সের দিকে নজর থাকবে স্টিফেন ফ্লেমিংদের। ইংল্যান্ডগামী বিমানে ওঠার আগে শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে ব্যাটে-বলে ঝালিয়ে নিতে চাইবেন রবীন্দ্র জাদেজাও। আর ধোনি থাকা মানে প্রচারের আলো তাঁর ওপর থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। কালকের ম্যাচেও যা ব্যতিক্রম হচ্ছে না। সেদিকে তাকিয়ে থাকবে হাজারো, লাখো ভক্তের দল।

অনুশীলনেও বিস্ফোরক মেজাজে শেরফানে রাদারফোর্ড। শনিবার আহমেদাবাদে।

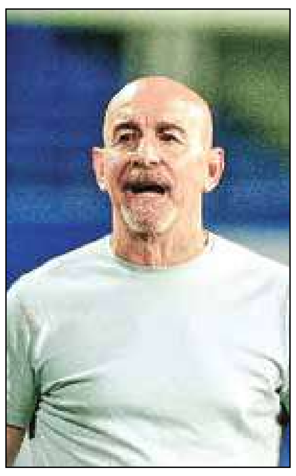

ভারতীয় দলের কোচ হতে আগ্রহী হাবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মে : মানোলো মার্কুয়েজ আর্থিক কারণে ভারতীয় দলের চাকরি ছাড়তে চান বলে মনে করছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন।

এক সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থাকে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলেছেন, ‘খুব ভালো আর্থিক প্রস্তাব পেয়ে গেলে আপনি তো সেটাই নিতে চাইবেন।’ অর্থাৎ পরোক্ষে তিনি মেনে নিয়েছেন যে এফসি গোয়ার আর্থিক প্রস্তাবের সঙ্গে পেরে উঠছে না এআইএফএফ। তবে মানোলো হংকং ম্যাচের পর জাতীয় দলের কোচের পদ ছাড়লে ফেডারেশন কী করবে, সেই বিষয়ে অবশ্য পরিষ্কার করেননি কল্যাণ। যা খবর তাতে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস আগ্রহী জাতীয় দলের কোচ হতে। তবে তাঁর দাবিদাওয়া মিটিয়ে ফেডারেশন শেষপর্যন্ত হাবাসকে কোচ করতে রাজি হবে কি না প্রশ্ন সেটাও। তাছাড়া জুলাই-অগাস্টের পর ফের নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা ফেডারেশনে। তারপর নতুন কমিটি এসে তাদের পছন্দের কোচ নির্বাচন করতে পারে বলেই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে কেউ কোচ হতে চাইবেন কি না সেই প্রশ্নও উঠছে। সবমিলিয়ে জাতীয় দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

এদিকে, ৪ জুন থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে সুনীল ছেত্রীদের ম্যাচটি হবে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা থেকে। আর হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ সাড়ে ৫টা থেকে বলে জানা গিয়েছে। আপাতত দল নিয়ে কলকাতায় শিবির করছেন মানোলো।

আগামীর শুরুর ভাবনায় নাইটরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মে : শেষ। কিন্তু শেষ নয়। বরং আগামীর শুরু!

এই ম্যাচটা ছিল গতবারের খেতাবি ম্যাচ। সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়ে দশ বছরের ট্রফি খরা কাটিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। যদিও এখন সবই ইতিহাস। বর্তমান হল, চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের আগেই প্লে-অফ স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। রবিবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে নিয়মরক্ষার ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছেন আজিঙ্কা রাহানে, প্যাট কামিন্সরা। ক্রিকেট মহলে আগামীকাল রাতের কেকেআর বনাম হায়দরাবাদ ম্যাচ নিয়ে কারও কোনও আগ্রহ নেই। কিন্তু তারপরও দুই দলের অন্দরে নিয়মরক্ষার ম্যাচ নিয়েও চলছে চর্চা।

যার পিছনে রয়েছে ক্রিকেটীয় কারণ। দুই শিবিরই প্রচুর প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করে ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেনি। শক্তিশালী দল গড়ার পরও ব্যর্থ হতে হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে রাহানে-কামিন্সরা শেষটা স্মরণীয় করতে চাইছেন। একইসঙ্গে আগামীর পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছে দুই শিবিরেই। বিশেষ করে শাহরুখ খানের দলের অন্দরে। গতবারের চ্যাম্পিয়নরা কেন এবার ব্যর্থ হলেন, তা নিয়ে আগেই বিস্তর কাটাছেঁড়া হয়েছে। নাইটদের ভঙ্গুর ব্যাটিংলাইনকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। সঙ্গে টিম ম্যানেজমেন্টের দিশাহীন পরিকল্পনা, ঘরের মাঠে স্পিনসহায়ক পিচের চাহিদা নিয়ে অহেতুক বিতর্ক—এমন নানা কারণ রয়েছে রাহানেদের ব্যর্থতার পিছনে। উপরি হিসেবে রয়েছে ২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। কেকেআরের সমাজমাধ্যমে প্রতিযোগিতার শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে সমর্থকদের কাছে দলের ব্যর্থতার জন্য ‘ক্ষমা’ চেয়েছেন ভেঙ্কটেশ। কিন্তু তারপরও ব্যর্থতার যন্ত্রণা যাওয়ার নয়।

শেষবারের চ্যাম্পিয়ন দলের এবারের ব্যর্থতা সবচেয়ে হতাশ করেছে নাইটদের নিউক্লিয়াস আন্দ্রে রাসেলকে। কেকেআরের সমাজমাধ্যমে দ্রে রাস আজ বলেছেন, ‘সাজঘরের পরিকল্পনা বেশিরভাগ সময় মাঠে সফলভাবে কাজে লাগাতে পারিনি আমরা। অনেক সময় এমন হয়। কিন্তু আমাদের জন্য প্রতিযোগিতার বেশিরভাগ সময়ই এমন হয়েছে। সঙ্গে বেশ কিছু ক্লোজ ম্যাচও হেরেছি আমরা।’ কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের স্ট্র্যাটেজি, ভাবনা নিয়েও নাইটদের অন্দরে রয়েছে ক্ষোভ। রাসেলকে বেশিরভাগ ম্যাচেই ব্যাটিংয়ে নীচের দিকে ব্যবহার করা, রোভমান পাওয়েলকে দলে নেওয়ার পরও তাঁকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করা, দলের দুই স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারায়ণের উপর অত্যধিক নির্ভরতা নিয়েও সমর্থকদের কাঠগড়ায় কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট। এমন অবস্থায় শেষ ম্যাচের আগে আজ পুরো দিনটাই হোটেলে কাটিয়ে দিলেন রাহানেরা। অনুশীলন করেননি কেকেআরের ক্রিকেটাররা। গতরাতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে চমকে দেওয়ার পর আজ সানরাইজার্সও মাঠমুখো হয়নি।

প্রতিযোগিতার একেবারে শেষ পর্বে পৌঁছানোর পর ঈশান কিষানের ছন্দে ফেরা নিয়ে চর্চা চলছে হায়দরাবাদ শিবিরে। কেকেআরের বিরুদ্ধেও ঈশান ‘কাঁটা’ হিসেবে উদয় হন কি না, সেটাই দেখার।

নিয়মরক্ষার ম্যাচের আগে সমর্থকদের সঙ্গে সময় কাটালেন আজিঙ্কা রাহানে (উপরে) ও রিঙ্কু সিং।

মুখোমুখি

ম্যাচ ২৯

কলকাতা নাইট রাইডার্সের জয় ২০

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জয় ৯

শেষ ম্যাচে হায়দরাবাদকে ৮০ রানে হারিয়েছিল কেকেআর।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

গুজরাট টাইটান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস

সময় : বিকাল ৩.৩০ মিনিট
স্থান : আহমেদাবাদ

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ওয়েস্ট হ্যামে খেলবেন রাহুল

কলকাতা, ২৪ মে : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের হয়ে খেলতে চলেছেন ওড়িশা এফসি-র তারকা রাহুল কেপি। হ্যামার্সদের হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সেভেন সাইড ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন তিনি। ৪৮ দলের এই প্রতিযোগিতায় লুই নানি, সের্জিও আগুয়েরোর মতো তারকাদের খেলতে দেখা যাবে। ভারতের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ইপিএলের কোনও দলে খেলতে চলেছেন রাহুল।

জিতল মিলন

জলপাইগুড়ি, ২৪ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে শনিবার মিলন সংঘ ২-১ গোলে হারিয়েছে আরএসএ দলকে। টাউন ক্লাবের মাঠে গোল করেন মিলনের প্রকাশ ওরাওঁ ও চিরঞ্জিৎ শীল। আরএসএ-র একমাত্র গোল নেহাল রাইয়ের। ম্যাচের সেরা চিরঞ্জিৎ।

NOTICE INVITING e-TENDER
Vides NIeT No.
WB/APD/KMG/RYDAKGP/ ET/01/ 2025-2026, DATED:24/05/2025 & WB/APD/KMG/RYDAKGP/ET/02/ 2025-2026, DATED: 24/05/ 2025
Last Date and Time for online bid submission is 31/05/2025 at 18.00 hours.
The Intending bidders are requested to please visit : www.wbetenders.gov.in or Rydak GP Office for more details.
Sd/-
Pradhan
Rydak Gram Panchayat

শ্রেয়স-স্টোয়িনিস ঝড়ে ২০০ পার পাঞ্জাবের

আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে অর্ধশতরান পেরোলেন শ্রেয়স আইয়ার। জয়পুরে।

পাঞ্জাব কিংস-২০৬/৮
দিল্লি ক্যাপিটালস-১৪৬/৩
(১৪ ওভার পর্যন্ত)

জয়পুর, ২৪ মে : অপারেশন সিঁদুর-এর পর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বাড়তে থাকা চাপানউতোরের জেরে ৮ মে ধরমশালায় মাঝপথে বাতিল হয়েছিল পাঞ্জাব কিংস-দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচ। জয়পুরে ১৫ দিন পরে ফের মুখোমুখি দুই দল।

সেদিন শুরুতে ঝড় তুলেছিলেন পাঞ্জাবের দুই ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য ও প্রভসিমরান সিং। অবশ্য শনিবার মাত্র ৮ রান জুড়তে পেরেছে পাঞ্জাবের ওপেনিং জুটি। প্রিয়াংশ (৬) ফেরেন মুস্তাফিজুর রহমানের (৩৩/৩) বলে কট বিহাইন্ড হয়ে। যার জেরে প্রথম দুই ওভারে স্কোরবোর্ডে মাত্র ১০ রান ওঠে। অন্যপ্রান্তে চালিয়ে খেলে রানের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন প্রভসিমরান (১৮ বলে ২৮) ও জস ইনগ্লিস (১২ বলে ৩২)। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা সর্বোচ্চ ৪৭ রান জোড়েন। এরই মাঝে দুইবার ইনগ্লিসের ক্যাচ ফেলে দিল্লি। যার সুযোগ নিয়ে ইনিংস লম্বা করতে ব্যর্থ অজি উইকেটকিপার। নিজের দুই ওভারে ভিপরাজ নিগম (৩৮/২) পরপর ফেরান ক্রিজে সেট হয়ে যাওয়া প্রভসিমরান-ইনগ্লিসকে। এরপর দলের হাল ধরেন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। তিনি খাতাই খোলেন ভিপরাজকে বাউন্ডারি মেরে। ৩৪ বলে ৫৪ রানের ইনিংসে মিডল ওভারে স্কোরবোর্ড সচল রাখেন পাঞ্জাব অধিনায়ক। ডেথ ওভারে ঝড় তোলেন মার্কাস স্টোয়িনিস। তাঁর অপরাজিত ১৬ বলে ৪৪ রানে প্রীতির দল থামে ২০৬/৮ স্কোরে।

জবাবে পালটা দিচ্ছে দিল্লিও। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তারা ১৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪৬ রান তুলেছে। ক্রিজে করুণ নায়ার (৩৮) ও সমীর রিজভি (২২)। লোকেশ রাহুল ৩৫ ও ফাফ ডুপ্লেসি ২৩ রানে আউট হয়েছেন।

শেষবারের মতো প্রিয় সান্টিয়াগো বার্নাব্যু ছাড়ছেন লুকা মডরিচ। শনিবার।

জিতে মডরিচকে বিদায় রিয়ালের

মাদ্রিদ, ২৪ মে : রিয়াল মাদ্রিদে লুকা মডরিচের ১৩ বছরের বর্ণময় কেরিয়ারে দাঁড়ি পড়ল শনিবার। তাঁর বিদায়ি ম্যাচে স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুয়ে রিয়াল ২-০ গোলে জিতে কিংবদন্তির বিদায় সুন্দর করেছে। রিয়াল সোসিয়েদাদের বিরুদ্ধে তাদের জয়ের গোল দুইটি এসেছে ৩৮ ও ৮৩ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপের থেকে। ৮৭ মিনিটে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও মডরিচ ক্যাপ্টেন আর্মব্যান্ড পরেছিলেন। তাঁকে সতীর্থরা গার্ড অফ অনার দিয়ে বিদায় জানান। এদিন রিয়ালের কোচ হিসেবে শেষ ম্যাচ ছিল কার্লো আন্সোলোত্তির। ব্রাজিল ফুটবল দলের দায়িত্ব নিতে চলা আন্সোলোত্তির চোখেও জল ছিল।

নির্বাচন নিয়ে আরও আলোচনায় কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মে : সোমবার থেকে মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনি মনোনয়নপত্র তোলা শুরুর কথা আগে বলা হলেও এদিন নির্বাচন পরিচালন কমিটির প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায় জানিয়ে দিলেন, তাঁরা আরও সময় নিতে চান।

এর আগে তিনি ইঙ্গিত দেন, সোমবার থেকে শুরু হবে মনোননয়পত্র তোলার কাজ। কিন্তু এদিন মোহনবাগান তাঁবুতে কমিটির বাকিদের সঙ্গে আলোচনায় বসে জানান, ‘এবারের নির্বাচনে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভোটার বেড়েছে। তাছাড়া এই নির্বাচনকে সফল করতে হলে আরও অনেকগুলো দিক দেখতে হচ্ছে যাতে কোনওকিছু নিয়ে কথা না ওঠে। তাই আমরা আরও একটু সময় নিচ্ছি। আগামী সপ্তাহে আরও দুই-একদিন আমরা বসব। তারপরেই মনোনয়নপত্র তোলা, জমা দেওয়া বা বাকি সব পদ্ধতিগত দিন সম্পর্কে জানাতে পারব।’ দুই গোষ্ঠীই সম্ভবত একেবারে শেষদিনে নিজের নিজের প্যানেল নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেবে। নির্বাচন পরিচালন কমিটি ইতিমধ্যেই ক্লাবের যুযুধান দুই পক্ষকে নির্বাচনি নির্ঘণ্ট মৌখিকভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন বলে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু এদিনের পর সব তারিখই বদলে এবং পিছিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আগে ক্লাবকে মৌখিকভাবে যে ২২ জুন নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত ক্লাবকে জানানো হয়, সেটাও বদলে যেতে পারে। প্যানেলের তালিকা টাঙানোর কতদিন বাদে নির্বাচন হতে পারে জানতে চাওয়া হলে বিচারপতি জানান, ‘সেই বিষয়ে আলাদা করে কোনও আইনের কথা বলা নেই। তবে আমরা সাধারণ মানুষের আগ্রহের কথা মাথায় রেখেই সবকিছু করব।’ এই বিশাল পরিমাণ সদস্যের যাতে ভোট প্রদান করতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য সঠিক স্থানই নির্বাচন করা হবে বলে জানান বিচারপতি। মোহনবাগান নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য মনোনয়নপত্র তুলতে হলে ১০ হাজার টাকা দিয়ে তুলতে হবে। মনোনয়নপত্রের মোট টাকা নির্বাচনের কাজে খরচ করা হবে।

ডিভিলিয়ার্সের নজির ছুঁলেন ফোর্ড

ডাবলিন, ২৪ মে : সীমিত ওভারের ক্রিকেটে এবি ডিভিলিয়ার্সের দ্রুততম অর্ধশতরানের নজির ছুঁলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাথু ফোর্ড।

শুক্রবার আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে আট নম্বরে ব্যাট করতে নামেন ফোর্ড। ৪৩.১ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর তখন ২৬৪। সপ্তম উইকেটে জাস্টিন গ্রেভসের সঙ্গে জুটিতে ৬৮ রান যোগ করেন। এর মধ্যে ৫৮ রানই আসে ফোর্ডের ব্যাট থেকে। অর্ধশতরানে পৌঁছাতে ১৬ বল নেন বছর ২৩-এর ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার। ফোর্ডের পুরো ইনিংসটা সাজানো ২টি চার এবং ৮টি ছক্কা দিয়ে। তাঁর ইনিংসের সুবাদেই ৫০ ওভারে ৩৫২ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যদিও সেই ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে এক বলও খেলা হয়নি।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা কানাই বাগদি - কে 10.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 36E 58136 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমার মতো মানুষের জন্য যা করেছে তা অনেক বড় একটি কাজ। অল্প সময়ের মধ্যে এক কোটি টাকা আয় করা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ নয় কিন্তু তারা এটা সম্ভব করে তুলছে এবং এর জন্য তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন হ্যামিল্টনগঞ্জ

কালচিনি, ২৪ মে : আর্ট অফ লিভিংয়ের অনূর্ধ্ব-১৬ একদিনের নকআউট ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল হ্যামিল্টনগঞ্জ। ফাইনালে তারা ৪৯ রানে হারিয়েছে বাইশধুরা চা বাগান ক্রিকেট দলকে। শনিবার কালচিনির রায়মাটাং চা বাগানের ইকোস্ফোর ময়দানে হ্যামিল্টনগঞ্জ প্রথমে ৬ উইকেটে ৭৪ রান তোলে। জবাবে বাইশধুরা ২৫ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা হ্যামিল্টনগঞ্জের দেব সিং। আয়োজকরা জানিয়েছেন, নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে ছোটদের এই প্রতিযোগিতার আয়োজন।

সুপার ডিভিশনের দলবদল শুরু

আলিপুরদুয়ার, ২৪ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগের জন্য দলবদল শুরু হল আলিপুরদুয়ারে জেলা ক্রীড়া সংস্থার দপ্তর, ফালাকাটা টাউন ক্লাব ও বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবে। প্রথম দিনে ৫টি ক্লাবে সই করেছে ৭৫ জন ফুটবলার। একইসঙ্গে প্রথম ডিভিশনের দলবদলের শেষ দিনে ২৩টি ক্লাব মিলিয়ে আরও ৪০ জন ফুটবলার দলবদল করেছে।

উত্তরের খেলা

লক্ষ্মীর হ্যাটট্রিক

হলদিবাড়ি, ২৪ মে : দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্পের মোস্তাফা সরকার ট্রফি মহিলা ফুটবলে শনিবার কলকাতার গয়েশপুর ফুটবল অ্যাকাডেমি ৬-১ গোলে হারিয়েছে কালিম্পংয়ের দেবাঞ্জন শেরে মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন লক্ষ্মী মুদি। তাদের বাকি গোল করেন প্রমীলা দাস, কুমিতা বেগ ও কেয়া হালদার। দেবাঞ্জনের একমাত্র গোল সিমরন গুরুংয়ের। রবিবার প্রথম সেমিফাইনালে ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের বিরুদ্ধে নামবে সাদার্ন সমিতি জেএফএ।

ইউনিকের ড্র

হলদিবাড়ি, ২৪ মে : শান্তিনগর ইউনিক ক্লাবের শংকর সরকার ও অনিতা মজুমদার ট্রফি ফুটবল লিগে শনিবার আয়োজক দলের সঙ্গে বেরুবাড়ি নবীন সংঘের খেলা গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ম্যাচের সেরা ইউনিকের বিক্রম রায়। রবিবার খেলবে হলদিবাড়ি টাউন ক্লাব ও সাতকুড়া ইয়ং স্টার।

জয়ী টিচার্স

পারডুবি, ২৪ মে : পারডুবি ক্রিকেট লিগে শনিবার টিচার্স ইউনিট ৩৬ রানে হারিয়েছে সানসাইন ওয়ারিয়রকে। প্রথমে ব্যাট করে টিচার্স ৫ উইকেটে ১৩৭ রান তোলে। শিবা দাসের অবদান ৪১ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৮ উইকেটে ১০১ রানে আটকে যায় সানসাইন। মনোজ বর্মন ৪৩ রান করেন। সোমবার কিং চ্যালেঞ্জার্সের মুখোমুখি হবে থান্ডার বোল্টস।

ম্যাচের সেরা অঙ্গদ খাওয়াস।

অঙ্গদের ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ মে : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ মহকুমা ক্রিকেটে শনিবার কালিম্পং ৯ উইকেটে হারিয়েছে কার্সিয়াংকে। দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে কার্সিয়াং প্রথমে ১৯.৪ ওভারে ৪৬ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা অঙ্গদ খাওয়াস ১০ রানে ৫ উইকেট ফেলে দেয়। জবাবে কালিম্পং ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৪৭ রান তুলে নেয়। অপূর্ব পোরটেল অপরাজিত ছিল ২২ রানে। সোমবার খেলবে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং।